



**teachinn's**.com  
Text with Technology

# **Bengali**

**Last Minute Suggestion  
500 Most Important key Point**

১) আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই ‘ভারতীয় আর্যভাষা’ নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য, নব্য ভারতীয় আর্য।

২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋকবেদ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। এই ভাষায় শ, ষ, স, ঙ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জন প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :- ভ্র, ক্র, ক্ষ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণে একটি করে আনুসঙ্গিক ধ্বনি আছে। যেমন - ‘ক’ বর্ণে ঙ, ‘চ’ বর্ণে ঞ।

৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় **ক্রিয়ার কাল** ছিল ৫টি: লট - বর্তমান। লৃট - ভবিষ্যৎ। লঙ, লুঙ, লিট - অতীত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় **ক্রিয়ার ভাব (Mood)** ছিল পাঁচটি: লোট - অভিপ্রায়। লোট - অনুজ্ঞা। বধিলিঙ্গ - নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সম্ভাবক। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **বচন** ছিল ৩টি: একবচন দ্বিবচন বহুবচন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **পুরুষ** ছিল ৩টি: উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **লিঙ্গ** ছিল ৩টি: পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। এই ভাষায় বাচ্য ছিল - ২টি: কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য। এই ভাষায় **প্রত্যয়** ছিল - ২টি: কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিৎ প্রত্যয়।

৪) ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম ‘মধ্যভারতীয় আর্যভাষা’। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল - ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা।

(ক) প্রথম উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ - খ্রীঃ ১ম

■ নিদর্শন = নানা অনুশাসন

■ ভাষা-নাম = (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-মধ্য-প্রাচ্য) প্রাকৃত।

(খ) দ্বিতীয় উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ১ম - ৬ষ্ঠ

■ নিদর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভূত্যের সংলাপ

= জৈন সাহিত্য

= নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্টে লেখা-কিছু মহাকাব্য - নাট্যকাব্য - গীতিকাব্য -

ছন্দঃশাস্ত্র - ব্যাকরণ প্রভৃতি।

■ ভাষা-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

(গ) তৃতীয় উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ৬ষ্ঠ - ৯ম

■ নিদর্শন = অপভ্রংশে লেখা-মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।

■ ভাষানাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ অর্ধমাগধী অপভ্রংশ।

৫) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

৯, দীর্ঘ ৯, ঋ-কার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

ঋ-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে - কখনো ‘অ’, ‘ই’, ‘উ’, ‘এ’- কখনো ঋ হয়েছে ‘র’, ‘রি’, ‘রু’,

মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঐ-কার ‘এ’ - করে এবং ঔ-কার ‘ও’ - করে পরিণত হয়েছে।

যুক্তব্যঞ্জন পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে।

‘অয়’ এবং ‘অব’ যথাক্রমে ‘এ’ এবং ‘ও’-কারে পরিণতি লাভ করেছে। পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না - থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে। পদান্তস্থিত ‘ম’ বা ‘ন’ থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে।

৬) মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনীতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা - এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

এযুগের ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে।

আবার নিষ্ঠান্ত (ক্ত প্রত্যন্ত) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।

এযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

#### ৭) নব্যভারতীয় আর্যভাষার

জন্ম / উৎস - মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষা অপভ্রংশ বা অবহট্ট থেকে।

জন্ম / উদ্ভব কাল - (আনুমানিক) খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

নন্দর্শন ও ভৌগোলিক বণীকরণ - আজকে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে,

সেগুলিই হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নাম।

প্রচলিত অঞ্চল-নাম অনুসারে পণ্ডিতেরা এগুলির নাম দিয়েছেন :

প্রাচ্যখন্ডে প্রচলিত - বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী।

প্রাচ্য-মধ্যখন্ডে প্রচলিত - বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।

৮) নব্যভারতীয় আর্যভাষার পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে। নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। মারাঠী ও গুজরাটি ভিন্ন অন্য সব ভাষার ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। বচন দু রকম - একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি -মুখ্য কারক - কর্তা

৯) প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে (সন্ধি করে) একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমন: উদাস > উআসা। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে ‘য়’, ‘ব’ ধ্বনি এসে গেছে। প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রানধ্বনি সাধারনত ‘হ’ কারে পরিণত হয়েছে। যেমন: মহাসুখ > মহাসুহু। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরন আছে। প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে ‘ন’ এবং ‘ণ’ এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না।

১০) প্রাচীন বাংলায় করণকারকে ‘তে’, ‘তৈ’ বিভক্তি বর্তমান। প্রাচীন বাংলায় অধিকরন কারকে ‘ত’ বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরণ মেলে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব।

১১) আদি-মধ্য বাংলাভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- আ-কারের পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে তা ক্ষীণ হয়। আদি-মধ্য বাংলার আ-কারের পরে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে, সে-দুটি মিলিয়ে যৌগিক-স্বরের সৃষ্টি হয়। আদি-মধ্য বাংলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য লক্ষণ - অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ‘হ’ ধ্বনি থাকলে ঐ অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিণত হয়। এই যুগের ভাষায়, যত্রতত্র আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগে ঘটেছে।

১২) আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো-কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি। এই যুগের ভাষায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে ‘ক’, ‘কে’, ‘রে’ বিভক্তি মিলে। করণ কারকে ‘ত’, ‘এ’, ‘ঐ’, বিভক্তি বর্তমান। কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কিছু কারকেও বিভক্তিহীনতার সম্মান মেলে। সর্বনামের কর্তৃকারকে বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে ‘রা’ বিভক্তি যোগে। এ যুগের ভাষায় উত্তম পুরুষে অতীত কালে ‘লৌ’, ‘ইল’; বর্তমান কালে ‘ওঁ’, ‘ই’, এবং ভবিষ্যৎ কালে ‘ইব’ যোগ হয়েছে।

১৩) অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- পদান্তস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত ‘অ’ কারের লোপ। অন্ত্য- মধ্য স্তরের ভাষায় আদি অক্ষরে শ্বাসঘাত পড়েছে ও তার ফলে মধ্য স্বরের লোপ ঘটেছে। এই যুগের ভাষায় অভিশ্রুতির নিদর্শনও মেলে। শ্রুতিধ্বনি এর প্রাবল্য এযুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

১৪) অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো-সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘রা’ বিভক্তি যুক্ত। এই যুগে নাম-ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। ‘ইল’ দিয়ে অতীত কাল এবং ‘ইব’ দিয়ে ভবিষ্যত কাল গঠিত হয়েছে। কর্তৃকারক এ শূন্য বিভক্তি, কর্তৃকারক এ বিভক্তি, কর্মকারক কে বিভক্তি, করন কারক এ, তে বিভক্তি, অপাদান কারক ত বিভক্তি।

১৫) আধুনিক বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। সংযোজক অব্যয়রূপে ‘ও’, ‘এবং’ শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। আধুনিক বাংলায় নঞর্থক অব্যয় ‘না’, ‘নি’, ‘নাই’ প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। আধুনিক বাংলা ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ ঢুকেছে-সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য গত কারণে।

১৬) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য - ‘অ’ স্থলে ‘ও’ উচ্চারণ। রাঢ়ী উপভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - ‘অভিশ্রুতি’। পদের আদিতে শ্বাসঘাত প্রবণতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অনন্তস্থিত মহাপ্রাণবর্ণ অল্পপ্রাণবর্ণে পরিণত হয়। শব্দান্তস্থিত অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। রাঢ়ী উপভাষায় নাসিকীভবন ও স্বতেনাসিকীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থ পাশাপাশি অবস্থিত বিষমধ্বনির সমধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে।

১৭) রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে ‘এ’ বা ‘তে’ বা ‘এতে’ বিভক্তির যোগ হয়। কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গুলো’, ‘গুলো’ এবং অন্যান্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। রাঢ়ীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে (ই)-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অসম্পন্ন কালের এবং (ইয়া) অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠিত হয়।

১৮) ঝাড়খড়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ। প্রায় সবত্রই ‘ও’-কার লোপ পেয়ে ‘অ’ কারে পরিণত হয়েছে। ঝাড়খড়ী উপভাষায় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই। ঝাড়খড়ী উপভাষাতে ‘ল’ ও ‘ন’ এবং ‘ব’ ও ‘ম’ বিপর্যস্ত হয়েছে।

১৯) ঝাড়খড়ী উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থিক ‘ক’ প্রত্যয়ের, নাম-ধাতুর প্রচুর ব্যবহার। ‘আছ’ ধাতুর বদলে ‘বট’ ধাতুর প্রয়োগ হয়। কর্মে ও সম্প্রদান কারকে ‘কে’ বিভক্তি, অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল - ‘লে’, ‘নু’। অধিকরণে ‘কে’, ‘এ’ বিভক্তি হয়।

২০) বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রাঢ়ী মতোই আনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে। স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। শব্দের আদিতে যেখানে ‘র’ নেই। সেখানে ‘র’ এসে যায় শব্দের আদিতে যেখানে ‘র’ আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও ‘অ’ উচ্চারিত হয়।

২১) বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গিলা’, এবং অন্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তি দেখা যায়। বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরণ কারকে ‘ত’ বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়। বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে ‘লাম’; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে ‘মু’, ‘ম’ বিভক্তি দেখা যায়। বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে ‘কে’, ‘ক’ বিভক্তি দেখা যায়।

২২) বঙ্গালী উপভাষার ‘র’ ও ‘ড়’ এর প্রচলিত বিপর্যয়। অর্থাৎ এই উপভাষার ‘ড়’ কে ‘র’ এবং ‘র’ কে ‘ড়’ উচ্চারণ করে। বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় ‘ও’ > ‘উ’ উচ্চারিত হয়। ‘শ’ এবং ‘স’ স্থানে ‘হ’ উচ্চারিত হয়। বঙ্গালী উপভাষায় ‘চ’ > ‘ৎস’, ‘ছ’ > ‘স’ এবং ‘জ’ > ‘জ’ (z) উচ্চারিত হয়। শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত ‘হ’, - ‘অ’ রূপে উচ্চারিত হয়। শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ - ‘ড’ তে রূপান্তরিত হয়।

২৩) বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট। গৌণকর্মে ‘রে’ বিভক্তি হয়। কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য সব কারকে বহু বচনে ‘রা’, (রার) গো (গোর) বিভক্তি যুক্ত হয়। অধিকরণকারকে ‘এ’, ‘তে’, ‘ত’ বিভক্তি যোগ হয়। বঙ্গালীতে করণকারকে ‘এ’ বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া ‘দিয়া’, ‘লগে’, ‘সাথে’ প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। অপাদান কারকে ‘ত’, ‘তনে’, ‘তেন’ এবং ‘খন’, ‘খনে’, ‘খুন’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে। অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি ‘আম’ - তার কথা হামি ছনতাম্ (শুনতাম)।

২৪) কামরূপী উপভাষায় বঙ্গালীর মতই ‘র’ এবং ‘ড’-এর বিপর্যয় ঘটে। অনেক সময় ‘ন’ ও ‘ল’-এর বিপর্যয় ঘটেছে। কামরূপী উপভাষায় পদের আদিতে মহাপ্রানব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু পদের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা আল্পপ্রাণে পরিনত হয়। কামরূপী উপভাষায় ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ সবই ‘শ’ উচ্চারিত হয়। শব্দের ‘অ’ শ্বাসাঘাতের জন্য ‘আ’ উচ্চারিত হয়। অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়।

২৫) কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে ‘ক’ বিভক্তি যোগ হয়। অধিকরণে ‘ত’ এবং অপাদানে ‘থাকি’ অনুসর্গ যোগ হয়। কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে ‘উ’ বিভক্তি যোগ। কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়।

২৬) বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি আছে ১১টি। সেগুলি হলো : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। সংস্কৃতের ঙ, দীর্ঘ ঙ, ঞ্ (দীর্ঘ ঞ) বাংলায় নেই। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার ঐ ১১টি স্বরধ্বনিই পৃথক পৃথক মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করেনি। ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার স্বরধ্বনি হলো ৯টি : অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ঐ, ও, ঔ, অ্যা।

২৭) ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত আটটিকে সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনি বলেছেন :

ই (i), এ (e), ঞ (ε), অ্যা (a), আ (ɔ), অ (a), ও (o), উ (U)।

কিন্তু বাংলাভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে ৭টি :

অ (a), আ (ɔ), ই (ঈ) (i), উ (ঊ) (U), এ (e), ও (O), অ্যা (a)।

ভাষাবিজ্ঞানের উচ্চারণ-নিরীখে এগুলি সাজানো হয়েছে :

ই (ঈ) (i), এ (e), অ্যা (a), আ (ɔ), অ (a), ও (O), উ (U)।

২৮)

	সম্মুখ স্বরধ্বনি	কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	পশ্চাদ স্বরধ্বনি	
উচ্চাবস্থিত	ই		উ	সংবৃত স্বরধ্বনি
উচ্চমধ্য	এ		ও	অর্ধ সংবৃত
নিম্নমধ্য	ঞ	আ	অ	অর্ধবিবৃত
নিম্নাবস্থিত	অ্যা		(আ)	বিবৃত

২৯) য-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তাদের উচ্চাবস্থিত বা উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel) বলে। যথা - ই, উ। য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নাবস্থিত বা নিম্ন স্বরধ্বনি (Low Vowel) বলে। যথা - অ্যা, আ।

৩০) য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা উচ্চে অবস্থান করে, তাদের উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High Middle Vowel) বলে। যথা - এ, ও। য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নমধ্য-স্বরধ্বনি (Low Middle Vowel) বলে। যথা - ঞ, অ।

৩১) য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী প্রসারিত করতে হয়, তাদের প্রসারিত বা প্রসৃত (Retracted) স্বরধ্বনি বলে। যথা - ই, এ, ঞ, অ্যা। য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী কুণ্ঠিত করতে হয়, তাদের কুণ্ঠিত (Rounded) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ, ও, উ।

৩২) : য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে কম থাকে, তাদের সংবৃত (Closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা - ই, উ। য়ে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে বেশী হয়, তাদের বিবৃত (Opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ, অ্যা।

৩৩) যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা সংবৃত থাকে, তাদের অর্ধ-সংবৃত (Half-closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা - এ, ও। যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা বিবৃত (প্রসারিত) থাকে, তাদের অর্ধ-বিবৃত (Half-opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ, ঐ।

৩৪) বাংলা ভাষায় যৌগিকস্বর প্রধানভাবে ২টি--

ঐ = (অ + ই)।

ঔ = (অ + উ)।

‘ঐ’ - ‘ঐ’ কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয়। ‘ঔ’ - ‘ঔ’ কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

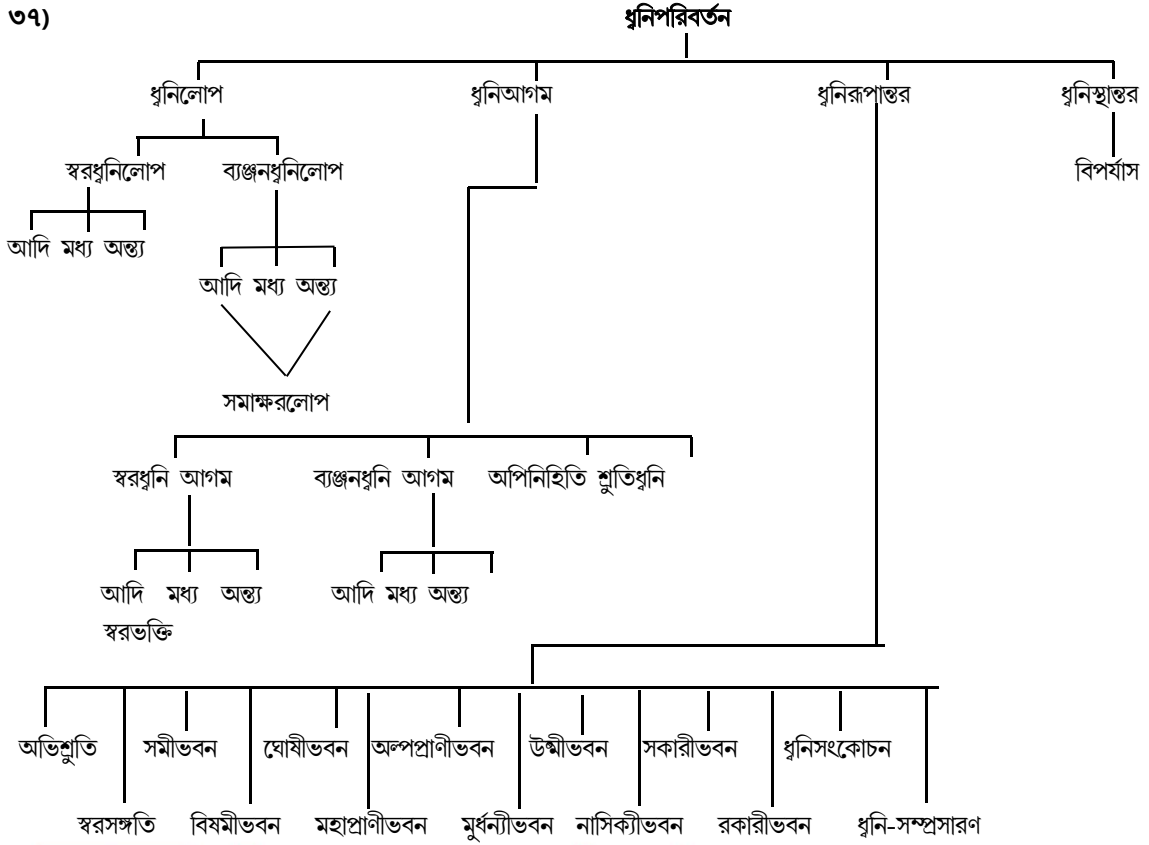
৩৫) যৌগিক স্বরধ্বনি প্রধানত ২টি স্বর দিয়ে গঠিত। যৌগিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় তার গুণগত চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। যৌগিক স্বরে ২টি স্বর-কোনোটিই পূর্ণাঙ্গস্বর নয়। অন্ততঃ দ্বিতীয় স্বরটি পরিপূর্ণ উচ্চারিত হয় না-ভাষাবিজ্ঞানীর মতে তা অর্ধ-উচ্চারিত।

৩৬)

ব্যঞ্জনধ্বনি					স্বরধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ধ্বনির নামকরণ		
স্পর্শধ্বনি								অন্তস্থ ধ্বনি	উদ্ভবধ্বনি
অঘোষধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		নাসিক্য					
অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ						
					ঃ, হ		কণ্ঠ	কণ্ঠ্যধ্বনি	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		অ, আ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়ধ্বনি	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	শ, ঙ	ই, ঈ, এ, ঐ	তালু	তালব্যধ্বনি	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ষ		মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি	
		ড়	ঢ়				মূর্ধা ও দন্তমূল	মূর্ধন্য-দন্তমূলীয়ধ্বনি	
				ন	র, ল	স	দন্তমূল	দন্তমূলীয়ধ্বনি	
ত	থ	দ	ধ				দন্ত	দন্ত্যধ্বনি	
প	ফ	ব	ভ	ম		ঊ, ঋ, ও, ঔ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি	



৩৭)



৩৮) পাশাপাশি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ কালে, অসাবধানতাহেতু কিংবা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে, ঐ দুটি ধ্বনির মাঝখানে তৃতীয় একটি ধ্বনি এসে গেলে, তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন -  
 শৃগাল > শিআল > শিয়াল। এখানে প্রথমে ‘গ’ - এর লোপ, পরে ‘য়’ এর আগম। তেমনি বানর > বান্দর (প্রা-বাং, এখানে ‘দ’- এর আগম) > বান্দর (আ. বাং- চন্দবিন্দুর (°) আগম।

৩৯) শ্রুতিধ্বনি প্রধানত দু রকম - ‘য়’ শ্রুতি ও ‘ব’ শ্রুতি। এছাড়া ‘দ’, ‘ল’ প্রভৃতি শ্রুতিও আছে।

য়-শ্রুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘য়’ - এর আগম ঘটলে ‘য়’ শ্রুতি। যেমন - সাগর > সাঅর > সায়র। লোহ > নোয়া।

এখানে ল > ন উচ্চারিত হয়েছে। ‘হ’ লোপ পেয়ে, অ এসেছে। সেই ‘অ’ > ‘য়’ হয়েছে।

ব-শ্রুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘ব’ - এর আগম ঘটলে ‘ব’ শ্রুতি হয়। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ ‘ব’ নেই বলে লেখা হয় -

উঅ, ওঅ, ওয়। যেমন, যা + আ = যাওয়া (এখানে যথার্থ বানান হওয়া উচিত ছিল ‘যাবা’। তেমনি - শূকর > শূঅর > শূওর, শূয়োর।

৪০) স্বতোনাসিকীভবন :

নাসিক্যধ্বনির লোপ বা প্রভাব ছাড়াই যদি অকারণে কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, তবে তাকে স্বতোনাসিকীভবন বলে। যেমন - পুস্তক > পুঁথি। ইষ্টক > ইঁট। পেচক > পৈঁচা, যুথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

৪১) নাসিকীভবন (Nazalisation) :

নাসিক্যধ্বনি (= ঙ ঞ ণ ন ম) যদি নিজে লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে, তাহলে তাকে নাসিকীভবন বলে। যেমন - হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, সন্ধ্যা > সাঁজ।

## ৪২) স্বরসন্ধি

অ + আ = আ	অ + উ = ও
আ + আ = আ	অ + উ = ও
আ + অ = আ	অ + উ = ও
অ + অ = আ	অ + ঋ = অর্
ই + ই = ঈ	আ + ঋ = অর্
ই + ঈ = ঈ	অ + ঋত = আর্ত
ঈ + ই = ঈ	আ + ঋত = আর্ত
ঈ + ঈ = ঈ	অ + এ = ঐ
উ + উ = উ	অ + ঐ = ঐ
উ + উ = উ	আ + এ = ঐ
উ + উ = উ	আ + ঐ = ঐ
অ + ই = এ	অ + ও = ও
অ + ঈ = এ	অ + ও = ও
আ + ই = এ	আ + ও = ও
আ + ঈ = এ	আ + ও = ও

## ৪৩) ব্যঞ্জন সন্ধি :

স্বরবর্ণ গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য়্ র্ ব্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ হয়।

‘শ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়।

‘শ্’ ‘স্’ ‘হ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ন্’ স্থানে অনুস্বর হয়। ‘চ্’ বা ‘ছ্’ পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে শ্ হয়।

‘ত্’ বা ‘থ্’ পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে ‘স্’ হয়। পরপদের প্রথমে স্ত্ , স্ত্ , স্প থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়।

Text with Technology

৪৪) যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বলে দ্বিগু সমাস।

বাংলায় এই দ্বিগু সমাস দুরকমের-

ক) তদ্বিতার্থ দ্বিগু

খ) সমাহার দ্বিগু

৪৫) যে সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য নিষ্কর করা যায় না বা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য কোনও পদের সাহায্যে নিতে হয় তাকে বলে নিত্য সমাস।

উদাহরন - অন্য যুগ = যুগান্তর

অন্য ভাব = ভাবান্তর

৪৬) সংস্কৃত প্রত্যয় : জ্ঞ, জিন্, অনট্, ইত্যাদি। সংস্কৃত অধিত প্রত্যয় - ষ, ষি, ষ্য, ষেয়, ষয়ন ইত্যাদি। সংস্কৃত ধাতুবয়ব প্রত্যয়-নিচ, সন্, যঙ ইত্যাদি।

বাংলা কৃৎপ্রত্যয় : অ,আ,অন, অন্ত ইত্যাদি। বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় আমি/মি,আই, উয়া...ও ইত্যাদি। বাংলা ধাতুবয়ব প্রত্যয়-আ, আনো ইত্যাদি।

৪৭) ‘অপত্য’ শব্দটি ‘নঞ’ + পিত্ + যৎ’ প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত, অর্থ হল যার জন্য পতন হয় না। যে প্রত্যয়গুলি ‘অপত্য’ অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রভৃতি বংশধর এমনকী শিষ্য-শিষ্যা, ভক্ত, ভক্তা প্রভৃতিকে বোঝায় তাদের বলে অপত্যার্থক প্রত্যয়।

যেমন - জ্ঞ, ষি, ষ্য, ষেয়, ষয়ন প্রভৃতি



৪৮) সংস্কৃত ভাষায় কারক হলো ছটি- ১) কর্তৃ, ২) কর্ম, ৩) করণ, ৪) সম্প্রদান, ৫) অপাদান, ৬) অধিকরণ। কিন্তু ইংরেজী ব্যাকরণে কারকের সংজ্ঞা একটু আলাদা। বাক্যের অন্তর্গত যে - কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্কই যেখানে ‘কারক’ নামে অভিহিত। তদনুসারে ইংরেজী ব্যাকরণে কারক আটটি - ১) কর্তৃ, ২) কর্ম, ৩) করণ, ৪) সম্প্রদান, ৫) অপাদান, ৬) অধিকরণ, ৭) সম্বন্ধপদ, ৮) সম্বোধন পদ। প্রাকৃত ব্যাকরণে কারক তিনটি- ১) কর্তা-কর্ম, ২) করণ-অধিকরণ, ৩) সম্বন্ধ। এইস্তরে সংস্কৃত ব্যাকরণেও সরলীকরণ ঘটেছিল।

প্রাচীন বাংলাতেও কারক ঐ তিনটিই ছিল।

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষত: ছাত্র পাঠ্য ব্যাকরণগুলিতে কারক আছে ছটি- ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে এগুলি চারটি - ১) কর্তৃ, ২) কর্ম-সম্প্রদান, ৩) করণ-অধিকরণ, ৪) সম্বন্ধ।

৪৯) গঠন প্রকৃতির দিক থেকে কারকগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক) মুখ্য কারক- ক্রিয়ার সঙ্গে যাট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যথা- কর্তৃকারক। এখানে কারকই ক্রিয়াতে নিয়ন্ত্রিত করে।

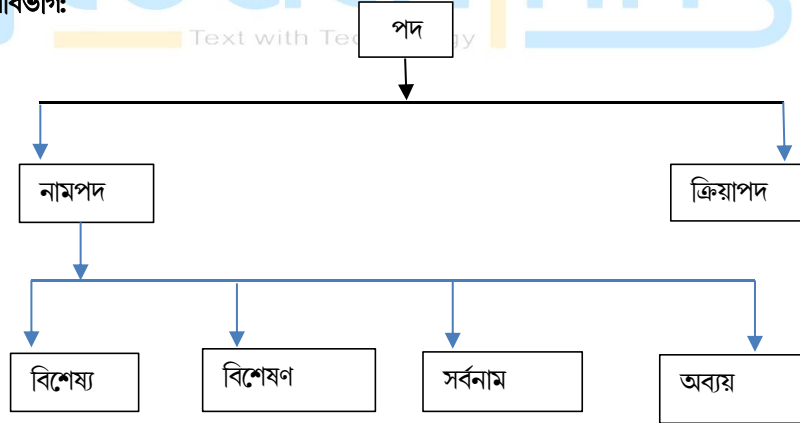
খ) গৌণ বা তির্যক কারক- যাদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। যথা- কর্ম-সম্প্রদান, করণ-অধিকরণ, সম্বন্ধ - এগুলি ক্রিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫০) প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে কারক আছে - ৬টি : কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৫১) বাংলায় তৎসম বিশেষণের রূপ লিঙ্গভেদে পৃথক হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ হয় না। বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রনে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব ক্ষীয়মান, আর ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই।

৫২) বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রনে বচনের কোনো ভূমিকা নেই, কারণ বাংলায় একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ একই, যেমন- একবচনে- আমি যাই, বহুবচনে-আমরা যাই, এক্ষেত্রে প্রথমেই বাংলার স্বাভাবিক চোখে পড়ে। সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা তে। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসিতে বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক হয়।

৫৩) পদের শ্রেণিবিভাগ:



৫৪) নামপদ ৪ প্রকার-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে নাম পদ বলে।

৫৫) বিশেষণ পদ প্রধানভাবে দু প্রকার। নাম বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ।

নাম বিশেষণ চার প্রকার- বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ। সুতরাং দুই মিলে বিশেষণ মোট পাঁচ প্রকার।

৫৬) সর্বনাম পদ প্রধানত ৬ প্রকার-

**পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য :** ব্যক্তির পরিবর্তে বসে- আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, আপনি, আপনারা, আমাকে, তোমাকে, তোকে, তাকে, আমার, তাঁর, আমাদের, তাঁদের প্রভৃতি।

**নির্দেশক :** এই, ইনি, এটি, ঐ, উনি।

**অনির্দেশক :** কেউ, কিছু, কোনো, কোন।

**প্রশ্নবাচক :** কে, কি, কোথায়, কেন।

**সম্বন্ধ বাচক:** যে, যা, যিনি, যারা, যাকে, যেমন, তেমন।

**আত্মবাচক:** স্ব, নিজ, আপন।

৫৭) বিভক্তি লিঙ্গ বচন ভেদে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে।

যেমন- ও, বা, বরং, নতুবা, বটে, কিন্তু, পরন্তু, অথবা, অথচ, সঙ্গে, বিনা, সমান, মতন।

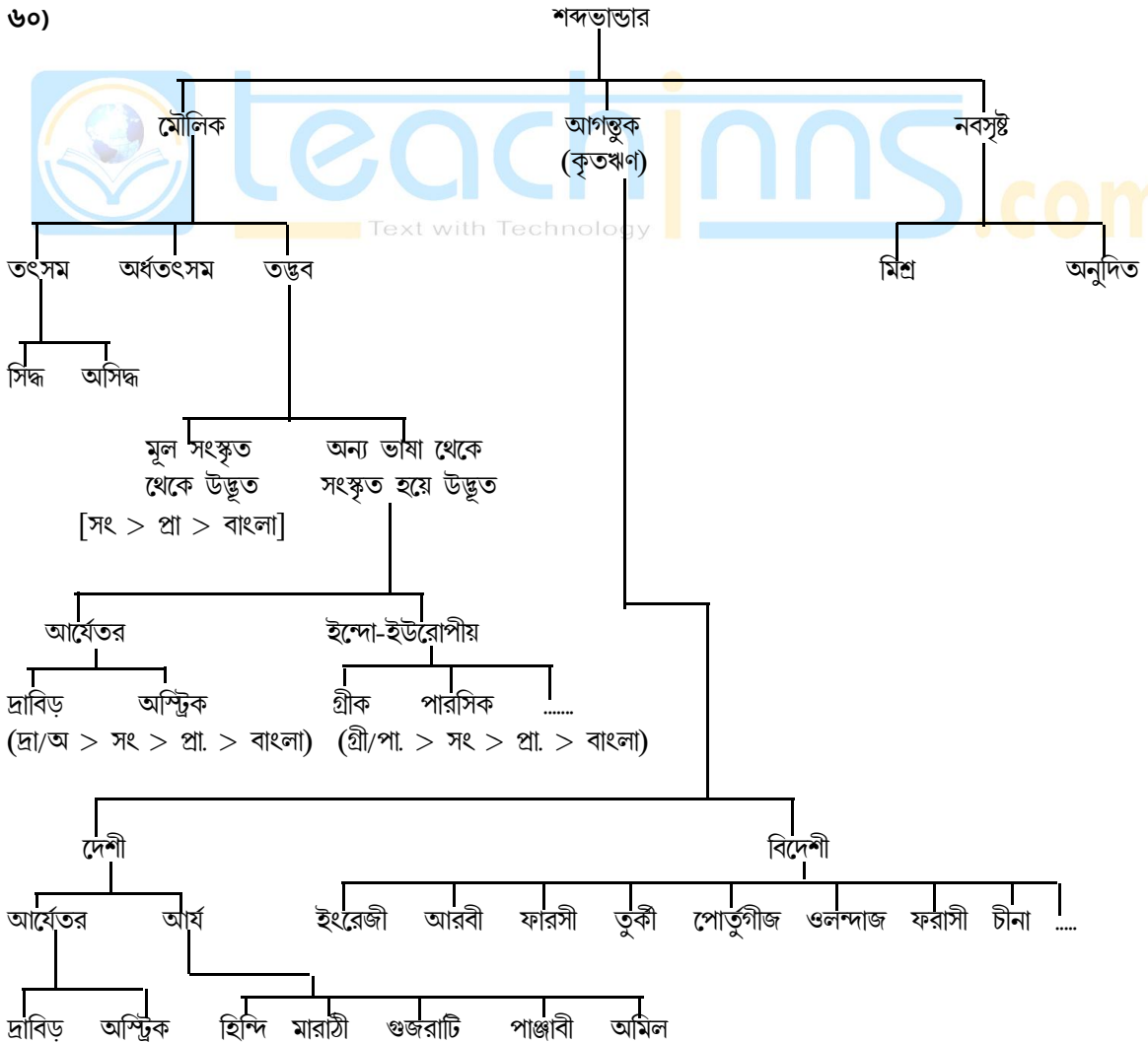
প্রকারভেদে: অব্যয় প্রধানভাবে তিন প্রকার- পদান্বয়ী, সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী। এছাড়া আছে অনুকার অব্যয়।

৫৮) যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে। যেমন- আমি বই পড়ি। এখানে পড়া ক্রিয়াটির কর্ম হলো- বই। তাই এটি সক্রমক ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। যেমন- আমি পড়ি। এই পড়ি ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। তাই এটি অক্রমক ক্রিয়া। তেমনি-আসা, যাওয়া, হাসা, কাঁদা, হারা, জেতা, বাঁচা, মরা প্রভৃতি অক্রমক ক্রিয়া।

৫৯) **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** আরো একশ্রেণীর ক্রিয়া আছে, তার নাম-দ্বিকর্মক।

যে ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমাকে একটা গান শোনাও। এখানে কী শোনাও?-গান। তাই ‘গান’ একটি কর্ম। এটি মুখ্যকর্ম, এটি বস্তুবাচক। কাকে শোনাও?-আমাকে। ‘আমাকে’ একটি কর্ম-এটি গৌণ কর্ম, এটি ব্যক্তিবাচক। তাই দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় দুটি কর্ম থাকে- একটি বস্তুবাচক, তা মুখ্য কর্ম। অন্যটি ব্যক্তিবাচক, তা গৌণকর্ম।

৬০)



৬১) শব্দভান্ডার তিনটি সূত্রে সমৃদ্ধি লাভ করে :

এক ।। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দাবলীর সাহায্যে।

দুই ।। অন্যভাষা থেকে ঋণ প্রাপ্ত শব্দের সাহায্যে।

তিন ।। নতুন ভাবে সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। সাধারণত মূল ধাতু বা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।

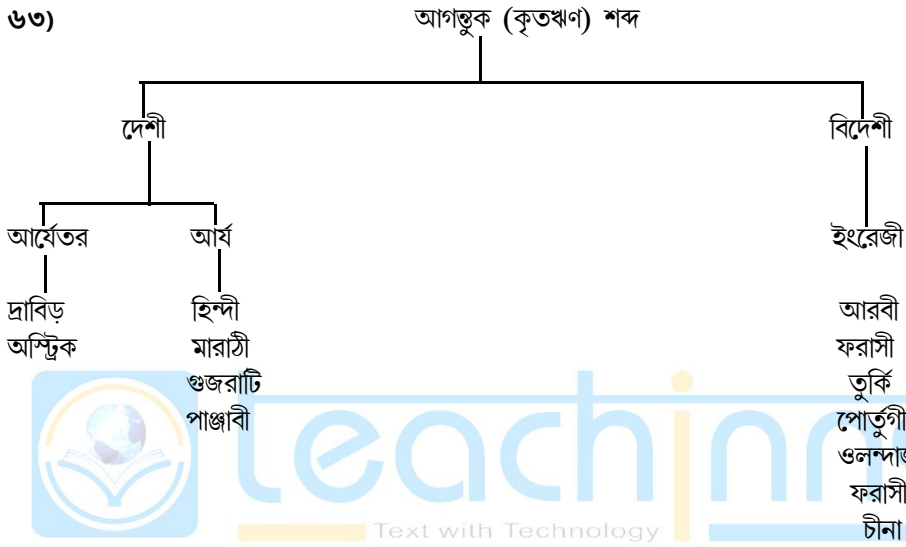
এই তিন সূত্রের নাম : এক । নিজস্ব বা মৌলিক শব্দ।

দুই । আগন্তুক শব্দ (কৃতঋণ শব্দ)।

তিন । নব সৃষ্ট শব্দ।

৬২) যে সমস্ত বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি বা অবিকৃত ভাবে বাংলায় তৎসমরূপে এসেছে এবং আসার পর দ্বিতীয় স্তরে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, - সেগুলিকেই ‘অর্ধতৎসম’ বা ‘ভগ্ন তৎসম’ বলে। প্রধানত মৌখিক বা কথ্যভাষাতেই এর ব্যবহার।

৬৩)



৬৪) শব্দার্থ পরিবর্তনের---

কারণ

উদাহরণ

১. ভিন্ন পরিবেশগত (কলু = কুজাতি > -তৈল পেষণ যন্ত্র > -পেষণযন্ত্র)
২. ভিন্ন ভাষাগত (মুর্গ = মোরগ - ফরাসীতে পাখি)
৩. ভিন্ন মানব গোষ্ঠীগত (নীল = নীল, -গুজরাটিতে সবুজ)
৪. কালব্যবধান জনিত (বিবাহ = বিশেষ বহন পরিণয়)
৫. অর্থনীতি পরিবর্তন গত (ঝি = কন্যা > কাজের মেয়ে)
৬. সংস্কার-প্রথাগত (Mother = মা > সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্তা নারী। লতা = সাপ)

৬৫) যখন কোনো শব্দ তার বৃৎপত্তিগত (সীমাবদ্ধ) অর্থ ত্যাগ করে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করে, তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনকে শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলে।

যখন কোনো শব্দ তার ব্যাপকতর অর্থ হারিয়ে কোনো সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে অর্থের সংকোচ বলে।

যদি কোনো শব্দের অর্থ ধাপে ধাপে বারবার পরিবর্তিত হতে হতে এমন ধাপে এসে দাঁড়ায়, যখন তার আদি অর্থের সঙ্গে শেষ অর্থের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, (বা এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে মনে হয়) তখন তাকে অর্থরূপান্তর বা অর্থসংশ্লেষ বলে।

৬৬) যখন কোনো শব্দ তার মূল অর্থ (হীন বা সাধারণ) পরিত্যাগ করে কোনো উন্নত অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাকে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ বলে। যখন কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে তার মূল উন্নত অর্থটি হারিজয়ে ফেলে নিম্নতর বা অবনত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের অর্থাপকর্ষ বা অর্থাবনতি বলে।

৬৭) চর্যাপদের মোট কবি ২৪ জন। সবচেয়ে বেশি পদ লিখেছেন কাহ্ন পা, ১৩টি। সরহ পা লিখেছেন ৪টি পদ। ভুসুক পা লিখেছেন ৮টি, কুক্কুরী পা ৩টি, লুই পা, শান্তি পা আর সবর পা ২টি করে। বাকি সবাই ১টি করে পদ লিখেছেন।

৬৮) ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই হতেই প্রভাবিত হয়েই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "চর্য্যচর্যবিশিচয়" নামে কিছু পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

৬৯) চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা ভাষা। তবে এতে অপভ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়।

৭০) ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্য্যগীতিকে বাংলার প্রাচীন নমুনা হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্য্যগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে- তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে এইগুলিকেই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন।

৭১) কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন "চর্য্যগীতিকোষবৃত্তি" নামে। এতে মনে হয় মূল সংকলনের নাম ছিল "চর্য্যগীতিকোষ" এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম "চর্য্যচর্যবিশিচয়"। তবে, এর সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নাম হলো চর্য্যপদ।

৭২)

পদের প্রথম লাইন	পদকার	রাগ	পদসংখ্যা
কাআ তরুর পঞ্চ বি ডাল	লুইপাদ	পটমঞ্জরী	১
দুলি দুই পিটা ধরন ন জাই।	কুক্কুরী পাদ	গবড়া	২
এক সে শুভিনী দুই ঘরে সাক্ষা।	বিরুআ পাদ	গবড়া	৩
তিঅডা চাপী জেইনি দে অল্পবালী।	গুন্ডরীপাদ	অরু	৪
ভবনই গহন গন্তীর বেঁগে বাহী।	গুঞ্জরী পাদ	গুঞ্জরী	৫
কাহেরে খিনি মেলি আচ্ছ কীস।	ভুসুক পাদ	পটমঞ্জরী	৬
আলিএ কালিএ বাট রুফেলা।	কাহ্নপাদ	পটমঞ্জরী	৭
সোনে ভরিলী করুনা নাবী।	কামলিপাদ	দেবক্রী	৮
এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।	কাহ্নপাদ	পটমঞ্জরী	৯
নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।	কাহ্নপাদ	দেশাখ	১০

৭৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভূমিকা লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। নৌকা খণ্ডে কটি পদ আছে ৩০ টি। "রাধাবিরহ" অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন বিমানবিহারী মজুমদার। এই কাব্যের মোট পদ ৪১৮ টি।

৭৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ঝুমুর গানের লক্ষণ আছে। এই কাব্যে ৩২ টি রাগরাগিণী আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী রাখার প্রস্তাব কে করেন বিমানবিহারী মজুমদার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা ১৬১ টি। কাব্যে অনন্ত চন্দ্রীদাস ভনিতা ৭ বার আছে।

৭৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র মহাদেব সুগ্রীব, পান্ডু যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের লিপিকার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যে শৃঙ্গার রসের প্রভাব দেখা যায়। রাধার শ্বশুর আর শ্বশুরীর নাম জল ও জটীলা। বর্তমানে কাব্যের চতুর্থ সংস্করণটি মুদ্রিত আকারে দেখা যায়। কাব্য কাহিনীর শুরু হয় বসন্ত ঋতুতে। কাব্যের প্রথম পদে পৃথিবীর কথা ব্যক্ত হয়েছে।

৭৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথির সঙ্গে প্রাপ্ত চিরকূটে ১০৮৯ সনের উল্লেখ রয়েছে। কাব্যে উল্লেখিত কয়েকটি ফুলের নাম মালতী, বাসক, করবী, চাঁপা, ছাতিম, পিপলি, বাতকী, শিরিষ। এই কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রাগের নাম পাহাড়িয়া। ৫ টি খণ্ডে রাধাকৃষ্ণ মিলন সংঘটিত হয় --দান, নৌকা, বৃন্দাবন, বাণ ও রাধা বিরহ।

৭৭) শরৎ ঋতুতে কাব্যের সমাপ্তি হয়। রামগিরী রাগে ৫৪টি পদ রচিত। প্রাচীন বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে এমন ৩ টি তালের নাম --একতারা, যতি, আঠতারা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে এমন ৪ টি রাগের নাম কেদার, মল্লার, ভৈরবী, বসন্ত প্রভৃতি।

৭৮) কৃষ্ণ ও রাধার স্বর্গীয় নাম বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ভাগবতের প্রভাব আছে বৃন্দাবন খণ্ডে। কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধার পারস্পরিক কথোপকথনের সূচনা হয় দান খন্ড থেকে কাব্যের মূল উৎস ভাগবত, বিষ্ণুপুরান, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। কাব্যে ব্যবহৃত দুটি ব্রজবুলি শব্দ পুনর্মী, জানল।

৭৯) জন্মখন্ডে পৃথিবীর ভার হরনের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। পদসংখ্যা - ৯

তাম্বলখন্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণকর্তৃক কামাচার আমন্ত্রন সূচক তাম্বলাদি প্রেরণ। পদ সংখ্যা - ২৬

দানখন্ডে রাধালাভের জন্য কৃষ্ণের দানীরূপ গ্রহণ ও রাধাকৃষ্ণের মিলন। পদসংখ্যা - ১১২

নৌকাখন্ডে কৃষ্ণের কান্ডারী বেশ ধারণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা বিহার। পদসংখ্যা ২৯ ভারখন্ডে ভারবাহী রূপে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার পসরা বহন। পদসংখ্যা - ২৮

৮০) ছত্রখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্রধারণ। পদসংখ্যা - ৯

বৃন্দাবন খন্ডে গোপীগনসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ (রাসলীলা)। পদসংখ্যা - ৩০

কালীয়দমন খন্ডে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের জন্য কালিন্দী জলে অবতরণের পর কৃষ্ণের জন্য রাধিকার রোদন ও আক্ষেপ।

পদসংখ্যা - ১০

যমুনাখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগনসহ জল বিহার ও বস্ত্র হরণ। পদসংখ্যা - ২২

৮১) হারখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার হার অপহরণ, যশোদার কাছে রাধার অভিযোগ। পদসংখ্যা - ৫

বানখন্ডে সম্মোহন বানে কৃষ্ণের রাধিকাকে মোহিত করা। পদসংখ্যা - ২৭

বংশীখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার উৎকণ্ঠা রাধার বংশীহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি, রাধার বংশী প্রত্যাৰ্পণ। পদসংখ্যা - ৪১

বিরহ এবং কৃষ্ণের মথুরা গমন। পদসংখ্যা - ৬৮

৮২) রূপগোষ্ঠাম্বী শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) বিপ্রলম্ব (২) সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ব আবার চার প্রকার - পূর্বরস, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস

৮৩) চণ্ডীদাস বাণুলী কোন দেবীর উপাসক ছিলেন। গ্রাম বাংলার কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের পদগুলিকে ‘রুদ্রাক্ষের মালা’ বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পদাবলী চণ্ডীদাসের পিতার নাম দূর্গাদাস বাগচী।

৮৪) চণ্ডীদাস সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাসের ১৪টা পদ আছে। চণ্ডীদাসকে কবি তাপস বলেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৮৫) ‘ভক্তিরত্নাকর’ নরহরি চক্রবর্তী এর লেখা। চণ্ডীদাসের জীবনী লিখেছেন কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। চারশো বছর ধরে চণ্ডীদাস যে গুণে বাঙালীর মন জয় করেন-- ভাষার সারল্য, ভাবের গভীরতা তথা দৈনন্দিন জীবন থেকে উপমা চয়নের জন্য। চণ্ডীদাসের পদ যে শ্রী চৈতন্য আশ্বাদন করতেন তার প্রমাণ আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে।

৮৬) জ্ঞানদাস র জন্মস্থান বর্ধমানের কাঁদড়া গ্রাম। জ্ঞানদাস ব্রাহ্মণ বংশ জাত। ‘জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী’ বিমানবিহারী মজুমদার রচনা করেছেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ‘চণ্ডীদাস সমস্যা’ প্রবন্ধটি লেখেন সুকুমার সেন।

৮৭) পূর্বরাগের দশ দশা-- লালসা, উদ্বিগ্ন, জাগরণ, তাণ্ডব, জড়তা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু।

৮৮) রসিকসভাভূষণ সুখকন্দ বিদ্যাপতির উপাধি। মহাজন পদাবলী বিদ্যাপতির পদের সংকলন।

৮৯) ‘যশোদার বাৎসল্যলীলা’ নামক পুঁথি সুকুমার ভট্টাচার্য আবিষ্কার করেন। এতে জ্ঞানদাসের ২০টি পদ পাওয়া যায়।

৯০) কৃষ্ণরতি ৩ রকম-- সাধারণী, সামঞ্জস্য, সমর্থা।

দুজন মুসলিম বৈষ্ণব পদকর্তার নাম সৈয়দ মর্জুজা, আলী রাজা।

৯১) দেবসিংহ এর অনুরোধে বিদ্যাপতি কাব্যচর্চা শুরু করেন। বিদ্যাপতি তার অধিকাংশ পদাবলী শিবসিংহ রাজার রাজ সভায় থাকাকালীন রচনা করেন। বিদ্যাপতি ভারতীয় সাহিত্য ভান্ডারের যে যে গ্রন্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন-- গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি।

৯২) ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ‘ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

৯৩) বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বিদ্যাপতির গ্রন্থগুলির তালিকা--

গ্রন্থ	রাজার নাম
কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ
ভূ পরিক্রমা	দেবীসিংহ
কীর্তিপতাকা	শিবসিংহ
পুরুষ পরীক্ষা	
শৈব - সর্বস্বহার	পদ্মসিংহ
গঙ্গা বাক্যাবলী	বিশ্বামদেবী
দানবাক্যাবলী	নরসিংহ
বিভাগসার	ধীরমতি
লিখনাবলী	পুরাদিত্য
দুগাভক্তি তরঙ্গিনী	ভৈরবসিংহ

৯৪) বিজয়গুপ্তের কাব্যের নাম ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘মনসামঙ্গল’। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪-৯৫ খ্রী:

‘পদ্মপুরাণ’ রচনা করেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রী: রবিশাল থেকে রামচরন শিরোরত্ন বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল-এর মুদ্রিত সংস্করণটি প্রকাশ করেন। এটি সবচেয়ে পুরানো মুদ্রিত সংস্করণ।

৯৫) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলটির কালজ্ঞাপক খে শ্লোক পাওয়া যায় তা হল- ‘ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক, সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক’। এর থেকে অনুমান করা যায় গ্রন্থটি ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রী: রচিত। মতান্তরে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪-৯৫ খ্রী: রচিত।

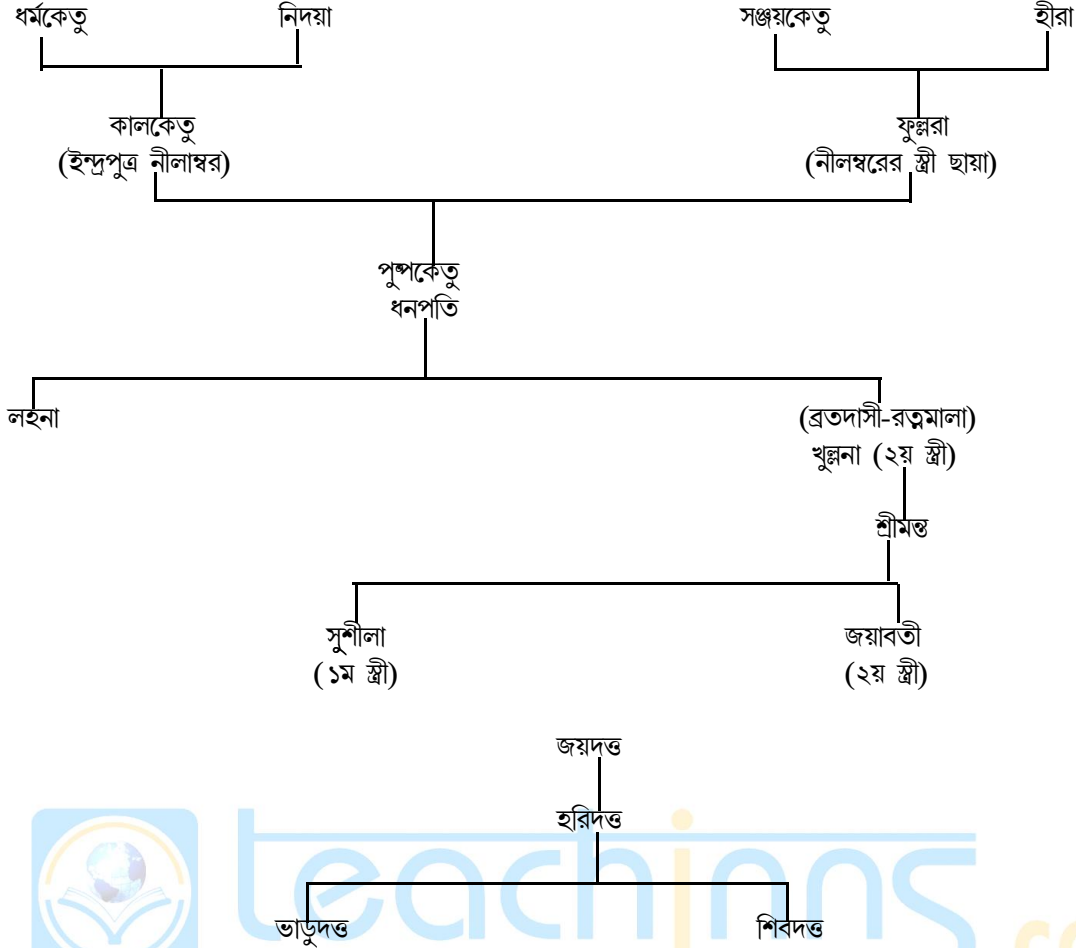
৯৬) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের নরখণ্ডে ৬টি উল্লেখযোগ্য পালা আছে। সেগুলি হল- ধনুন্তরী বধ পালা, ডিঙ্গা বুড়ান পালা, লখীন্দরের বাসর পালা, ভাসান পালা, জীয়েন পালা, দেশে গমন পালা। গোড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন এই কবি। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে ‘পদ্মপুরাণ’ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫২৫) রচনা শেষ হয়। গ্রন্থের অধিকাংশই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় তাঁর মনসামঙ্গল গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রন্থটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে প্রথম ছাপা হয়।

৯৭) মনসামঙ্গলের শতাধিক কবির মধ্যে কানা হরিদত্ত প্রথম এবং বিজয় গুপ্ত দ্বিতীয়। হরিদত্তের কাব্য ভাবে-ভাষায় দুর্বল। তাই বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণই সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত। বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে কাব্যরচনায় ব্রতী হন। দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবির ভাষায় এ কাব্য পাঠ করলে দরিদ্রের ধনলাভ ও সন্তানহীনের সন্তানলাভ হয় এবং রোগীর রোগমুক্তি ও বন্দির বন্ধনমুক্তি ঘটে।

৯৮) বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে তৎকালীন বাংলার অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যের রাজপ্রশান্তিতে তিনি সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) উল্লেখ করেছেন। কবির দৃষ্টিতে হোসেন শাহ ছিলেন ‘সমরে দুর্জয়’ এবং ‘দানে কল্পতরু’।



৯৯) চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের চরিত্র--



১০০) মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি - ‘অভয়ামঙ্গল’, ‘অশ্বিকামঙ্গল’, ‘চন্ডিকামঙ্গল’, ‘গৌরিমঙ্গল’, ‘হেমন্তীশঙ্করমঙ্গল’, ‘নূতনমঙ্গল’, ‘চন্ডিকার ব্রতকথা’ নামে পরিচিত। সিংহল যাত্রাকালে ধনপতির সপ্তডিঙা মধুকর, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচূর, মধুপাল, ছোটমুটি। গুরুগৃহে শ্রীপতি যা যা পড়েছি-- মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ভারবি, জয়দেব, রত্নাবতী, সাহিত্যদর্পন, কাদম্বরী, বামন, দন্তী, সপ্তশতী, কামশাস্ত্র।

১০১) সুকুমার সেন মুকুন্দরামের পাঁচালিকে একটি দুর্লভ শ্রেষ্ঠ পাঁচালি হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এটি এ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার মুখ্য বিষয় হলেও সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর জীবন-পদ্ধতি এবং একই সঙ্গে যৌথ পরিবারের সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। কাব্যে সে সময়কার গণজীবনের করুণ চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করার জন্য তিনি দুঃখবাদের কবি হিসেবে আখ্যায়িত হন। তবে তাঁর কাব্যে দুঃখবাদের সুর থাকলেও গুজরাট নগরপত্তনে আদর্শ রাষ্ট্র ভাবনার পরিচয় দিয়ে তিনি এক প্রকার আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন।

১০২) সাম্প্রতিক গবেষণায় পাঁচালি সাহিত্যের অন্য একটি নতুন দিক হলো-চৌদ্দ শতকের পূর্বে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষ হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। একটা সময়ে পূর্ববঙ্গের একটি বিপুল সংখ্যক জনগণ পীরদের সংস্পর্শে এসে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এ পীর সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অনুরূপভাবে পশ্চিম বাংলায় অনগ্রসর শ্রেণীর বহু দেব-দেবীর উপাসকগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকার পাঁচালির রচয়িতা এবং তাঁরা স্থানীয় দেব-দেবীকে উচ্চ পৌরাণিক মর্যাদা দান করে। ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় এ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলার অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে এ ধর্মান্তর প্রক্রিয়া ব্রাহ্মণদের একটি নতুন সুযোগ এনে দেয় এবং এক শ্রেণীর মানুষ তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ফলে তাঁরা হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যধারার মধ্যে স্থানলাভ করে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এ প্রক্রিয়ায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

**১০৩) শিবায়ন কাব্য** মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের একটি ধারা। শিব ও দুর্গার দরিদ্র সংসার জীবন কল্পনা করে মঙ্গলকাব্যের আদলে এই কাব্যধারার উদ্ভব। শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ দেখা যায় – পৌরাণিক ও লৌকিক। মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত হলেও শিবায়ন মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই কাব্যের দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমটি মৃগলুক-মূলক উপাখ্যান ও দ্বিতীয়টি শিবপুরাণ-নির্ভর শিবায়ন কাব্য। শিবায়নের প্রধান কবিরা হলেন রতিদেব, রামরাজা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র কবিচন্দ্র ও শঙ্কর কবিচন্দ্র।

**১০৪) কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যটি** অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে (১৭১০-১১) রচিত। কাব্যটির প্রকৃত নাম - শিব সঙ্কীর্তন। রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কবি। রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' আটটি পালায় বিন্যস্ত।

**১০৫) সপ্তদশ শতাব্দী** হইতে শিবায়ন কাব্য রচনা আরম্ভ হলেও এটি অনেক দিন ধরে চলে নি। সকল কাব্যের মধ্যেই মাহাত্ম্য প্রচারক কাহিনী লিপিবদ্ধ হতে থাকায় স্বতন্ত্র আকারে শিবের কাহিনী রচনার সার্থকতা দেখা যায় না। এ জন্য শিবায়ন কাব্য অত্যন্ত কম। মেদিনীপুর জেলার যদুপুর নিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত শিবায়নই একমাত্র সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল। এই শিবায়নটি ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। রামেশ্বর কবি অপেক্ষা ভক্তই ছিলেন অধিক।

**১০৬) রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তনের একাধিক পুঁথি পাওয়া গেছে---** এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে আটটি পালা রয়েছে। এ কারণে এ কাব্যকে অষ্টমঙ্গলাও বলা হয়ে থাকে। পৌরাণিক ও লৌকিক দুটি অংশে বিভক্ত রামেশ্বরের কাব্যের প্রথম পাঁচটি পালায় রয়েছে পুরাণভিত্তিক সৃষ্টি কাহিনী, দেবতাদের উৎপত্তি, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে হরপার্বতীর বিবাহ। আর শেষ তিনটি পালায় লৌকিক কাহিনী ভিত্তিক শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কলহ, চাষাবাদ, মাছধরা প্রভৃতি প্রসঙ্গ খুবই জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় বর্ণিত হয়েছে, পার্বতীর গঞ্জনা মাহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকাজের সূচনা। সপ্তম পালায় স্থান পেয়েছে শিবের মাছধরা, বাঙ্গিনীবেশিনী মহামায়ার শিবকে ছলনা, শিব পার্বতীর কৈলাস যাত্রা। এবং শেষ পালা তথা জাগরণ পালায় রয়েছে গৌরীর শাখা পরার বাসনা--- অভিমানে পিতৃগৃহে গমন। শাঁখারীর বেশে শিবের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। হরগৌরীর মিলন।

**১০৭) ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।** অর্থাৎ কবির বয়স তখন প্রায় ৪০ বছর। এরপর তিনি আট বৎসর বেঁচেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত, হিন্দী বাংলা ভাষার মিশ্রণে 'চন্দী' নাটক নামে একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।

**১০৮) ভারতচন্দ্র স্বয়ং অন্নদামঙ্গল কাব্যকে "নতুন মঙ্গল" অভিধায় অভিহিত করেছেন।** কবি এই কাব্যে প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ পটভূমি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন কাশীখণ্ড উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুনের চৌরপঞ্চাশিকা (চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা), এবং ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ইত্যাদি গ্রন্থ ও লোকপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে।

**১০৯) অন্যান্য মঙ্গলকাব্য এর মত অন্নদামঙ্গল ১ম খণ্ডে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।** সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী খণ্ডের প্রথমে বলা হয়েছে। এরপরে বসুন্ধর ও নলকুবেরের হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদার রূপে মর্তে আগমন, দেবীর হরিহোড়ের গৃহে প্রবেশ, এরপর দেবীর হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও ভবানন্দের গৃহে আগমন প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ২য় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দের সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। ৩য় খণ্ডে মানসিংহ, ভবানন্দ মজুমদার, প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আছে।

**১১০) ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাক্ষিত অর্থাৎ প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই প্রকাশিত হয়।** এর বহু পরে প্রকাশিত হয় 'অন্নদামঙ্গল', ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এটি বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাঙালি শিল্পীদের আঁকা ৬টি ছবি এই গ্রন্থের সচিত্রকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

**১১১) চন্দী মঙ্গল কাব্যের কাহিনী** যে দুই খন্ডে বিভক্ত : আক্ষেপিক খন্ড ও বণিক খন্ড  
আক্ষেপিক খন্ডে বর্ণিত হয়েছে : কালকেতুর কাহিনী  
বণিক খন্ডে বর্ণিত হয়েছে : ধনপতির কাহিনী  
চন্দী মঙ্গলের চরিত্র : ফুল্লরা, ভাঁড়ি দত্ত, মুরারি শীল

**১১২) চন্দীমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম : মানিক দত্ত।**  
চন্দীমঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক প্রসার ঘটে : ষোড়শ শতকে।  
চন্দীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল বিস্তৃত : ষোড়শ থেকে আঠার শতক পর্যন্ত।

১১৩) কবি মুকুন্দ রাম কার সভাসদ ছিলেন : মেদিনীপুর জেলার অড়রা গ্রামের জমিদার রঘুনাথের।  
মুকুন্দ রামকে কবিকঙ্কন উপাধি দেন : জমিদার রঘুনাথ শ্রীশ্রীচন্দ্রীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য।  
মুকুন্দ রামের চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য নাম : অভয়ামঙ্গল, অশ্বিকামঙ্গল, গৌরিমঙ্গল, চন্দ্রীকামঙ্গল  
চন্দ্রীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবির নাম : দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, লালা জয়নারায়ন সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ।

১১৪) চন্দ্রী মঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি : অকিঞ্চন চক্রবর্তী। কবির উপাধি ছিল কবিন্দ্র। অষ্টাদশ মতাদর্শের শেষভাগে কাব্যটি রচিত।

১১৫) **চৈতন্যভাগবত** প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্তকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (১৫০৭-১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) রচিত চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি জীবনীগ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তকরূপে তার ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।  
গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্ম অবতাররূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তসমাজে প্রচলিত চৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্বেরও ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

১১৬) **চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থের আদি নাম ছিল **চৈতন্যমঙ্গল**। কিন্তু পরে জানা যায় যে কবি লোচন দাসও এই নামের একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন। তখন বৈষ্ণব সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ বৃন্দাবনে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থটির নাম হবে **চৈতন্যভাগবত** এবং লোচন দাসের গ্রন্থটিই **চৈতন্যমঙ্গল** নামে পরিচিত হবে।

১১৭) **চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থের আদিখণ্ডে চোদ্দোটি অধ্যায় রয়েছে। এই খণ্ডের উপজীব্য বিষয় হল: চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, চৈতন্যদেবের জন্ম, শিক্ষা, ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত বিবাহ; তার তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতদের পরাস্তকরণ, পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু, গয়া ভ্রমণ এবং ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ।

১১৮) **চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে সাতাশটি অধ্যায় রয়েছে। এই খণ্ডের উপজীব্য বিষয় হল: চৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভক্তির উদয়, ভক্তিদর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে তার অনুগামীদের যোগদান, দুষ্ট জগাই ও মাধাইয়ের সঙ্গে কথোপকথন, স্থানীয় শাসক চাঁদ কাজী কৃষ্ণনাম প্রচার নিষিদ্ধ করলে চৈতন্যদেবের আইন অমান্য আন্দোলন (কাজীদলন)।

১১৯) অন্ত্যখণ্ডে রয়েছে দশটি অধ্যায়। এই খণ্ডের মূল উপজীব্য: চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ, শচীমাতার বিলাপ, পুরী ভ্রমণ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত আলাপ এবং নানা ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও আলাপআলোচনা।  
**চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থের দুটি পুথিতে **অন্ত্যখণ্ড**-এর শেষে আরও তিনটি অতিরিক্ত অধ্যায় পাওয়া যায়। আধুনিক গবেষকগণ এই অধ্যায়গুলিকে মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

১২০) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মতো চৈতন্যভাগবত গ্রন্থেও চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র এক সাধারণ অবতার রূপে না দর্শিয়ে ভগবানরূপী কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবতার রূপে দর্শানো হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান কলিযুগের যুগ-ধর্ম (হরিনাম-সংকীর্তন) প্রবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ। নিজ নাম প্রচার সম্পর্কে চৈতন্যদেব বলেছেন, পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম / সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম। চৈতন্যদেবের সত্যরূপ ও অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-সমকালের ব্যাসদেব নামে পরিচিত।

১২১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের **চৈতন্যচরিতামৃত** ধর্মীয় তত্ত্বব্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত। সেই তুলনায় **চৈতন্যভাগবত** অনেক সহজবোধ্য। চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ধর্মতাত্ত্বিক। উক্ত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের পুরীবাসের বছরগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। এইজন্য **চৈতন্যচরিতামৃত** ও **চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থদুটি একযোগে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও শিক্ষার এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী। যদিও পরবর্তীকালে আরও অনেকেই চৈতন্যজীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গবেষকদের মতে ১৫৪০-এর দশকের মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস **চৈতন্যভাগবত** গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

১২২) ইতিমত ছড়ানো প্রায় একশ সংস্কৃত শ্লোকসহ বারো হাজার তিনশরও (১২, ৩০০) বেশি বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী চরণ বিশিষ্ট এবং এটি তিন খন্ডে বিভক্ত। আদি খন্ডে শুরু হয়েছে ওই এলাকায় ভক্তিবাদের বিলুপ্তিতে অদ্বৈত আচার্যের দুঃখ প্রকাশ এবং এ ভাবে তা পাঠককে নিয়ে যায় চৈতন্যের জন্ম ও শৈশব জীবনে যা কৃষ্ণের শৈশব মনে করিয়ে দেয় (১. ১-৩), তারপর তরুণ বিশ্বম্ভরের টোলে পাঠ গ্রহণ (১. ৪-৫) লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে (১.৭) এবং বহু পন্ডিতকে ধরাশায়ী করার (১. ৮-৯) বিবরণ। চৈতন্য পূর্ববঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত ভ্রমণে যান, ফিরে আসেন বিপন্নক হিসেবে এবং পরে বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিয়ে করেন। খন্ডটি শেষ হয়েছে পিতার পিন্ড দান করার জন্য চৈতন্যের গয়া ভ্রমণে। এ ভ্রমণে তিনি ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা করেন এবং দিব্যোদ্ভাদ (১.১২) হয়ে যান। পাশাপাশি অন্য আখ্যানে নিত্যানন্দের অতীত পটভূমি ও হরিদাসের দুঃখ দুর্দশার (১. ১১) বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১২৩) পুঁথিটি আকস্মিকভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ হাতে লেখা পান্ডুলিপি চমৎকারভাবে সবকিছুর সঙ্গতি বজায় রেখেছে। মুদ্রিত সংস্করণ বিষয়গত দিক থেকে প্রায় অনুরূপ; যদিও সর্গগুলি, বিশেষ করে আদিখন্ডে, প্রায়শ একটু অন্যরকম ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বত্র পাওয়া যায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকল দলের মধ্যে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখে।

১২৪) মুরারি গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ভাবে চৈতন্যজীবনী লেখেন, যা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। মুরারির পর কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন চৈতন্যের জীবনকথা লেখেন সংস্কৃত 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যে (১৫১২ খ্রি.)। মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য জীবন কাহিনি অবলম্বনে পরবর্তী লেখকগণ বহুসংখ্যক চৈতন্য জীবনী রচনা করেছেন। যেমন, বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য চরিত রচনা করেন বৃন্দাবন দাস, যা 'চৈতন্য ভাগবত' (আনুমানিক ১৫৪০-৫০ খ্রি.) নামে খ্যাত।

১২৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনী। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য সহ জীবন-ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং চৈতন্যজীবনের প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণ করেন। ব্যক্তি চৈতন্যের আদর্শ ও তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই বইতে। মধ্যযুগের অন্য কোনো কাব্য বিষয় মাহাত্ম্যে, অকৃত্রিমতায়, তথ্যনিষ্ঠায়, সরল প্রাঞ্জল বাক্যগুণে, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অভূতপূর্ব সমন্বয়ে এমন গৌরব অর্জন করতে পারেনি। বৈষ্ণবধর্মের একটি আকর গ্রন্থ হিসেবেও তাই চৈতন্যচরিতামৃতের মূল্য অনস্বীকার্য।

১২৬) চৈতন্যচরিতামৃতের মূল প্রতিপাদ্য চৈতন্যের জীবনচরিত নয় প্রেম ও ভক্তিরসের যে বিগ্রহরূপে চৈতন্যদেব আরাধ্য সেই চরিতামৃতের এবং সেই প্রেম ও ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান। চৈতন্যের জীবনী অপেক্ষা যুক্তিতর্ক দিয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠাই ছিল কৃষ্ণদাসের লক্ষ্য। এই দুরূহ তত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিকের মতো। চৈতন্যচরিতামৃত আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি লীলাপর্বে বিভক্ত।

১২৭) আদি লীলায় বৈষ্ণবীয় দর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয়, চৈতন্যের বাল্যলীলা, কৈশোর ও সন্ন্যাস বর্ণিত হয়েছে। আদিলীলাই চৈতন্যচরিতামৃতের প্রধান অংশ। কৃষ্ণদাস শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ করেছেন নবদ্বীপ লীলা বর্ণনায়। কারণ নবদ্বীপলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

১২৮) শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রসমুদে ডুব দিয়ে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি তৈরি করলেন কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতিকূলদি বিচার। মধ্যলীলায় আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান পর্যন্ত ছয় বছরের কথা। এই অংশ কৃষ্ণদাস গ্রহণ করেছেন বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে।

১২৯) অন্ত্যলীলায় চৈতন্যদেবের নীলাচলের শেষ সতেরো-আঠারো বছরের লীলা বর্ণিত হয়েছে। সেই সময়কার কথা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে স্থান পায়নি। এই সময়ে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। এই লীলাবর্ণনায় কি তত্ত্ববিশ্লেষণে, কি তথ্যনিষ্ঠায়, কি আপনার ভাবমাহাত্ম্যে কৃষ্ণদাস অভাবনীয় সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর কাব্য বৈষ্ণব দর্শনকে উপলব্ধি করার দর্পণ স্বরূপ। পরিমিত বাক্য বিন্যাস, ভক্তি তন্ময়তা ও অলংকারের সমন্বয়ে চৈতন্য চরিতামৃত দর্শন ও কাব্যের মুক্তবেণী রচনা করেছে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, সাধ্যসাধন তত্ত্ব, রাগানুগা ভক্তি, সখিসাধনা ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক জটিল ধর্মতত্ত্বকে কৃষ্ণদাস উপমা, সুভাষিত ও ছন্দের ব্যবহারে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্বের স্বরূপ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

১৩০) চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক প্রণীত। এটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের (১৪৭৮-১৫৩৩) প্রতি নিবেদিত চরিত সাহিত্য ধারার চূড়ান্ত প্রামাণ্য রচনা হিসেবে মর্যাদাময় আসনে অধিষ্ঠিত। গ্রন্থটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সংক্ষিপ্তসার বলা হয় যার মধ্যে আছে চৈতন্য জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ করে তার সন্ন্যাস জীবনের বছরগুলি এবং কিভাবে সেই জীবন ভক্তির আদর্শ হিসেবে উদাহরণে পরিণত হলো তার বৃত্তান্ত। গ্রন্থটির মূল পাঠ ষড় গোস্বামীদের দ্বারা বিকশিত অধিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বের মৌলিক তত্ত্বীয় অবস্থানের রূপরেখা দান করে এবং ভক্তজনোচিত ধর্মীয় কৃত্যের সারবস্তু ব্যক্ত করে।

১৩১) চৈতন্যচরিতামৃত তিনটি খন্ডে বিভক্ত; যথা - আদি লীলা, মধ্য লীলা ও অন্ত্য লীলা। আদি-লীলা রাধারাণীর (উভয় ব্যক্তিত্বের একটি যৌথ অবতার) মেজাজে কৃষ্ণের অবতার হিসেবে চৈতন্যের অনন্য ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করেছেন, তার ব্যক্তিগত বংশ, তার নিকটতম শৈশব সহচর এবং তাদের পরম্পরা (অনুষঙ্গী উত্তরাধিকার) এবং তার ভক্তিমূলক সহযোগীদের বর্ণনা রয়েছে। এই অধ্যায় চৈতন্যের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে শেষ হয় (জীবনের উদ্ভূত আদেশ)

১৩২) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য-লীলা চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিশদ বিবরণ; মাধবেন্দ্র পুরীর আখ্যান; অদ্বৈতবাদের পণ্ডিত সর্বভূমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি দার্শনিক কথোপকথন (যেখানে অহংকারী আত্মতে আর্গুমেন্টের বিরুদ্ধে মহাপ্রভু কর্তৃক ভক্তের আধিপত্য বিস্তার করা হয়); দক্ষিণ ভারতে চৈতন্যের তীর্থযাত্রা; উড়িষ্যার পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কাছে জগন্নাথের রথ যাত্রার উৎসবের সময় চৈতন্য ও তার ভক্তদের দৈনন্দিন ও বার্ষিক কার্যক্রমের উদাহরণ; অন্যান্য উত্সব পালন; এবং গোস্বামীর এবং সনাতন গোস্বামী উভয় থেকে ভক্তি রূপ যোগ প্রক্রিয়া ও তার বিস্তারিত নির্দেশাবলীর রয়েছে মধ্য-লীলা খণ্ডে।



১৩৩) লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যক্তিগতভাবে চৈতন্যের সাথে সাক্ষাত করেন নি, তবে তার গুরু রঘুনাথদাস গোস্বামী (১৪৯৪-১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) চৈতন্যের একজন সহযোগী ছিলেন এবং চৈতন্যের নিকটবর্তী ছিলেন এমন ব্যক্তিদের নিকটবর্তী ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তার রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের শিবচন্দ্রনমর এবং স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন, উভয়ই চৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতেন।

১৩৪) চৈতন্যচরিতামৃত প্রায়শই অনুলিপি করা হয়েছিল এবং প্রায় ১৭ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় ও ওড়িশায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। সেই সময়ে জীবিত গোস্বামীদের ও কৃষ্ণদাসের তিনজন প্রশিক্ষিত শিষ্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকের দ্বারা প্রচার চলতে থাকে।

১৩৫) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি বৃন্দাবনে লেখা শুরু করে কৃষ্ণদাস তাঁর জীবনের উপান্তে এ সুবৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, যদিও সম্যকভাবে তখনও যেমন এখনও তেমনি এটি বিদ্যুৎ সমাজে বরাবর আলোচিত। গ্রন্থোদ্ধৃতিগুলি জানিয়ে দেয় যে, বইটির রচনাকাল ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দের পরে। কিন্তু প্রচলিত মত অনুযায়ী এর রচনাকাল আরও পরে ১৬০৯ থেকে ১৬১৫-খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এ তারিখগুলির যে-কোন একটি গ্রন্থটির রচনাকাল মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত রচনা কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত অর্থাৎ মুরারি গুপ্তের কড়চা (আনুমানিক ১৫৩৩) এবং বৃন্দাবন দাসের বাংলা রচনা চৈতন্য ভাগবত (আনুমানিক ১৫৪০-এর মাঝামাঝি) দিয়ে সূচিত চৈতন্য চরিতাখ্যানগুলির সৃষ্টিশীল রচনা পর্বের অন্তিম পর্যায়ে স্থাপন করে।

১৩৬) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি যদিও আকৃতিতে বিশাল, গ্রন্থটি তখনও জীবিত গোস্বামীদের ও কৃষ্ণদাসের তিনজন প্রশিক্ষিত শিষ্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দ্বারা সতেরো শতকের প্রথম দিকে বাংলা ও উড়িশ্যায় বারবার অনুলিপিকৃত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল।

১৩৭) চৈতন্য ভাগবত-এর মতো চৈতন্য চরিতামৃতও তিনটি খন্ডে বিভক্ত আদি, মধ্য ও অন্ত্য; এবং এগুলির সর্গসংখ্যা যথাক্রমে ১৭, ২৫ ও ২০। কৃষ্ণদাস সুস্পষ্টভাবে চৈতন্য ভাগবত ও তাঁর নিজের রচনার মধ্যে অসংখ্যবার তুলনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, অবিকল গঠন রূপ একান্তই ইচ্ছাকৃত। রচনারীতির এ কৌশল পরিশেষে পাঠকদের মনে এ ধারণা দেয় যে, প্রায় সাত অথবা আট দশক আগে চৈতন্য ভাগবত যে কাহিনী শুরু করেছিল চৈতন্য চরিতামৃত কেবল তারই ধারাবাহিকতা। চৈতন্য ভাগবতের কাহিনী যেখানে নবদ্বীপে গৃহী চৈতন্যের জীবনকাহিনী নিয়ে কেন্দ্রীভূত থেকেছে, সেখানে চৈতন্য চরিতামৃত পুরীতে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্যের জীবন ও তাঁর তীর্থ ভ্রমণের উপর আলোক স্পর্শ করেছে। এসব তুলনাবাচক বিবরণের ফল চৈতন্য চরিতামৃতকে চৈতন্য জীবনী রচনার পরিসমাপ্তি রূপে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়।

১৩৮) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটির মধ্য লীলায় রয়েছে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বিশদ বিবরণ (২. ১-৩), মাধবেন্দ্র পুরীর আখ্যান (২. ৪-৫), চৈতন্য কর্তৃক পণ্ডিত সার্বভৌম-এর ধর্মাস্তরণ (২. ৬), দক্ষিণে চৈতন্যের তীর্থভ্রমণ (২. ৭-১০)। মধ্য লীলার মধ্য-অংশে পাওয়া যায় জগন্নাথের রথযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবের কালে চৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের প্রাত্যহিক ও বাৎসরিক কর্মকান্ড। মধ্য লীলার শেষাংশে আছে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিশদ বর্ণনা (২. ১৭-২৫), যার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ভক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ষড়্ গোষামীদের দ্বারা বিকশিত ধর্মতত্ত্ব ও নান্দনিক তত্ত্বের অবস্থান।

১৩৯) চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ভক্তিরস সৃষ্টির বাহন হিসেবে রূপ গোস্বামী প্রণীত নাটকগুলির জরিপ দিয়ে শুরু হয়েছে। চৈতন্যের জীবনের অন্তিম পর্বে অসংখ্য ভক্তের ও কখনও কখনও ভাষ্যকারের কর্মাবলি এবং চৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক ভাব বিনিময় বিশেষত হরিদাস, রঘুনাথ দাস ও জগদানন্দের তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী গল্পকাহিনী আকারে পরিবেশিত হয়েছে। বিরহ অর্থাৎ কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার আকূল উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ার পরে রয়েছে চৈতন্য জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। খন্ডটি সমাপ্ত হয়েছে চৈতন্যের নামে আরোপিত বিখ্যাত 'শিক্ষাষ্টক' অর্থাৎ আটটি শ্লোকে ব্যক্ত চৈতন্যের নির্দেশ দিয়ে।

১৪০) কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোট তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে দুখানি আর বাংলায় একখানি। বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি-বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর নির্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থখানি রচনা করেন। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করতে কবির দীর্ঘ ৯ বছর লাগে।

১৪১) রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে। গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে। রূপ- সনাতনের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন ঘটে রামকলিতে। শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কপোতেশ্বর দর্শনের বিবরণ আছে মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

১৪২) রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে গোদাবরী তীরে। শ্রী সনাতন গোস্বামী সহ মহাপ্রভুর সম্বন্ধ তত্ত্ব বিচার ও শ্রীকৃষ্ণ - ঐশ্বর্য বর্ণনা রয়েছে মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে। শ্রী সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি রসকথন রয়েছে মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর বিবিধ অভিদেয় সাধন ভক্তি কথন রয়েছে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে।

**১৪৩) মালাধর বসু (গুণরাজ খান)** মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন কবি। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় ভাগবত পুরাণ বা ভাগবত অনুবাদ করেন। তার অনূদিত কাব্যটির নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। মালাধর বসুই ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। তার আগে অন্য কোনো ভাষায় ভাগবত অনূদিত হয়নি।

**১৪৪) শ্রীকৃষ্ণবিজয়** পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাধর বসু রচিত একটি বাংলা কাব্য। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সাল তারিখযুক্ত গ্রন্থ। হিন্দুদের অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। এর অপর নাম **গোবিন্দমঙ্গল**। এই কাব্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা গুরুত্ব পেয়েছে।

**১৪৫)** মালাধর বসুর আগে কেউই সংস্কৃত থেকে বাংলা বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেননি। সেই অর্থে, মালাধর বসুই ভাগবত অনুবাদ-ধারার প্রবর্তক। তিনি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় প্রচলিত পাঁচালীর ঢঙে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। কৃষ্ণবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালীর মতো তার শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও বাঙালিয়ানা ও বাঙালি সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

**১৪৬)** শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের নামকরণের তাৎপর্য নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতটি হল, কাব্যনামে "বিজয়" শব্দটি যুক্ত হয়েছে গৌরব বা মাহাত্ম্য বর্ণন অর্থে। কারণ, গ্রন্থের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যলীলা ও গৌরবকথা বর্ণনা। অন্যমতে, "বিজয়" কথাটি মৃত্যু বা মহাপ্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা বর্ণনায়।

**১৪৭)** শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অপর নাম গোবিন্দবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গলকাব্যে যেমন দেবতার গৌরবপ্রচারের প্রতীকশব্দ রূপে "মঙ্গল" শব্দটি ব্যবহৃত হত, তেমনি মালাধর বসু একই অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

**১৪৮)** ভাগবত পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত আঠারোটি মহাপুরাণ ও ছত্রিশটি উপপুরাণের অন্যতম। সকল পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এই পুরাণ বারোটি স্কন্দ বা খণ্ডে বিভক্ত। মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্দের ভাবানুবাদ করেছেন তার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে।

**১৪৯)** ভাগবত পুরাণে দশম স্কন্দে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই দশম স্কন্দ পুরোপুরি অনুবাদ করেছেন মালাধর। একাদশ স্কন্দে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির যে সামান্য অংশ রয়েছে মালাধর তাই গ্রহণ করেছেন। তবে এই অংশে যে বিস্তারিত তত্ত্বকথা বর্ণিত আছে, তার অল্পই নিয়েছেন তিনি। যেটুকু নিয়েছেন, সেটুকুও কাহিনির প্রয়োজনে। ভাগবত ছাড়াও বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ থেকে বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা, নৌকালীলা ও দানলীলার গল্প এবং চতুর্দশ শতাব্দীর আগে থেকে বাংলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক লোককথা থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

**১৫০)** বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেই প্রথম স্পষ্ট তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত এই কাব্যের প্রামাণ্য সংস্করণে কালজ্ঞাপক দুটি ছত্র পাওয়া যায়।

"তের পাঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার কাজ শুরু হয় ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) এবং শেষ হয় ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে)।

**১৫১)** শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে আদ্যকাহিনির অন্তর্গত ঘটনাগুলি হল কৃষ্ণের জনক-জননী বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ, দেবকীর অষ্টম গর্ভে বিষ্ণুর অবতার রূপে কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ, নন্দালয়ে যশোদা-কর্তৃক কৃষ্ণের লালনপালনের বৃত্তান্ত, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নানা অলৌকিক লীলা প্রদর্শন এবং কংস বধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় গমন।

**১৫২)** শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে মধ্যকাহিনির অন্তর্গত ঘটনাগুলি হল কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় আগমন, কংসবধ, কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপন, উগ্রসেনের নির্দেশে মথুরার শাসনভার গ্রহণ ইত্যাদি।

**১৫৩)** শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে অন্ত্যকাহিনিতে আছে দ্বারকায় কৃষ্ণের রাজধানী স্থাপন, কালযবন বধ, শিশুপাল বধ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণিণীর বিবাহ, কৃষ্ণ ও জাম্বুবতীর বিবাহ, কৃষ্ণ ও সত্যভামার বিবাহ, পারিজাত পুষ্প লাভের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ, জরাসন্ধ বধ, সুভদ্রা হরণ, ঋষিদের অভিষাপ, কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা।

**১৫৪)** চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ভাগবতকে প্রথম বাংলায় প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্ব মালাধর বসুর। প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও পরিবেশের মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ মর্যাদায় হিন্দু পুরাণের কাহিনীসমূহ উপস্থাপন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রেমময় বাক্য থেকে ভক্তিরস আশ্বাদন করতেন। 'শ্রীধর্ম-ইতিহাস', 'লক্ষ্মী চরিত্র', 'যোগসার' এবং 'রামায়ণ ও মহাভারত'-এর বিবিধ উপাখ্যানের রচয়িতা হিসেবে একজন গুণরাজের নাম পাওয়া যায়।



১৫৫) মালাধর বসু কাব্যের শুরুতেই ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচনার উদ্দেশ্যে যে লোকনিস্তারণ ও মনোরঞ্জন তা ব্যক্ত করেছেন। লোকনিস্তারনের জন্য পুরানের তত্ত্বদর্শনের আনুগত্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মনোরঞ্জনের জন্য লোকশ্রুত বহুকাহিনির সংযোজন করে সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পান করেছেন। ভাগবত বহিভূত যে সমস্ত কাহিনী তিনি গ্রহণ করেছেন, তা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত গ্রহ-নক্ষত্র-লগ্ন-রাশির উল্লেখ আছে, তেমনি নামকরণে অনুষ্ঠানেও বাঙালিয়ানার ছাপ পড়েছে।

১৫৬) কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ-এর কোনো কোনো পুঁথি থেকে “কৃষ্ণিবাসের আত্মপরিচয়” শীর্ষক একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায় পাওয়া যায়।

এই অধ্যায় থেকে কবির বংশপরিচয়,  
“আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাস  
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃষ্ণিবাস।”  
ব্যক্তিপরিচিতিঃ  
“মালিনী নামেতে মাতা, পিতা বনমালী  
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুনশালি।”

১৫৭) ১৮০২ সালে উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ প্রথম পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। এরপর ১৮৩০-৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় দুখণ্ডে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

#### ১৫৮) শ্রীরাম পাঁচালীর

মৌলিক অংশসমূহ

- বীরবাহুর যুদ্ধ
- তরঙ্গীসেনের কাহিনী
- মহীরাবণ-অহীরাবণের কাহিনী
- রামের অকালবোধন
- মৃত্যুপথযাত্রী রাবণের কাছে রামচন্দ্রের শিক্ষা
- সীতার রাবণমূর্তি অঙ্কন ও রামের সন্দেহ
- লব-কুশের যুদ্ধ।

১৫৯) বর্তমানে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের প্রাপ্ত মোট ২,২২১ টি হস্তলিখিত পুঁথি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি পাঁচালীর আকারে পয়ার ছন্দে রচিত এবং মূল সংস্কৃত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

১৬০) দ্বাদশ শতকে ইউরোপ-এ প্রচলিত অনেক লোকায়ত আখ্যানের সাথে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের কোনও কোনও কাহিনির মিল পাওয়া যায়, যা বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। গেলিক উপাখ্যানের দৈত্য বা অপদেবতা Balor-এর মতই বাংলা রামায়ণের ভাস্কর্যচর্চা এক চোখ সর্বদা ঠুলি দিয়ে ঢেকে রাখত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঠুলি খুলে শত্রুর দিকে তাকিয়ে তাকে ভয় করে দিত। আরেক গেলিক কাহিনির King Lludd-এর রাজ্যের এক চোর ছিল, যে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের মহীরাবণের মতই মন্ত্রবলে সব লোককে নিদ্রাভিত্ত করত পারত।

১৬১) ষোড়শ শতকে ভক্তকবি তুলসীদাস রচিত হিন্দি রামায়ণ রামচরিতমানস-এর সৃজনে এই কাব্যটির ভক্তিরসাত্মক ব্যঞ্জনা বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। তাছাড়া, কৃষ্ণিবাস ওঝা প্রণীত এই রামকথা পরবর্তীযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৬২) আদিকাণ্ডে কৃষ্ণিবাস অধ্যায়-রামায়ণের কাহিনী সূত্রে বাল্মীকির প্রথম জীবনের দস্যু বৃত্তির আখ্যান বর্ণনা করেছেন। চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, হরীত এর রাজ্যভিষেক, একা হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান এই কাণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। ‘হরিশচন্দ্র উপাখ্যান’ প্রধানত দেবীভাগবত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। সাগর বংশের উত্থান-পতন ও গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার মধ্য দিয়ে সাগর বংশের উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। সৌদাস রাজার উপাখ্যান ও দশরথের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশরথের পাঁচ বছর বয়সে পিতার সিংহাসনে বসেন। পরে একে একে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে বিবাহ করেন।

১৬৩) লঙ্কাকাণ্ড বীর ও করুণ রসের মিশ্রণে উপভোগ্য। লঙ্কানের শক্তিকে হনুমানের বিশাল্যকরণী আনয়নের জনপ্রিয় কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃষ্ণিবাস অঙ্কুরিত রামায়ণ থেকে এ কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণিবাস বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও শক্তিবাদের প্রভাব সম্পর্কে এর সচেতন ছিলেন। ‘শমন-ভবন নাহ গমন, যে লয় রামের নাম’ ইত্যাদি বাক্যে বৈষ্ণবের আদর্শ নরকে গতি লাভ করা মহাপাপীর রাম নামে মুক্তি ঘটে। লঙ্কাকাণ্ডে রামাবলী গায়ে দিয়ে রামের বিরুদ্ধে ভক্ত তরনী সেনের যুদ্ধ। লঙ্কান, বীর হনুমান বা স্বয়ং রামচন্দ্র কেউই প্রথমে পরাজিত করতে পারেন না তরনী সেনকে। একমাত্র বিভীষণ জানত তরনী সেনের (পুত্রের) মৃত্যুর উপায়।

১৬৪) কালিকাপুরান ও বৃহদ্রম পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে কৃত্তিবাস শরৎকালীন অকালবোধের বর্ণনা করেছেন। সুমেরু পর্বত থেকে গঙ্গা চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়। বসু, ভদ্রা, শ্বেতা ও অলকানন্দা। রাজা দশরথ ভৃগুরাম মুনির কাছে শব্দভেদী বান শিক্ষা করেন। রোহিনী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়ায় অযোধ্যা নগরে চৌদ্দ বছর অনাবৃষ্টি হয়েছিল। বালিপুত্র অঙ্গদের জন্মের নৈপথে দেবতাজের উল্লেখ নেই। বানরদের মন্ত্রী জাম্বুবান ও সেনাপতি নীল।

১৬৫) কাশীরামের মহাভারতে খাণ্ডব দহনের নিমিত্ত অগ্নিদেবের সহায়তায় অর্জুন গাভীৰ ধনু লাভ করে অগ্নির রোগ দূর করেন। অর্জুনের দশটি নাম আছে। (১) ধনঞ্জয় (২) বিজয় (৩) শ্বেত বাহনক (৪) কিরীটি (৫) বীতংসু (৬) সব্যসাচী (৭) অর্জুন (৮) ফাল্গুনী (৯) জিষ্ণু (১০) কৃষ্ণ। দ্রোণাচার্যের গুরু ছিলেন পরশুরাম।

১৬৬) মহাভারতের পর্ব গুলি হল-- আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষিক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল ও স্বর্গারোহণ পর্ব।

১৬৭) জগন্নাথ মঙ্গলের রচয়িতা গদাধর তার অনুজ। অগ্রজ কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণবিলাস রচনা করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব (১৮০১-০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় ১৮৩৬ সালে মুদ্রিত হয়। ভারত পাঁচালী কাব্যের কবি হিসাবেও তিনি বিখ্যাত।

১৬৮) কাশীরাম দাসের মহাভারত মূল মহাকাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। তিনিও কৃত্তিবাস ওঝা এবং মালাধর বসুর মতো মূল গ্রন্থের কাহিনী বর্জন বা অন্য গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংযোজন করেছেন। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের গীতা পর্বাধ্যায় (যা শ্রীমদ্ভাগবদগীতা নামে পরিচিত)-সহ অনেক গুরুগম্ভীর দার্শনিক আলোচনা তিনি বাদ দিয়েছেন। আবার শ্রীবৎস চিন্তা, সুভদ্রা হরণের মতো বাঙালি-মানসের উপযোগী নানা কাহিনী অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে সংযোজন করেছেন। আসলে, মহাভারতের মূলানুগ অনুবাদ নয়, কবির উদ্দেশ্য ছিল মহাভারতের নীতিকথাগুলি বাঙালি সমাজে প্রচার করা। মহাভারতে সংসার জীবন, সত্যপালন, ন্যায়ধর্মাচরণ, বীরত্ব, সতীত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি, ধার্মিকতা, উদারতা, আত্মবিসর্জন প্রভৃতি যেসব সদগুণের কথা বলা হয়েছে এবং যা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি, তা-র প্রচারই মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে করতে চেয়েছিলেন কাশীরাম দাস।

১৬৯) দৌলত কাজি তাঁর কাব্যকাহিনী দুটি ভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন। আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মুল্লা দাউদ বা মোলানা দাউদের অবধী হিন্দিতে রচিত ‘দম্পাইন’ বা ‘চন্দ্রায়ণ’। অপর উৎসটি হল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মিয়া সাধনের হিন্দিকাব্য ‘মৈনাসৎ’। রাজা অমাত্য আশরফ খানের নির্দেশ মতো সাধনের টেট-হিন্দিতে-টোপাই-দোহা ছন্দে রচিত ‘মৈনাসৎ’ কাব্যটি সাধারনের অবোধ। দৌলত কাজি বাংলা ভাষার পাঁচালির ছন্দে তাকে সাধারনের সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেন। দৌলত কাজী দুটি খন্ডে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। প্রথম খন্ডে ‘লোরচন্দ্রানী’ এবং দ্বিতীয় খন্ড ‘সতী ময়নামতী’।

১৭০) প্রথম খন্ডের কাহিনী নির্মাণে মুলের চান্দা, মৈনা, বাবন প্রভৃতি নামগুলিকে বদলে দিয়েছেন কবি যথাক্রমে চন্দ্রানী, লোর, ময়না, বামন ইত্যাদি নামে। নামের মতো ঘটনাগত মিলও আছে। যোগীবেশে মন্দিরে লোরের অবস্থান, মুক্তহার ছিড়ে ফেলে সখীদের তা কুড়ানোয় ব্যস্ত রেখে লোর দর্শন, নিশীথে শয়নগৃহে লোর-চন্দ্রানীর গোপন মিলন, লোর-চন্দ্রানীর পলায়ন, বামন-লোরের যুদ্ধ, সর্পদংশনে চন্দ্রানীর মৃত্যু ও দৈবযোগে পূর্ণজীবন লাভ ইত্যাদি ঘটনার ছব্ব সাদৃশ্য মেলে।

১৭১) দ্বিতীয় খন্ডে ময়নার সঙ্গে লোরচন্দ্রানীর মিলন শিল্পসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই খন্ডে দৌলত কাজি মূলত সাধনের মৈনা-কো-সৎ কাব্যের অনুসরণ করেছেন। দৌলত কাজি ময়নাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে গৌরবের আসন দান করেছেন।

১৭২) দৌলত কাজি তাঁর গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রেখে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর দেহত্যাগ করলে পরে এ কাব্যের বাকি এক-তৃতীয়াংশ সৈয়দ আলাওল সমাপ্ত করেন। কবিত্বশক্তির গুণে দৌলত কাজি আলাওলের থেকে অগ্রগন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু কবির দেব-দেবীকে নিয়ে কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু দৌলত কাজি নর-নারীকে অবলম্বন করে তার কাহিনী রচনা করেন যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথাকে ভেঙ্গে দেয়।

১৭৩) কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজি বিসমিল্লা অর রহমান রহিম আল্লাহ করিমকে বন্দনা করে লোরচন্দ্রানী কাব্য শুরু করেছেন। কর্ণফুলী নদীর পূর্বদিকে রোসাঙ্গনগর অবস্থিত। দৌলত কাজি সুফী শাখার অন্তর্গত চিশতী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। রাজা লোর রাজ্যপাট মহাদেবীর হাতে সমর্পণ করে কানন বিহারে গমন করেন। গোহারি রাজ্যের সূর্যবংশীয় রাজা মোহরা রাণী মহাদেবী। তার কন্যা চন্দ্রানী এবং জামাতা বামন। বামন বীর কিন্তু নপুংসক। চন্দ্রানীর সহচরীর নাম বুদ্ধিশিখা।

১৭৪) দৌলত কাজির - কাব্যের নায়ক লোরক। মোহরা - চন্দ্রানীর পিতা (গোহরী দেশের রাজা)। ব্রাহ্মণ ভারতী - ময়নামতীর দূত। বামন - চন্দ্রানীর স্বামী। প্রচন্ড তপন - লোরচন্দ্রানীর পুত্র। শূদ্র সেন - মানিকাপুরের রাজা। নরেন্দ্র - ছাতন কুমারের পিতা। ছাতনকুমার - রাজা নরেন্দ্রের পুত্র। উপেন্দ্র দেব - ধর্মবতী রাজ্যের রাজা। আনন্দবর্ম - উপেন্দ্রদেব এবং রতন কলিকার পুত্র। কালকেতু - রত্নপুরের রাজপুত্র। মিত্রকন্ট - লোরকের সারথি। চন্দ্রানী - বামনের স্ত্রী। ময়নামতী - লোরকের স্ত্রী।

১৭৫) আলাওল মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য ‘পদুমাবৎ’ অবলম্বনে ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করেন। পদ্মাবতী’ই আলাওলের প্রথম রচনা। আলাওল সুফি ধর্মাবলম্বী - কাদিরি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞানী, সাহিত্যরসিক মগনঠাকুর উদারচেতা মানুষ ছিলেন। আলাওল জায়সীর কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেননি। আলাওল ও জায়সী কারো কবো খন্ডবিভাগ ছিল না। গ্রীয়ার্সন ও রামচন্দ্র শুক্লা সম্পাদনাকালে খন্ডবিভাগ করেছিলেন।

১৭৬) জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খন্ডের মধ্যে আলাওল ৫৩ টি খন্ড অনুবাদ করেন। বাকি পাঁচটি সাতসমুদ্র খন্ড, নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খন্ড, স্ত্রীভেদ খন্ড, বাদসাহ ভোজ খন্ড ও উপসংহার খন্ড বর্জন করেছেন। স্বকপোলকল্পিত চারটি খন্ড যথা চৌগান খন্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব খন্ড, পদ্মাবতী - কপাটদৌত্য খন্ড সংযোজন করেছেন। পদ্মাবতীর দ্বিতীয় খন্ড ইতিহাসের ছায়াপাত আছে। সিংহলের রাজা হলেন গন্ধর্ব সেন। রানী চম্পাবতী। রাজকন্যা পদ্মাবতী।

১৭৭) আলাওলের প্রধান কাব্য পদ্মাবতী, যা ছিল কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য পদুমাবৎ-এর অনুবাদ। এ কাব্য তিনি প্রায় তিন বছর সময়ব্যয়ে ১৬২৭ সালে শেষ করেন এবং আরাকানপতির আত্মীয় সৈয়দ মুসা’র উৎসাহে তিনি *সুফল মূলুক ও বদিউজ্জামাল* নামক পারস্য গ্রন্থ অনুবাদ করেন। মধ্যযুগের আরেক কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য শেষ করেন আলাওল, এর নাম *সতীময়না*। এছাড়া তার উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে রয়েছে : *তোহফা, দারাসেকেন্দারনামা* প্রভৃতি। কবি আলাওলের *পদ্মাবতী কাব্যের* একটি অন্তরা : প্রেম বিনে ভাব নাই ভাব বিনে রস  
ত্রিভুবনে যাযা দেখি প্রেম হনতে (হতে) বশ

১৭৮) আলাওলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ‘পদ্মাবতী’। যার রচনাকাল ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ। হিন্দি ভাষার সাধক কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্যের স্বাধীন কাব্যানুবাদ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’। অযোধ্যার জায়েস নামক স্থানের অধিবাসী মালিক মোহাম্মদ ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে ‘পদুমাবৎ’ কাব্য রচনা শুরু করেন এবং শেষ করেন শের শাহের শাসন কাল ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে। আলাওল জায়সীর কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেননি। তিনি কখনও আক্ষরিক, কখন ও ভাবানুবাদ, আবার কখনও স্বাধীনভাবে অনুবাদ করেন।

১৭৯) গীতিকবিতাধর্মী এই পদাবলী সাহিত্য মূলত দুই ভাগে বিভক্ত-১) বৈষ্ণব পদাবলী ও ২) শাক্ত পদাবলী। আঙ্গিকগত মিল থাকলেও বিষয়সহ বেশ কিছু দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন "বৈষ্ণব পদাবলী ভাববৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সূক্ষ্ম রসোত্তীর্ণ প্রেমগীতিকা, আর শাক্তপদাবলী বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান।

১৮০) রামপ্রসাদের গানগুলি চারটি স্তরে বিভক্ত— ১. উমা বিষয়ক (আগমনী-বিজয়া), ২. সাধন বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), ৩. দেবীর বিরাট স্বরূপ বিষয়ক, এবং ৪. তত্ত্বদর্শন ও নীতি বিষয়ক।

১৮১) বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে ২৬৯টি পদ ছিল। কমলাকান্ত মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের রাজকবি ছিলেন। প্রথম জীবনে ‘সাধকরঞ্জন’ নামে একখানি তন্ত্র সাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। এখান থেকে কবির সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। কমলাকান্তের ভনিতায় প্রায় শতিনেক পদ পাওয়া গেছে।

১৮২) ‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার পালা সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কে প্রতিষ্ঠার আলোয় নিয়ে আসেন। দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চন্দ্রকুমার দে কে লোকসঙ্গীত সাংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রকুমার দে মছয়া, মলুয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি ২৪ টি পালা সংগ্রহ করেছিলেন। বাকি ১৪ টি পালা নিয়ে ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ ২য় খন্ড রূপে প্রকাশিত হয়।

১৮৩) দ্বিজ কানাই প্রণীত ‘মছয়া’ পালাটিই আদর্শ গীতিকা রূপে বিবেচিত হয়। ‘মছয়া’ গীতিকাটি মোট ২৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ‘দস্যু কেনারামের পালা’ গীতিকাটির রচয়িতা দ্বিজ বংশীসূতা চন্দ্রাবতী। ‘দস্যু কেনারামের পালা’ র -মোট ছত্র ১০৫৪ টি। অধিকাংশই মনসা দেবীর গান।

১৮৪) ঈশ্বর গুপ্তের ‘তত্ত্ব’ কবিতার স্তবক সংখ্যা ১২টি। ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ৯৬। ‘তত্ত্ব’ কবিতায় ‘প্রতি স্তবকের লাইন সংখ্যা - ৮। ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মুক্তির একমাত্র কারন বলা হয়েছে মনকে। ‘তত্ত্ব’ কবিতায় বলা হয়েছে যে মানুষ যদি রিপুজয়ী না হয় এবং জ্ঞান অর্জন করতে না পারে তবে পশুর সাথে তার কোনো তফাৎ নেই।

১৮৫) ‘পাঁটা’ কবিতার মোট লাইন সংখ্যা - ১২৪। ‘পাঁটা’ কবিতাটি ভিন্ন পাঠ হল -পাঁঠা। পাঁটার মহিমাকীর্তন ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। কবিতাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উবশী কবিতার প্যারোডি সর্কশী নামে পরিচিত। ড. রেণুপদ ঘোষের মতে কাশীরাম দাশের মহাভারতের অনুসরণেই ঈশ্বরগুপ্ত পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন।

১৮৬) তপসে মাছ’ কবিতাটি ১২৫৬ সালে ৩১শে জৈষ্ঠ ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ প্রকাশিত হয়। তপসে মাছ কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হলে কবিতাটির শেষে রচয়িতা নামের পরিবর্তে মুদ্রিত ছিল ‘তাহং পেটুক’ এবং সব শেষে মুদ্রিত ছিল ‘চাই এভাওয়ালা তপসে মাছ’। ‘তপসে মাছ’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - ১০৮ টি।

১৮৭) ‘আনারস’ কবিতাটির প্রকাশ কাল -১২৫৬, ২৮ আষাঢ় (১৮৪৯সালে ১১ই জুলাই) প্রথম সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। ‘আনারস’ কবিতায় ১১৬ টি লাইন রয়েছে।পাঁটা-পুলি কবিতাটির মোট লাইনের সংখ্যা ১৫২।

১৮৮) মধুসূদন ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মেঘনাদ বধ কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে, আর দ্বিতীয় খন্ড (৬-৯ সর্গ) ঐ বছরেই রচনা করেন।

১৮৯) গ্রিক রীতিতে হিন্দু পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে এই কাব্যটি রচিত। এর মূল উপজীব্য রামায়ণ। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে সর্বাংশে আর্থ রামায়ণকে অনুসরণ না করে রচনা করেন নি। প্রতিটি চরিত্রের উপর বাস্তবিক থেকে ইংবেঙ্গলের প্রভাব অনেক বেশি। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের লক্ষ্য কাণ্ডের স্থান লক্ষ্য দ্বীপের পরিবর্তে হল হিন্দু কলেজ, ভাষাতেও আধুনিকতার প্রচছাপ। কবি মিলটন বিরচিত প্যারাডাইস লস্ট-এর রচনারীতির অনুগামীতা এতে পরিস্ফুট। প্রথম সর্গ “অভিষেক”-এ মোট ৭৮৫টি চরণ আছে।

১৯০) মেঘনাদবধ কাব্যের ১ম খন্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২১শে আগস্ট, ১৮৬৭ খ্রিঃ। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খন্ডে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১ম খন্ড ১২৬৯ ও দ্বিতীয় খন্ড - ১২৭০ সালে প্রকাশ পায়।

১৯১) বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ যে ভগ্নদূত রাবণকে দিয়েছিল তার নাম মকরাক্ষ।  
জলদেবতা বরুনের স্ত্রী হল বারুণী। বারুণীর সখী হল মুরলা।  
বারুণীর নির্দেশে সখী মুরলা ‘রমা’; ইন্দ্রিা; রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের বার্তা শোনার জন্য।  
মেঘনাদের প্রমোদ কাননে রমা মেঘনাদধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দান করেন।

১৯২) মেঘনাদবধ কাব্যের ৯ টি সর্গ আছে। সর্গগুলো হচ্ছে: অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংক্রিয়া।

১৯৩) মেঘনাদবধ কাব্যের সময়কাল ২ দিন ৩ রাত। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের মৃতদেহ সংকারের জন্য ৭ দিন যুদ্ধ বিরতি ছিল। মেঘনাদের শোকে লক্ষ্যবাসী ১০ দিন দিন ধরে কেঁদেছিল। মেঘনাদবধ কাব্যে মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্মণ।

১৯৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী স্বহস্তে একখানি আসন নির্মাণ করে কবিকে উপহার দেন। এই উপলক্ষে ‘সাধের আসন’ রচিত হয়। “সারদামঙ্গলের পরিপূরক কাব্য হল ‘সাধের আসন’। “ ‘সাধের আসন’ কাব্যটি রচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর অনুরোধ ও প্রেরনার কথা বিহারীলাল কাব্যের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

১৯৫)

সর্গ সংখ্যা	কবিতার নাম	স্তবক
১ম সর্গ	মাধুরী	৩০
২য় সর্গ	গোধূলি, নিশিথে	৬+১৫ মোট - ২১
৩য় সর্গ	প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা	৭+৯ মোট - ১৬
৪র্থ সর্গ	নন্দন কানন	২৫
৫ম সর্গ	অমরাবতীর প্রবেশপথ	১৬
৬ম সর্গ	কে তুমি?	২৩
৭ম সর্গ	মায়া	৩৩

১৯৬) শোক সংগীত, শান্তি-গীত সর্গে কবি প্রেয়সীর মধ্যে সারদা, সীমার মধ্যে আর রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখেছেন।

এই পর্বে ললিত ভৈরবী রাপিণী ও তেতলা তাল কবি ব্যবহার করেছেন। ‘শোক সংগীত’ পর্বের মোট লাইন - ১৪টি। শান্তি-গীত’ পর্বের মোট লাইন ১৯টি।

১৯৭) \_কামিনী রায় বরিশাল জেলায় বাসভা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীঃ ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আলো ও ছায়া’ মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘জগন্নারীণী স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কবির জীবনাবসান ঘটে। কামিনীরায় ‘লীলাবতী’ নামে পরিচিত ছিলে। ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যের পঞ্চম সংস্করণ (১৯০৯) হেমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৮)

কবিতার নাম	মূলকাব্য	প্রকাশকাল	পত্রিকায় প্রকাশ	স্তবক সংখ্যা
বিদ্রোহী	আগ্নিবীনা	১৩২৮	বিজলী	১৩
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে	দোলন চাঁপা	১৩৩০	কল্লোল	৭
সর্বহারা	সর্বহারা	১৩৩২	লাঙল	৫
আমার কৈফিয়ৎ	সর্বহারা	১৩৩২	লাঙল	১৪
পূজারিনী	দোলন চাঁপা	১৩৩০		২৬
সব্যাসাচী	ফনিমনসা	১৩৩২	লাঙল	৯



১৯৯) পূজারিণী কবিতায় উল্লেখিত নারী হলেন - সীতা, রাধা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, সতী, উমা এরা সকলেই বিরহী প্রেমিকা। ‘সব্যসাচী’ কবিতায় রামায়নের যে চরিত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে সেই চরিত্রগুলি হল - সীতা, রাবন, প্রজাপতি। ‘সর্বহারা’ কবিতাটি স্বরবৃণ্ড ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি। কবিতায় পংক্তি সংখ্যা - ৫০টি এবং স্তবক সংখ্যা - ৫টি। কাজী নজরুল ইসলাম মেটকাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রীট কলকাতায় প্রথম ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি মুদ্রণ হয়। সপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৩২৮, ২২ পৌষ শুক্রবার।

২০০)

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশকাল	পত্রিকায় প্রকাশ
বোধ	ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)	প্রগতি (১৩৩৬)
হায়চিল	বনলতা সেন (১৯৪২)	কবিতা (১৩৪২)
সিন্ধুসারস	মহাপৃথিবী (১৯৪৪)	কবিতা (১৩৪৩)
শিকার	বনলতা সেন (১৯৪২)	কবিতা (১৩৪২)
গোধূলি সন্ধার নৃত্য	সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)	পরিচয়
রাত্রি	সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)	কবিতা

২০১) ধূসর পাণ্ডুলিপি’র প্রথম সংস্করণের কবিতা সূচিতে ৭ নম্বরে ‘বোধ’ কবিতাটি ছিল। ‘বোধ’ কবিতাটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রগতি পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘বোধ’ কবিতাটি ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রথম সংস্করণে কবিতা সূচিতে ৭ নম্বরে। ‘বোধ’ কবিতাটিকে সামনে রেখে ‘শনিবারের চিঠি’র সংবাদ সাহিত্য বিভাগে (আশ্বিন, ১৩৩৬) প্রকাশিত। ‘বোধ’ কবিতাটির চরন সংখ্যা - ১০৮ এবং স্তবক সংখ্যা - ১০৮।

২০২) জীবনানন্দ দাশ এর ‘হায়চিল’ কবিতাটি ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ। ইয়েটসের ‘He reproves the curlew’ এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ‘সিন্ধুসারস’ কবিতায় শেলির ‘To the skylark’ কবিতার প্রভাব আছে। ‘শিকার’ কবিতার মোট স্তবক সংখ্যা হল - ৪টি এবং মোট পংক্তি সংখ্যা হল - ৩৪টি। ‘শিকার’ কবিতার মিল পাওয়া যায় চেকভের ‘A Dreary story’ কবিতায়।

২০৩) ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের অন্তর্গত। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র্য সংখ্যায় ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি প্রকাশ পায়। কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতাটি বন্ধু হুমায়ুন কবীর কে উৎসর্গ করেছেন। কবিতায় ‘হেমন্ত’ ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে।

২০৪) বিষু দুের কাব্য চোরাবাঁলি (১৯৩৬), পূর্বলেখ (১৯৪১), সন্দীপের চর (১৯৪৭), অন্বিষ্ট (১৯৫০), নাম রেখেছি কোমলগান্ধার (১৯৫০), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬০), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৬), সহিত্যের দেশ বিদেশ (১৯৬২), এলিঅটের কবিতা (১৯৫৩), হে বিদেশী ফুল (১৯৫৩), আঠারোটি কবিতা (১৯৫৮)



২০৫)

কবিতা	কাব্য ও প্রকাশকাল
ঘোড়সওয়ার	চোরাবালি (১৯৩৭)
প্রাকৃত কবিতা	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)
দামিনী	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩)
জল দাও	অনিষ্ট (১৯৫০)
২৫শে বৈশাখ	নাম রেখেছি কোমলগাঙ্গার (১৯৫৩)
গান	তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)

২০৬) ‘বিষ্ণুদের ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটির অনুবাদ করেন মার্টিন ব্লার্কম্যান। তিনি এই কবিতাটিকে ‘পিপলস পোয়েট্রি’ বা জনগণের কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির মুখবন্ধ রচনা করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এটি চোরাবালি কাব্যের ২১ নং কবিতা। ‘প্রাকৃত কবিতা’ কবিতাটি কবি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে।

২০৭) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘জেসন’ কবিতাটি ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ - ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ। দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৬২ সালে। ‘সংবর্ত’ কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরের করকমলে। ‘জেসন’ কবিতার মোট শব্দক সংখ্যা - ৮টি, মোট পংক্তি সংখ্যা - ৭২ টি।

২০৮) ‘সংবর্ত’ কবিতার মোট শব্দক সংখ্যা - ৬টি, পংক্তি সংখ্যা - ১৬৬টি। কবিতায়, গ্যাটে, হোল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস মানের মানোন্লেখ আছে। লেলিন, হিটলার, স্ট্যালিন, চার্চিলের নামোন্লেখ। এছাড়া চীন, স্পেন, ফরাসী দেশের নাম রয়েছে।

২০৯) অমিয় চক্রবর্তী--

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থের নাম
ঘর	‘খসড়া’
চেতনা স্যাকরা	‘একমুঠো’
‘বড়োবাবুর কাছে নিবেদন’	‘মাটির দেয়াল’
সংগতি	‘অভিজ্ঞান বসন্ত’
বিনিময়	‘পারাপার’

২১০) ‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতাটি ‘একমুঠো’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম কবিতা। ‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতার সঙ্গে এলিয়েটর Prelude কবিতাটি করা হয়। ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ কাব্যের প্রথম সংস্করণ - ১৩৫০। ‘সংগতি’ কবিতায় ‘মেলাবেন’ শব্দটি - ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২১১) সমর সেনের ‘মেঘদূত’ কবিতাটি ১৯৩৪ - ১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত। মেঘদূত কবিতার শব্দক সংখ্যা ২টি। মেঘদূত কবিতার পংক্তি সংখ্যা ১৫টি।

২১২) ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতাটি ১৯৩৪ - ১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত। ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতায় স্তবক সংখ্যা ২টি। কবিতাটির মোট পংক্তি সংখ্যা ২২টি। প্রথম স্তবকে ১৪টি পংক্তি ও দ্বিতীয় স্তবকে ৮টি পংক্তি আছে। কবিতাটি ‘কয়েকটি কবিতা ও গ্রন্থ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২১৩) ক্লান্ত উর্বশীকে আহ্বান করেছেন কবি উর্বশী কবিতায়, মধ্যবিভের রক্তে আসার জন্য। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন তরে বিষণ্ণ বদনে উর্বর মেয়েরা আসে। মিশে যাবো কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি কত দীর্ঘশ্বাস, কত সবুজ সকাল তিঙ্ক রাত্রির মতো। কবিতাটির পংক্তি সংখ্যা ১০। কবিতাটি ১৯৩৪-১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রসঙ্গ আছে।

২১৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায়---

কবিতার নাম	মূলকাব্য ও রচনাকাল
প্রস্তাব : ১৯৪০	পদাতিক ১৯৩৮ - ১৯৪০
মিছিলের মুখ	অগ্নিকোণ ১৯৪৮
ফুল ফুটুক না ফুটুক	ফুল ফুটুক ১৯৫১ - ১৯৫৭
যেতে যেতে	যতই দূরেই যাই ১৯৬২
পাথরের ফুল	যত দূরেই যাই ১৯৬২
কাল মধুমাস	কাল মধুমাস ১৯৬৬

২১৫) ‘মিছিলের মুখ’ কবিতাটি ‘অগ্নিকোণ’ (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি ‘অগ্নিকোণ’ কাব্যের চতুর্থ কবিতা। কবিতাটি কবি সিঙ্গাপুরে যে তিনজন শহীদ ব্রিটিশের ফাঁসি কণ্ঠে আন্তর্জাতিক গান গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছে তাদের কে উৎসর্গ করেছেন। এই কবিতায় মোট স্তবক সংখ্যা - ৫টি ও পংক্তি সংখ্যা - ৩৮টি।

২১৬) ‘যেতে যেতে’ কবিতাটি ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৫৭ - ১৯৬০) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি কবি বন্ধু অশেষ ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন। ‘যত দূরেই যাই’ কাব্যটির জন্য কবি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

২১৭) ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। কবিতাটি আকেশোর আমার কবিতার অক্লান্ত পাঠক রামকৃষ্ণ মৈত্র বন্ধুবরেন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত।

২১৮) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা ‘নিরুপমের দুঃখ’। প্রথম কাব্য ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ’ (১৩৬৭) প্রথম উপন্যাস ‘কুয়োতলা’ (১৯৬১) ১৯৭৫ এ ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। ১৯৯৪ এ পেয়েছে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঙ্গাধর মেহের স্মৃতি পুরস্কার পান। ১৯৬২ তে ‘হাথরি আন্দোলন’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ এ ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। ১৯৯৪ এ পেয়েছে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঙ্গাধর মেহের স্মৃতি পুরস্কার পান।

২১৯) অবনী বাড়ি আছে কবিতাটি ‘ধর্মে আছে জিরাফেও আছে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি স্তবক সংখ্যা ৩টি ও পংক্তি সংখ্যা ১২টি। কবিতাটি কবি হিজলীতে বসে লিখেছেন। এই কবিতাটি ওয়াল্টার ভিলা থেয়েরের The listener-এর প্রভাব রয়েছে। কবিতায় তিনটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ও একটি দাঁড়িচিহ্ন রয়েছে।

২২০) হুমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ কবিতাটি ‘হুমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘হুমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ মার্চ ১৯৬৯। কবিতাটি ‘সুধেন্দু মল্লিক বন্ধুবরেণু’ কে উৎসর্গ করেছেন।

২২১) ‘আন্তিগোনে’ কবিতাটি ‘হরিণাবৈরী’ (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতায় মোট পংক্তি সংখ্যা - ৪৮টি ও স্তবক সংখ্যা - ১০টি। কবিতাটি কেয়া চক্রবর্তীকে উপলক্ষ করে লিখেছেন। আন্তিগোনের পিতা - ইডিপাস ও মাতা হলেন যোকাস্তা। আন্তিগোনের পোশাকের নাম কলাপাতার রঙ। ‘থেবাই’ এর অনাগত নৃপতি হলেন ইডিপাস। যিনি থেবাই এর রাজা লাইয়ুসকে হত্যা করে রানী যোকাস্তাকে বিবাহ করেন। ‘সফোক্রেস’ ‘আন্তিগোনে’ নাটকটি রচনা করেন ৪৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

২২২) কালী প্রসন্ন সিংহের রচিত ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ষোল পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকা ছিল প্রথম খন্ড প্রকাশকালে। ‘হুতোম প্যাচার নকশা’র প্রথম খন্ডের আখ্যাপত্র ছিল এরূপ - হুতোম প্যাচার নকশা। চড়ক। প্রথম খন্ড। “উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা কালোহায়ং নিরবধিবিপুল চ পৃথিবী”। ভবভূতি। আশ্বমান। প্রথম খন্ড রামপ্রসাদ মুদ্রিত। নং ৮৪ ইঁকো রাম বসুর স্ট্রিট। এর মূল্য পয়সায় দু খানা।

২২৩) ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ প্রথম ভাষা প্রকাশিত হয় এই সংস্করণে যুক্ত হয় ‘ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা’ নামক মুখবন্ধটি। ১৮৬৩ সালে বইটির দ্বিতীয় ভাগ - রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা ও রেলওয়ে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নকশাটির প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচার করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৮০+৫৪ = ২৩৪ টি। ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুলুকচাঁদ শর্ম্মাকে। এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২২৪) ‘হুতোম প্যাচার নকশা’ গ্রন্থের বিষয়সূচি এরূপ: প্রথম ভাগ কলকাতার চড়কপার্বণ, বারোইয়ারি পূজা, ছেলেধরা, ক্রিস্চানি হজুক, মিউটিনি, মড়াফেরা, সাতপেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া, লখনৌয়ের বাদশা, ছুঁচোর ছেলে বুঁচো, জাস্টিস ওয়েলস, টেকচাঁদের পিসী, বুজরুকি, হঠাৎ অবতার ইত্যাদি; দ্বিতীয় ভাগ রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে। সমকালের বাস্তব জীবন যেমন, তেমনি জীবনসংলগ্ন ভাষাভঙ্গির জন্য গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

২২৫) ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৭৯ - ফাল্গুন ১২৭৯)। কাঁটালপাড়া থেকে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ‘বিষবৃক্ষ’ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে শ্রীহারাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হয়। মুদ্রণ কাল ১২৮০ সংবৎ। মূল্য - এক টাকা দুই আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২১৩। গ্রন্থকার ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন জগদীশনাথ রায়কে। বঙ্কিমের জীবৎকালে প্রকাশিত অষ্টম বা শেষ সংস্করণকেই প্রামাণিক ও চালু পাট হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২২৬) পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদ  
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ  
তৃতীয় পরিচ্ছেদ  
চতুর্থ পরিচ্ছেদ  
পঞ্চম পরিচ্ছেদ  
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ  
সপ্তম পরিচ্ছেদ  
অষ্টম পরিচ্ছেদ  
নবম পরিচ্ছেদ

## শিরোনাম

নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা  
দীপ নির্বান  
ছায়া পূর্বগামিনী  
এই সেই  
অনেক প্রকার কথা  
তারাচরন  
পদ্মপলাশলোচনে। তুমি কে?  
পাঠক মাহেশ্বরের বড় রাগের কারন।  
হরিদাস বৈষ্ণবী

২২৭) নগেন্দ্রনাথের ভগিনী কমলমনি। ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্র মিত্র কলকাতাবাসী। মিস্ টেম্পল ন্যম্মী এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে কমলমনি ও সূর্যমুখী লেখাপড়া শেখেন। নগেন্দ্রনাথ পত্রে সুহৃদ হরদেব ঘোষাল ও সূর্যমুখীকে কুন্দনন্দিনীর কথা জানান। কমলমনি, সূর্যমুখী ও নগেন্দ্র তিনজনে মিলে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করেন। কোলগর সূর্যমুখীর পিত্রালয়।

২২৮) ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস পর্যন্ত মোট তেরোটি সংখ্যায় ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী নামে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় লেখকের নাম হিসেবে লেখা হয় শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা। পরের দুইটি সংখ্যায় লেখকের নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থাকে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স এই তেরোটি সংখ্যায় প্রকাশিত রচনা নিয়ে *শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব* নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

২২৯) **শ্রীকান্ত** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চারখন্ডে সমাপ্ত একখানা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ভ্রমণ-কাহিনীর লক্ষণাত্মক এ উপন্যাসটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে এবং শেষখন্ড ১৯৩৩ সালে। খন্ডগুলি কতক বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমষ্টি, তবে প্রতিটি খন্ডই লেখকের বর্ণনাগুণে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

২৩০) “শ্রীকান্তের, ভ্রমণ - কাহিনী যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই - এখনও করি না।”--  
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

“ইহাকে কি উপন্যাস বলা চলে কি না, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়।”-- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩১) ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি তিনটি অধ্যায়ে এবং ৩৫ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলি হল -

১. বলান্নী-বালাই, পরিচ্ছেদ ১-৬
২. আম-আঁটির ভেঁপু, পরিচ্ছেদ ৭-২৮
৩. অন্ধুর সংবাদ, পরিচ্ছেদ ২৯-৩৫

তিনটি পরিচ্ছেদেই প্রধান চরিত্র অপূর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

২৩২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ও বিদেশে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় ‘পথের পাঁচালী’ অনূদিত হয়েছে। ‘আম আঁটির ভেঁপু’ রাশিয়ান ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ‘পথের পাঁচালী’ প্রকাশ উপলক্ষে ১৯৩২ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সাহিত্য সেবক সমিতির সম্বর্ধনা পান।

২৩৩) ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রসঙ্গ আছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অপূকে তার মা সর্বজয়া ‘আয় রে পাখি লেজ ঝোলা’ ঘুমপাড়ানি ছড়াটি গেয়ে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলো। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আতুরী ডাইনি বুড়ির কথা আছে। অপূ বাবার বাস্তবের মধ্যে ‘সর্ব দর্শন সংগ্রহ’ নামে একটি বইয়ের সন্ধান পায়। ভুবন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাণী ওরফে রানু। ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে হরিহর বাড়ি ফিরে দুর্গার মৃত্যু সংবাদ পান। অপূ সতুদার লাইব্রেরি থেকে ‘সরোজ সরোজিনী’, ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ ও ‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’ নিয়ে পড়েছে।

২৩৪) ত্রিংশ পরিচ্ছেদে হরিহর স্ত্রী - পুত্র নিয়ে কাশী যাত্রা করে। একত্রিংশ পরিচ্ছেদে হরিহরের মৃত্যু হয়। তাকে মনিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করা হয়। ইন্দিরা ঠাকরুণকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অপরাধবোধ সর্বজয়াকে পীড়িত করে। কাশীর স্কুল ম্যাগাজিনে অপূর লেখা একটি গল্প প্রকাশিত হয়। পিতার মৃত্যুর তিন দিন পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

২৩৫) **পথের পাঁচালী** ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি বাংলা চলচ্চিত্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস **পথের পাঁচালী** অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র।

২৩৬) **পথের পাঁচালী** সিনেমায় যারা অভিনয় করেছেন--

- কানু বন্দ্যোপাধ্যায় - হরিহর রায়, অপূ ও দুর্গার বাবা
- করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় - সর্বজয়া রায়, অপূ ও দুর্গার মা
- সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় - অপূর্ব রায়, অপূ
- রুক্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় - শিশু দুর্গা
- উমা দাশগুপ্ত - কিশোরী দুর্গা
- চুনিবালা দেবী - ইন্দির ঠাকরুন
- হরেন বন্দ্যোপাধ্যায় - মিঠাইওয়ালা
- তুলসী চক্রবর্তী - প্রসন্ন, শিক্ষক

২৩৭) ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা, মূল্য - আড়াই টাকা, গ্রন্থে প্রচ্ছদশিল্পীর উল্লেখ ছিল না। উপন্যাসটির প্রকাশকাল - জৈষ্ঠ্য ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রিঃ)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে পুতুলনাচের ইতিকথা ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ন ১৩৪২ পর্যন্ত বিরতিহীন ১২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।

২৩৮) শশীর বন্ধু কুমুদের বাড়ি বরিশাল। কুসুমের স্বামী পরাণ, শাশুড়ি মোক্ষদা ও ননদ মতি। যামিনী কবিরাজের ছাত্র হল কুঞ্জ। সাতগাঁর কবিরাজ ভূপতিচরন যামিনী কবিরাজের পূর্বতন ছাত্র। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাজিতপুরে কলকাতা থেকে বিনোদিনী অপেরা পাটি যাত্রা করতে আসে। বসন্ত রোগে সেনদিদির চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সুদেব নিতাই এর ভাগ্নে। সুদেব মামার নামে বাজিতপুরে মিথ্যা মামলা করেছে।

২৩৯) ‘শরীর ! শরীর ! তোমার মন নাই কুসুম?’ - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে। যাদব পণ্ডিত আগামী রথের দিন দেহ রাখবার কথা ঘোষণা করেছে। ‘বাপের বাড়ি যেতে না পেলে মেয়ে মানুষের মাথা বিগড়ে যায়।’ - ৮ম পরিচ্ছেদে পরান কুসুম সম্পর্কে এ কথা বলেছিল। নবম পরিচ্ছেদে কুসুম গাওদিয়া ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কুসুমের বন্ধু হল জয়া। জয়ার স্বামী বনবিহারী। এরা যাত্রাদলের লোক। কুসুমের বন্ধু হল জয়া। জয়ার স্বামী বনবিহারী। এরা যাত্রাদলের লোক।

২৪০) তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়ের ‘রাধা’ উপন্যাসটি পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে ‘শারদীয়া’ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘রাধা’ উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে ‘ত্রিবেণী প্রকাশন’ থেকে। ‘রাধা’ উপন্যাসটি প্রথমে ‘মিত্র ও ঘোষ’ সংস্করণ থেকে প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। মূল্য ছিল- ২৮.০০। ‘রাধা’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

২৪১) উৎসর্গপত্রে উপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ‘পরমমিত্র বরষু’ বলে সম্বোধন করেছেন। ‘রাধা’ উপন্যাসের আখ্যাপত্রে দুটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করেছেন। যথা-

ক) যয়া মুখ্যং জগৎসর্বং সর্বদেহাভিমানিনঃ।।

খ) স্মরণরল-খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং

২৪২) ‘রাধা’ উপন্যাসে শুরুতে আঠারো শতকের তৃতীয় দশক কালের উল্লেখ আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষে ছিল মুঘল আমল। উপন্যাসের শেষগান ‘ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন।’ উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র কৃষ্ণদাসীর মেয়ের নাম ছিল গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দমোহিনীর পিতার নাম গোপাল দাস। মোহিনীর বয়স পনেরো। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় চারমাস অতিক্রান্ত এই সময়ের প্রেক্ষাপটেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

২৪৩) ‘রাধা’ উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী - জানুবাজার ও ইলামবাজার ন্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বড় আখড়ার অধিকারী। গোবিন্দমোহিনী - কৃষ্ণদাসীর মেয়ে। গোপালদাস - কৃষ্ণদাসীর স্বামী।

২৪৪) প্রেমদাস - কৃষ্ণদাসীর শ্বশুর। রাইদাসী - কৃষ্ণদাসীর শাশুড়ি। রাধারমণ দাস - সরকার - মস্তগদির মালিক। অক্রর সরকার - রাধারমণের ছেলে।

২৪৫) ‘টোড়াইচরিত মানস’ উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসের দুটি চরণ এবং সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম চরণে চারটি এবং দ্বিতীয় চরণে তিনটি কাণ্ড। ‘টোড়াইচরিত মানস’ এর প্রথম চরণ ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের ১৫ ই জৈষ্ঠ্য থেকে ২৬ এ ভাদ্র সংখ্যায়। নাম ছিল ‘সটীক টোড়াইচরিত মানস’ প্রথম চরণ। ১৯৪৯ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রথম চরণটি প্রকাশিত হয়।

২৪৬) ‘টোড়াইচরিত মানস’ এর দ্বিতীয় চরণ ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৩৫৭, ১৩-ই জৈষ্ঠ্য সংখ্যা থেকে ৩০-এ ভাদ্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বুধনীর প্রথম সন্তান টোড়াই শৈশবেই টোড়াই তাঁর বাবাকে হারায়। কয়েকদিনের জুরে বুধনীর স্বামী মারা যায়।

২৪৭) ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে দেখা যায় ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির রচনা আরম্ভ হয় ২১ শে জুলাই ১৯৬৩, শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।



২৪৮) ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসের কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাদুলি থেকে সংগৃহীত। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ গ্রন্থটির জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৭ সালে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসের ঘটনা শুরু হয়েছে ১৩৫২ শকাব্দে।

২৪৯) বিজয়নগরের সাত শত প্রতিহারিনীর প্রধান নায়িকার নাম পিঙ্গলা। বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথের নাম পান-সুপারি রাস্তা। বিজয়নগরের স্ত্রী পুরুষ কেহই পাদুকা ধারণ করেন না। বিজয়নগরের মাথার টুপি বা পাগড়ি পরার রেওয়াজ নেই। বিজয়নগর রাজের দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পন দেব।

২৫০) ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা পুথিঘর থেকে ১৯৫৬ খ্রি:। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মলয় গুপ্ত। "A river called Titas" নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কম্পনা বর্ধন, ১৯৯২ খ্রি:। উপন্যাসটি ফবরুখ আহমেদের সুপারিশে ‘মোহম্মদী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৫১) ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটির প্রচ্ছদ শিল্পী রবেন আয়ন দত্ত। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটির অধ্যায় সংখ্যা চারটি। উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম ‘রামধনু’। উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ‘দুরভা প্রজাপতি’। তিলকের গুরুকরন হয়েছিল যৌবনকালে।

২৫২) ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটির কাহিনীতে মালোপাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজ বিশ ঘরের। মালোপাড়ায় দয়ালচাঁদের সমাজ দশ ঘরের। বাসন্তীর বাবার নাম দীননাথ। কালোবরণের বড় নৌকায় করে জিয়ারের ক্ষেপ দিতে গিয়ে সুবলের মৃত্যু ঘটে।

২৫৩) ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটির কাহিনীতে অশ্বিনীর বাড়ি পাটনীপাড়ায়। অশ্বিনীর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। অশ্বিনী আগে গয়নার নৌকা বাইত। অশ্বিনী এখন যাত্রাদলে রাজা সাজে। মালোদের গ্রামের সবচেয়ে বড়ো রামকেশব। রামকেশবের ছেলে পাগল হয়ে মরেছে।

২৫৪) আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার পান ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পায় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উৎসর্গ করা হয়েছে - ‘নিভৃত লোকে বসে ঘাঁরা রেখে গেছেন প্রতিশ্রুতির সাক্ষর, সেই বরণীয়া ও স্মরণীয়াদের উদ্দেশ্যে’।

২৫৫) হীরকজয়ন্তী সংস্করণে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল - ফাল্গুন ১৩৭১। উপন্যাসটির প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ - রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিতরের প্রচ্ছদ করেন - আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটির আলোকচিত্র - মোনা চৌধুরী। ১৩৬৬ সালের কথাসাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ প্রকাশ শুরু হয়।

২৫৬) সত্যবতীর স্বামীর নাম নবকুমার। নিতাই হল নবকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি বারুইপুরে। দীনতারিণী রামকালীকে ‘পাথরের ঠাকুর’ আখ্যা দিয়েছেন। ভুবনেশ্বরীর একমাত্র অন্তরের সুহৃদ অসমবয়সী এবং অসমসম্পর্ক সারদা। নিতাইচন্দ্র ঘোষের মাতুল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত।

২৫৭) শ্যামাকান্ত ঝাড়ুয়ের স্ত্রী বেহুলা। কলকাতায় নিতাই চাকরি পেয়েছে রেলি ব্রাদার্সে। সত্যবতীর বড় ছেলের নাম তুড়ু। শঙ্করীর মেয়ের নাম সুহাসিনী। সুবর্ণলতার স্কুলে পড়ানোর জন্য নতুন আসে সুহাস দত্ত। সত্যবতীর পুত্রের বিবাহের জন্য ঘটকী নিয়ে এসেছে সদু। সত্যবতীকে সুবর্ণলতা ‘রাগের ঠাকুর’ বলে অভিহিত করেছে। নবকুমারের ‘সইমা’র কন্যা মুক্তকেশী। মুক্তকেশীর ছেলের সঙ্গে সুবর্ণলতার বিবাহ হয় জ্যৈষ্ঠমাসে।

২৫৮) আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে রামকালী : সত্যবতীর বাবা। জয়কালী : সত্যবতীর ঠাকুর্দা। কুঞ্জ : সত্যবতীর জ্যাঠামশাই। জটাদা : সত্যবতীর পিসির ছেলে। নবকুমার : সত্যবতীর স্বামী। নীলাম্বর ঝাড়ুয়ে : সত্যবতীর শ্বশুর। সাধন : সত্যবতীর বড় ছেলে। সরল : সত্যবতীর ছোটো ছেলে। ফেলু ঝাড়ুয়ে : রামকালীর শ্বশুর। রাসবিহারী : কুঞ্জর বড় ছেলে। নেডু : কুঞ্জর ছোট ছেলে। ভবতোষ : নবকুমারের শিক্ষক।

২৫৯) অমিয়ভূষণ মজুমদার ‘নির্বাস’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন - অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দীর করকমলে। উপন্যাসের প্রথম দে’জ সংস্করণ - জানুয়ারী, ১৯৯৬। উপন্যাসের প্রথম দে’জ সংস্করণের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন অজয় গুপ্ত। নিওলিট ‘নির্বাস’ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে।



২৬০) হলুদমোহন ক্যাম্পের কর্তা অজয়বাবু। ক্যাম্পের সদস্য সুরথবাবুর স্ত্রী সতী। মোহিতবাবুর স্ত্রী লতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। মালতী যখন ক্যাম্পে ছিল তখন ক্যাম্পের কর্তা ছিল সুরেনবাবু। শ্রীকান্তর স্ত্রী বিন্দা। বিন্দা কৃষকের মেয়ে। হলুদমোহন ক্যাম্পের লাইব্রেরি স্থাপনের মূলে ছিলেন মোহিতবাবু।

২৬১) মতি নন্দীর শবাগার গল্পটি ‘কপিল নাচছে’ (১৯৭৮-৮৭) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। মুকুন্দ খবর কাগজের প্রথম পাতায় যে চারজনের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিল তারা হলেন - দুজন বিদেশি মন্ত্রী। একজন বাঙ্গালি ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। চার জনের বয়স হয়েছিল যথাক্রমে - ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬।

২৬২) মুকুন্দ খবর কাগজের প্রথম পাতায় যে চারজনের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিল তারা হলেন - দুজন বিদেশি মন্ত্রী। একজন বাঙ্গালি ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। চার জনের বয়স হয়েছিল যথাক্রমে - ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬।

২৬৩) সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘দ্বিজ’ গল্পে নিশিকান্তের স্ত্রীর নাম নয়নতারা তার পুত্রের নাম গোপাল। নিশিকান্ত পূর্বের রাতে পাঁচশো বিড়ি কম দিয়েছিল। নিশিকান্তর সঙ্গে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করে অর্জুন, গনেশ, সনাতন, মধু ভৈরব। জন দুই মুসলমানও আছে। নিশিকান্ত আর তার সহকর্মীরা সবাই মিলে একটা পানের দোকান দিয়েছে গোরাবাজারে। শিকান্তরা পূর্ববঙ্গ থেকে এই দেশে ভেসে এসেছিল বন্যার কারনে। নিশিকান্ত চক্রবর্তীর গন্তব্যস্থল নাগের বাজার।

২৬৪) সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কানাকড়ি’ গল্পে সাবিত্রীর বাপের বাড়ি বেহালায় সে এখন আহিরিটোলাতে বাড়িভাড়াতে থাকে স্বামী মম্মথের সঙ্গে। তাদের সন্তানের নাম খুকি। পাশের বাড়ির প্রতিবেশির নাম মল্লিকা। সাবিত্রীর সঙ্গে তার বাড়িতে প্রথম দেখা করতে আসে মল্লিকা। সাবিত্রী ট্যান্ডি চড়েছে দুবার - প্রথমবার বিয়ের সময় দ্বিতীয়বার মিনু হতে হাসপাতালে যেতে।

২৬৫) সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কানাকড়ি’ গল্পে মল্লিকা সাবিত্রীকে জানায় যে তাকে রোজ ট্যান্ডিতে করে নিয়ে যায় তার মামাতো ভাই। কারন মল্লিকার হাটের ব্যামো। মল্লিকার কথামত তার জ্যাঠাতুতো ভাই এর জেদাজেদিতে মল্লিকা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। তার জ্যাঠাতুতো ভাই তার থেকে দু’বছরের ছোট। সিনেমায় ডিরেক্টর।

২৬৬) লীলা মজুমদারের ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’ গল্পের প্রথম প্রকাশ হয়েছে সিগনেট প্রেস থেকে ১৩৬০ শ্রাবন মাসে লালমাটি সংস্করন থেকে গল্পটিই প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয় ১৪১৪ বঙ্গাব্দে শুভ নববর্ষে। ইংরেজির ২০০৭, ১৫ এপ্রিল। লালমাটি সংস্করনে প্রথম প্রকাশক ছিলেন নিমাই গরাই। ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’ গল্পের সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদ করেছেন। ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’ গল্পের অলংকরন করেছেন অহিভূষণ মালিক। গল্পটির চতুর্থ সংস্করন হয় ২০১৬ জানুয়ারি মাসে।

২৬৭) লীলা মজুমদারের ‘পেশাবদল’ গল্পে খবরের কাগজের অফিসে বড়োকাকা কাজ করেন। বড়োকাকাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছোট সম্পাদক কন্সগ্রামে পাঠান। বড়োকাকা কন্সগ্রামে সরকারি মাছের চাষের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। বড়োকাকা সায়েন্সের ছেলে। ছোট সম্পাদক বড়োকাকাকে জানায় দশজন কর্মচারী ছাড়াই হবে। চাষের দোকানের ছোকরার নাম ‘রমেশ’।

২৬৮) লীলা মজুমদারের ‘পেশাবদল’ গল্পে বড়োকাকা যে ঘড়াটি পেয়েছিলেন সেটি গ্রামের মোড়লের বুড়ো ঠাকুরদার শিশুর বাড়ি থেকে পাওয়া অশীর্বাদি ঘড়া। ঘড়াটি দেড়শো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। গল্পে বড়োকাকাকে রাতে সুগন্ধ চালের ঘি-ভাত, কচ্ছপের মাংস আর লাল ঘন ক্ষীর খাওয়ানো হয়।

২৬৯) লীলা মজুমদারের ‘পেশাবদল’ গল্পে কন্সগ্রামের লোকেরা ৫০০ বছর ধরে পূর্বপুরুষেরা রাত জেগে জিনিস পাচার করার ব্যবসা করে এসেছে। তারা চাকরি করতে চায় না। কন্সগ্রামের মোড়লের ঠাকুরদা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বাঁশ ধরে তিনতলা সমান লাফ দিয়েছিলেন।

২৭০) লীলা মজুমদারের ‘দ্রোপদী’ গল্পটি ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘দ্রোপদী’ গল্পটি শারদীয়া পরিচয় পত্রিকায় প্রথম ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটির পর্ব সংখ্যা ছিল ৩। দ্রোপদী মেঝেন এর বয়স সাতাশ। স্বামী দুর্লব মাঝি। নিবাস চেরাখান। থানা - বাঁকড়াবাড়। কাঁধে ক্ষতচিহ্ন জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা। গল্পে দুর্লব ও দ্রোপদী দাওয়ালী কাজ করত। ‘দ্রোপদী’ গল্পে শেকস্পিয়ারের উল্লেখ আছে। সূর্য সানুর ভাই রোতানি সানু।

২৭১) লীলা মজুমদারের ‘জাতুধান’ গল্পটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। জাতুধান শব্দটির অর্থ হল - রাক্ষস। মাতৃশ্রদ্ধে রাম সিংগির সাজুয়া তিব্বতের ‘জাতুধান’ উপাধী অর্জন করেন। রামসিংগির প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বয়স ৫০ বছর। রাম সিংগির গোয়াল তোলার জন্য জাতুধান চায় শুধু তার পোট খোরাক আর বিড়ির পয়সা। মাতাং ও সাজুয়াদের বাখান বাঁধতে দুদিন লেগেছিল।

২৭২) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প” সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। মোট এগারোজন উঠতি বয়সের ছেলে দল বেঁধে ভূতের গান করে বেড়ায়। এদের মধ্যে দুজনের হাতে দুটি লতান পবনের ছেলে নিবারণ। নিবারণের ছেলের নাম গেনু আর তেরো বছরের মেয়ের নাম পাণ্ডি।

২৭৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প” ছোটকুর স্ত্রীর নাম রোজমেরি। পার্ক সার্কাসে একটা বাড়িতে আর্মেনিয়ান বুড়ির সঙ্গে ছোটকুদার আলাপ হয়েছিল। ছোটকুদের বাড়ি আছে রাঁচীতে। গল্পের ঘটনা কালের মাস দু’এক আগে বাচকুল মাইথন থেকে ফেরার পথে একটি ছোট্ট স্টেশনে উলটো দিকে একটা থেমে থাকা ট্রেনের ছাদে একটি ছেলের দেহ পুড়তে দেখেছিল। ছেলেটির বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর।

২৭৪) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বাদশা গল্পে ভাঁড়ুল কাঠের উজ্জ্বল আগুনের মতো কিংবা নতুন চালের ভাপ-ওঠা অম্মাণের সুবাস ভাতের সঙ্গে সুগন্ধি মেয়ে মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে খুঁজতে খুঁজতে সে যাকে দেখেছিল - তার নাম আয়না। গল্পে তাহের মোক্তার তোরাপ হাজির মামলা লড়তেন। আয়নার পাড়াগায়ে জন্ম, বাপ পেটের জালায় শহরে রিকশা চালায়। “বাদশা” গল্পের চরিত্রগুলি হল-বাদশা গল্পের নায়ক। আয়না বাদশার দ্বিতীয় স্ত্রী, গোলামের মেয়ে। আনমনী বাদশার প্রথম স্ত্রী। শওকত বাদশা ও আনমনীর ছেলে।

২৭৫) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের “গোপল” গল্পে ফাল্গুন মাসে চার মাস্টারের মেয়ের দিয়ার কথা হয়েছিল। গল্পে হারু মাস্টার মোটাসোটা মানুষ। দোলাই চারু মাস্টারের গায়ে আসার জন্য প্রতি মাসে আনচান করতো। মাঘো ঈশানদেবের চতুরে শিব-চতুর্দশীর খেলা শুরু। গল্পে বলদকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য পিরিমল বদ্যি হারাই এর কাছে পাঁচসিকে লাগলে বলে। পরিবর্তে হারাই বারো আনার কথা বলে। এই গল্পে কালুদিয়াড় ভগীরথপুরের ধারে।

২৭৬) ১৩০১ সালে মাঘ মাসে ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নিশীথে’ গল্পটি রচনা করেন। এই গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছের’ অন্তর্গত। এই গল্পটিতে পুরুষ চরিত্র রয়েছে দুটি জমিদার দক্ষিণাচরন বাবু ও হারান ডাক্তার। নারী চরিত্র রয়েছে দুটি - হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমা ও দক্ষিণাচরন বাবুর প্রথম স্ত্রী।

২৭৭) ‘নিশীথে’ গল্পটিতে এলাহাবাদে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। গল্পটি শুরু ও শেষ হয়েছে ‘ডাক্তার ! ডাক্তার!’ দিয়ে। মোট ৮ বার শোনা গেছে ‘ও কে ! ও কে ! ও কে গো !’ এই বাক্যটি। ‘নিশীথে’ গল্পটি শুরু হয় অর্ধেক রাত্রি। রাত্রি আড়াইটা।

২৭৮) স্ত্রীর পত্র’ গল্পের শব্দসংখ্যা আনুমানিক চার হাজার পাঁচশত। মূল গল্পগ্রন্থ ----- ‘গল্প - সপ্তক’(১৩২৩)। পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ --৩’ এর অন্তর্গত হয়। ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পটি লিখেছে মেজোবউ মৃণাল। পত্রটি শুরু হয়েছে ‘শ্রীচরনকমলেশু’ সনোক্ষন জানিয়ে এবং শেষ হয়েছে ‘তোমার চরনতলাশ্রয়ছিন্ন’ বলে। মৃণালের অর্থাৎ মেজো বউ এর বিবাহ হয়েছে পনেরো বছর বয়সে।

২৭৯) প্রভাত মোখোপাধ্যায়ের ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর (১৯০৬, কার্তিক) মাসে ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘নবকথা’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পটি। ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা - ৪। এই নামগুলি হলো - বেহাই বাড়ি, কার্যোদ্ধার, বুড়াবর ও একখানি পত্র। এই গল্পে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটি হলো অনাদাচরনের শ্যালিকা।

২৮০) ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পের যতীনাথ মুখোপাধ্যায় মাঝিকে ছ - আনা দিয়েছিল। শ্রীনিবাস আট আনায় ‘মোক্তার গার্হ’ বইটি কিনেছিলেন। ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটি ভারতী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩০৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পটিতে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। যথা - প্রথম পরিচ্ছেদ - ‘বেহাই বাড়ি’। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - কার্যোদ্ধার। তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বুড়াবর। চতুর্থ পরিচ্ছেদ - একখানি পত্র

২৮১) প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’ গল্পটি ‘দেশী ও বিলাতী’ গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ‘প্রবাসী পত্রিকায়’ প্রথম প্রকাশিত হয় গল্পটি। ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’ গল্পটিই প্রবাসী পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১২) প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে।

২৮২) বিবাহের বিজ্ঞাপন দাতার নাম - লাল মুরলীধর লাল। ঠিকানা - মহাদেও মিশ্রের বাড়ি, কৈদার ঘাট, বেনারস সিটি। গল্পের বিবাহের বিজ্ঞাপনের পাশে হস্তীমার্ক ওষধের বিজ্ঞাপন রয়েছে। রাম আওতার ঐ বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করেছিল।

২৮৩) বনফুল যে গল্পে ট্রেনের চারটি শ্রেণির (প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী) কথা উল্লেখ করেছেন সেই গল্পটি হলো ‘শ্রীপতি সামন্ত’, গল্পটি ‘বনফুলের আরো গল্প’ গ্রন্থের একুশতম গল্প।

২৮৪) ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। লেখক এই গল্পটি উৎসর্গ করেছেন সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী দেবীকে। ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পটিই ‘বনফুলের আরো গল্প’ (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পে ট্রেনের ৪টি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে যথা - প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণি।

২৮৫) শ্রীপতি সামন্ত সর্বেশ্বরবাবুর নাতনীর বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি, গরমের জন্য ১ রাত্রি মোট তিন রাত্রি ঘুমাতে পারেননি। স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের পুত্র শ্রীপতি সামন্ত। ছিদাম সামন্তের পুত্র ‘শ্রীপতি সামন্ত’ ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলেন। তার কাছে খুচরো টাকা ছাড়াও দশ হাজার টাকার নোট ছিল।

২৮৬) হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে গৌরবগঞ্জের জমিদার রিদুবাবুর চরিত্রটি বনফুলের ‘হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে’ গল্পটি পাওয়া যায়। এই গল্পের কথক বিকাশ।

২৮৭) ‘হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে’ গল্পটি ‘রঙ্গনা’ গল্পগ্রন্থের ৫০ নং ছোটগল্প। ‘হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে’ গল্পটির হৃদয়েশ্বরের মতে জীবনের শেষ আশ্রয় হলো - ‘সন্ন্যাস’।

২৮৮) বনফুলের রচিত ‘হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে’ গল্পটিই ‘রঙ্গনা’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চদশ তম ছোটগল্প। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু গৌরবগঞ্জের জমিদার। গল্প কথকের নাম বিকাশ। কুড়ি বছরের ব্যবধানে ২ বার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়। প্রথমবার জমিদারের বাড়িতে; শেষবার কাশীতে বিশেষত্বের মন্দিরে। বারো জন বরকন্দাজসহ স্বয়ং নায়েবমশাই বিকাশকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন।

২৮৯) ঘনাদার চরিত্রটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অঙ্কিত। ‘ঘনাদা’ সমগ্রের একটি ছোট গল্প হলো ‘মশা’। তাঁর মূল গ্রন্থের নাম ঘনাদার গল্প। উৎসর্গ করেছেন তিনি শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকারকে।

২৯০) ‘মশা’ গল্পের নায়ক হলেন ঘনাদা। ক্যাম্পের ডাক্তার হলেন মি. মার্টিন। তানলিন হলেন চীনা মজুর। জীবনে একসময় পর আর কোনো দিনেও মশা মারার প্রবৃত্তি জন্মায়নি ঘনাদার। ঘনাদা মুক্তোর ব্যবসা করতে গিয়ে তাহিতি দ্বীপে গিয়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি ‘কন্তর’।

২৯১) ঘনাদা একটি মাত্র মশা মেরেছিল ১৯৩৯ সালের ৫ আগস্ট, সাখালীন দ্বীপে। সাখালীন দ্বীপ জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মতো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানিদের আর উত্তর দিকটা রাশিয়ার। এই দ্বীপের পূর্বদিকে সমুদ্রকূলে তখন অ্যান্ডার সংগ্রহ করবার কাজ নিয়েছে ঘনাদা।

২৯২) প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘নিশীথ নগরী’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত হলো ‘সংসার সীমান্তে’ ছোটগল্পটি।

২৯৩) ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পের নায়ক - অঘোর দাস। নায়িকা রজনী। এই গল্পের সূচনা হয়েছে বৃষ্টি মুখর বাদলের রাত্রির মধ্য দিয়ে। এক গভীর বাদলের রাতে অঘোর দাস এবং রজনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অঘোর দাস চুরি করে পালিয়ে সেই রাতে রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

২৯৪) ‘গডালিকা’ গল্পগ্রন্থের ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’ গল্পটি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৯২২ সালে (১৩২৯ বঙ্গাব্দে) প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্যামবাবু আপিসের বেয়ারার নাম বাজু। শ্যামবাবু ১০৮ বার দুর্গানাম লেখেন। তিনকড়িবাবু হলেন শরতের খুড় শ্বশুর। শরৎ বিপিনের মাসতুতো ভাই।

২৯৫) পরশুরামের ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’ গল্প শুরু হয় ১৩২৬ সালের মাঘ মাসের কথা দিয়ে। গল্পের শ্যামবাবুর বেয়ারার নাম বাজ্জা। শ্যামাবাবু দুর্গানাম ১০৮ বার জপ করেছিলেন।

২৯৬) ‘কজ্জলী’ গল্পগ্রন্থের ‘উলটপুরান’ পরশুরাম লেখেন রিচমন্ড বঙ্গ - ইঙ্গীয় পাঠশালার প্রেক্ষাপটে।

২৯৭) ‘উলটপুরান’ গল্পের শিক্ষয়িত্রী হলেন জোছনা দি। আর গল্পের পন্ডিতমশায় হলেন মিস্টারক্র্যাম। নারী জাতির মুখপত্র - ‘দিশিমান’। পুরুষ জাতির মুখপত্র - ‘দি মিয়র ম্যান’। ধর্মযাজকগণের মুখপত্র - ‘দি কিংডম কাম’। প্রিন্স ভোম এর মন্ত্রী নাম - ব্যারন ফন বিবলার।

২৯৮) নরেন্দ্র নাথ মিত্রের ‘চোর’ গল্পে গৌসাই এর (খড়দার মা) উল্লেখ রয়েছে। এই গল্পের রেনু বৌভাতে তিনখানা চিরুনি পায়।

২৯৯) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’ গল্পটি হিন্দি সেনেমাতে অভিনীত হয়েছিল ‘সওদাগর’ নামে। এই গল্পটি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ‘চতুরঙ্গ’। মোতালেফের অবশ্য বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল চারকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানুকে। কিন্তু এলেম শেখের চাহিদা অনুযায়ী টাকা জোগাড় করতে পারেনি মোতালেফ। তাই সে বিয়ে করে মাজু খাতুনকে।

৩০০) ‘রস’ গল্পের নায়ক মোতালেফের চাউনিটা তেরছা। সে ১৮ - ১৯ বছর বয়সী সুন্দরী ফুলবানুকে পছন্দ করে ছিল। ‘রস’ গল্পটির হিন্দি চলচ্চিত্রের নাম সওদাগর। টিভি সিরিয়াল এ গল্পের চিত্রনাট্য দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, মুনাল সেন প্রমুখ।

৩০১) সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম’ গল্পের কৈলাস ডাক্তারের পুত্র সুকুমার বিয়ের জন্য পাঁচটা মেয়ে দেখে। শেষে জগৎ ঘোষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়।

৩০২) ‘সুন্দরম’ গল্পে সুকুমারের মায়ের নাম নেই। এমনকি গল্পে উল্লেখিত পিসিমা, বি, মেজদি - এই তিনটি চরিত্রের নামও উল্লেখ নেই।

৩০৩) সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্পে চার শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখিত নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ে কুমীপ্রজাদের ৭ পুরুষের বাস। ‘ফসিল’ গল্পে উল্লেখিত কেল্লার সামনে প্রতিরবিবার দুঃস্থ মানুষ জমা হয়। সংক্রান্তির দিন মহারাজা হাতির পিঠে চড়ে আশীর্বাদ করতে যান।

৩০৪) ১৯৪৯ - ৫০ সালে ‘ফসিল’ গল্পটি বিমল রায় এর পরিচালনায় নিউ থিয়েটারের ব্যানারে ‘অঞ্জনগড়’ নামে প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত। এর প্রযোজক ছিলেন ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট। নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়। এর আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটঘটি বর্গ মাইল। এখানে এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি রয়েছে। এখানে মহারাজা, ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্টা, নাজরৎ সব আছে।

৩০৫) কমল কুমার মজুমদারের ‘মতিলাল পাদরী’ ছোটগল্পটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পে হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি দূর নিমডার টিলা থেকে, সাগরভাতার উৎরাই থেকে এবং আরও অনেক গোয়াল, বাখান গ্রাম থেকে দেখা যায়। কারন গির্জাটি হাঁদাজমির উচ্চে অবস্থিত। রবিবার অথবা কোন স্মরণীয় দিবসে গির্জাঘরের মাদুরগুলি পাতা হয়। পাদরীর গির্জায় প্রসূতি মেয়েটির নাম - ভামরা।

৩০৬) হাঁসদোয়ার গির্জার নির্মানকর্তা মতিলাল পাদরীই হলেন ‘মতিলাল পাদরী’ গল্পের প্রধান চরিত্র। ঐ গির্জাটি ছিল বিলাতি কুঁড়ের মতো। সম্মুখে ছিল পবিত্রতার ছবি।

৩০৭) ‘নিম অল্পপূর্ণা’ গল্পটি কমল কুমার মজুমদারের লেখা। এই গল্পে তিনি যুথী ও লতি - এই দুটি চরিত্রের অবতারণা করেন। টিয়াপাখী যুথীর আঙুলে কামড়েছিল। ব্রজ পুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ব্রজর বালিগঞ্জ থেকে ফিরতে সাতটা - আটটা হবে এমনটাই বলেছিল প্রীতিলতাকে। ‘জ্বলল আঁধার নিভল আলো’ - ধাঁধাটির অর্থ পেট।

৩০৮) লেখক সমরেশ বসু ১৯৪৯ সালের রাজনৈতিক ভাবে জড়িত এক বন্দীর বন্দীদশার স্মৃতিচারণা দিয়ে প্রভুত করেছেন ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটি। গল্পের কথক একজন কমরেড। নাম - অনল, তিনি বলেন শীতকালকে ধরে নিয়ে। দিন - ২২ শে ডিসেম্বর ছিল। স্থান ছিল এস, বি. সেল।



৩০৯) স্বীকারোক্তি' গল্পটি এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত। গল্পটি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কথকের সঙ্গে নারীর একটি সম্পর্ক আছে। কথকের সঙ্গে উন্মাদ ব্যক্তিদের রাখার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করেন কথক।

ক) কথকের গতিবিধি ও মানসিক অবস্থা জানার জন্য।

খ) উন্মাদব্যক্তিদের কাছে থেকে লেখক যাতে মনের অভিসন্ধিগুলি তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেয়।

৩১০) মফসলের এক বাড়ির চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সমরেশ বসু 'শহীদের মা' গল্পের অবতারণা করেন। গল্পে শহীদের মা হলেন বিমলের মা।

৩১১) ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গ্রন্থের অন্তর্গত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা 'সমুদ্র' গল্পটি। এই গল্পটির কথকের মধ্যমে হলেও গল্পকথকের নাম উল্লেখ নেই।

৩১২) ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৬৩) শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পটি। প্রনবের স্ত্রী মায়া বয়স ২২। বরদাসুন্দর বটব্যালের সস্তা টিনের ঘরের ভাড়াটিয়া দম্পতি মায়া ও প্রনব। উঠোনের বাঁ দিকে নিচু একচাল একটা খুপরিতে থাকে সাড়ে বারো টাকা ভাড়া ভুবন সরকার। ভুবন সরকার একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। মায়া নিজের রূপ সৌন্দর্য নিজেই উপভোগ করে প্রকৃতির মাধ্যমে।

৩১৩) ১৯৬২ সালে 'দেশ' এর পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিমল করের 'জননী' গল্পটি। এই গল্পে জননীর (কথকের) পাঁচটি সন্তান। কথকের বাবার মতে তা ছিল হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো। বিমল করের 'জননী' গল্পটি ১৯৬২ সালে 'দেশ' পূজাসংখ্যায় বের হয়। 'জননী' গল্পের কথকের মায়ের পাঁচটি সন্তান। তার বাবা বলতেন, মার হাতের পাঁচটি আঙুল।

৩১৪) 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় বিমলকরের 'হিন্দুর' গল্পটি। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে লেখা এটি একধরনের প্রতিতি গল্প। চরিত্র - যতীন, মলিনা, বাসুদেব এবং কর্মচারী ভোলাবাবু।

৩১৫) মতি নন্দীর 'আত্মভুক' গল্পটি 'চতুর্থ সীমানা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খুকী। তার বয়স পনেরো। পরে সে চলে যাবে হালদার বাড়ি।

৩১৬) 'একেই কি বলে সভ্যতা' মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা। প্রকাশিত ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রহসনের অঙ্ক সংখ্যা ২ টি, দৃশ্য সংখ্যা ৪ টি (২+২), গান আছে ১ টি। উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই কলকাতার শোভাবাজার থিয়েটারিক্যাল সোসাইটিতে। প্রহসনটি ২টি অঙ্ক ও ৪টি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত।

৩১৭) কালীনাথ বাবুর সংলাপ দিয়ে দিয়ে প্রহসনের সূচনা। মধুসূদন উনিশ শতকের 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর যুবকদের আচরণের চিত্রকে ব্যঙ্গ করে প্রহসনটি রচনা করেছেন। প্রহসনটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে। প্রহসনে চৈতন বলাইকে সাকী বলেছে। প্রহসনটিতে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর যুবকদের আচার - আচরণকে ব্যঙ্গ করে রচিত।

৩১৮) ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পন' প্রকাশিত হয়। এই নাটকটির অঙ্ক সংখ্যা ৩টি, দৃশ্য সংখ্যা - ৯ (৩+৩+৩) এবং গান রয়েছে ১০ টি। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে পরমপূজ্য পাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেশু আর্ধ্য কে।

৩১৯) 'জমিদার দর্পন' নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকের ১৩ বছর পর রচিত হয়েছিল। . 'জমিদার দর্পন' নাটকটির 'নবনাট্যন' সংস্করণ করেছেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ।

## ৩২০) চরিত্র লিপি

হায়ওয়ান আলী .....	জমিদার
সিরাজ আলী .....	জমিদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা
আবুমোল্লা .....	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি .....	জমিদারের চাকরগণ
জিতুমোল্লা, হরিদাস .....	সাক্ষীদ্বয়
আরজান বেপারী .....	জুরি
নূরমোহর .....	আবুমোল্লার স্ত্রী
আমিরন .....	আবুমোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমনি .....	বৈষ্ণবী

৩২১) ‘জমিদার দর্পন’ নাটকটি শুরু হয়েছে সূত্রধারের সংলাপ দিয়ে, শেষ হয়েছে নট হরকামিনীর সংলাপ দিয়ে। কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে - বক্তা সূত্রধর। শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর - বক্তা সূত্রধর।

৩২২) ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘জনা’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই নাটকটিতে ৫টি অঙ্ক ও একটি ফ্রোড অঙ্ক রেখেছেন দৃশ্য সংখ্যা ২৫টি এবং গানের সংখ্যা ১৯টি।

৩২৩) ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ‘জনা’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ‘জনা’ - নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। ‘জনা’ নাটকের ৫টি অঙ্ক ও একটি ফ্রোড অঙ্ক আছে। গর্ভাঙ্ক - (৫+৮+৪+৫+৩) = ২৫টি। ‘জনা’ নাটকের গানের সংখ্যা ১৯টি।

৩২৪) মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনী থেকে ‘জনা’-র কাহিনী নেওয়া। এছাড়াও বীরাস্ত্রনা কাব্যের ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ পত্রের প্রভাব আছে ‘জনা’ নাটকের জনার চরিত্র। গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র - শ্রীকৃষ্ণ, নীলধ্বজ, প্রবীর, বিদূষক। নারী চরিত্র - জনা স্বহা, মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী।

৩২৫) প্রবীর যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছিল সেটি ছিল যুধিষ্ঠিরের। ঐ ঘোড়ার রক্ষক ছিল অর্জুন। এবং ঘোড়ার গায়ে লেখা ছিল - ‘ঘোড়া যে ধরিবে, ফাল্গুনী বধিবে তারে’।

৩২৬) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক হলো ‘সাজাহান’। সাজাহানের বন্দীজীবন ও তাঁর চারপুত্রের সিংহাসন কেন্দ্র করে লড়াই হলো। এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। নাটকটি শুরু হয়েছে সাজাহানের বক্তব্য দিয়ে। আর শেষ হয়েছে জহরৎ এর বক্তব্য দিয়ে।



৩২৭) ‘সাজাহান’ নাটকে --

সাজাহান ..... ভারতবর্ষের সম্রাট

দারা  
সুজা  
ঔরঙ্গজীব } ..... সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়  
মোরাদ }

সোলেমান  
সিপার } ..... দারার পুত্রদ্বয়

মহম্মদ সুলতান ..... ঔরঙ্গজীবের পুত্র

জয়সিংহ ..... জয়পুরপতি

যশোবন্ত সিংহ ..... যোধপুর পতি

দিলদার ..... ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশ মন্দ)

জাহানারা ..... সাজাহানের কন্যা

নাদিরা ..... দারার স্ত্রী

পিয়রা ..... সুজার স্ত্রী

জহরৎ উম্মিসা ..... দারার কন্যা

মহাশয়া ..... যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী

৩২৮) ‘সাজাহান’ নাটকটি ঐতিহাসিক হলেও এতে অর্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র (মহামায়া) ও অনৈতিহাসিক চরিত্র (দিলদার, পিয়রা) রয়েছে। এই নাটকটির ঘটনাকাল প্রায় আট বছর (১৬৫৭ - ১৬৬৬) নাটকের সূচনা ও সমাপ্তি হয়ে অপরাহ্ন কালে। ‘সাজাহান’ নাটকটির প্রকাশকাল ১৯০৯ খ্রিঃ। অঙ্ক রয়েছে ৫টি, দৃশ্য সংখ্যা ৩১টি (৭+৫+৬+৭+৬) এবং গান রয়েছে ৯টি।

৩২৯) ‘সাজাহান’ নাটকে শেক্সপীয়ারীয় প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ‘কিং লিয়রের’ লিয়রের বৈশিষ্ট্য সাজাহানের চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত। নাটকটি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উৎসর্গ করেছেন - ‘মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুন্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল’। সাজাহান নাটকে মোট ৯ টি গানের মধ্যে ৭ টি গান দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা এবং তিনি নিজেই সুর দিয়েছিলেন। দুটি বৈষ্ণব গীতি ছিল প্রথমটি জ্ঞানদাসের দ্বিতীয়টি চন্ডীদাসের।

৩৩০) ‘সাজাহান’ নাটকটি পুরোটাই নাট্যায়িত হয়েছে আগ্রার প্রসাদে। সূচনা হয়েছে সাহাজান চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সাজাহানের কক্ষে আগ্রার দুর্গপ্রসাদে এবং নাটকটি পরিশেষ হয়েছে জহরৎ এর সৎলাপের মধ্যদিয়ে আগ্রার প্রাসাদ অলিন্দে নাটকটির ৯ টা গানের মধ্যে নাট্যকারের রচনা ৭টি। তবে নাটকের সবকটি গানের সুর দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বয়ং।

৩৩১) সাহা নাবাজ হলেন গুজরাটের সুবাদার। ঔরংজেব তাঁর জামাতা। সাহা নাবাজ ও দারারার কথাবার্তা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে উল্লেখ রয়েছে। এই দারার কাছে মৃত্যু দন্ডের আদেশ নিয়ে এসেছিলেন জিহন খাঁ। পরে জিহন খাঁ নিহত হন প্রজাদের দ্বারা।

৩৩২) ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে অক্টোবর ‘শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে’ প্রথম অভিনীত হয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ‘নাবান্ন’ নাটক। এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘অরনি’ পত্রিকায়, কলকাতার বেনিয়াটোলা লেন থেকে নাটকটির অঙ্ক ৪টি, দৃশ্য রয়েছে ১৫টি (৫+৫+২+৩) এবং গান রয়েছে ৮টি। উৎসর্গ নাট্যকার করেছেন আমিনপুরেক।

৩৩৩) কুঞ্জ সমাদ্দার হলো প্রধানের (প্রধান সামাদ্দার) ভাইপো। কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন ও ছেলে হলো মাখন। মাখনের মা হলো রাধিকা। প্রধান সমাদ্দারের দুই ছেলে শ্রীপতি ও ভূপতি।

৩৩৪) অর্থের অভাবে চন্দর তার দুই মেয়েকে হারু দত্তের কাছে বিক্রি করে। ‘নবান্নের’ হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। প্রযোজনা করেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। ‘নবান্ন’ নাটকের প্রথম রজনীর অভিনেতাদের নাম ও চরিত্র প্রধান সমাদ্দার - বিজন ভট্টাচার্য, কুঞ্জ - সুধীপ্রধান, নিরঞ্জন - জলদ চট্টোপাধ্যায়, যুধীষ্ঠীর - নীহার দাশগুপ্ত, পঞ্চাননী - মনি কুন্তলা সেন।

৩৩৫) ‘নবান্ন’ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় অরুণি পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিঃ ‘নবান্ন’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রিঃ এবং প্রথম অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে, ১৯৪৪ খ্রিঃ ২৪শে অক্টোবর। ‘নবান্ন’ নাটকটি বিজন ভট্টাচার্য ‘আমিনপুরকে’ উৎসর্গ করেছেন।

৩৩৬) ‘প্রথম পাত্র’ নাটকটি ১৯৬৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

সংলাপ : প্রথম বৃদ্ধ :

যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি।

কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো।

মৃগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিশ্বাস নয় ; প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।

রাজত্বে আপনি লুপ্ত নন, কর্ম, ভোগে আপনি গিস্পৃহ

নির্দোষ কোনো মানুষ নেই জগতে।

৩৩৭) সংলাপ : দ্বিতীয় বৃদ্ধ :

সৌভাত্র যার নাম যা বেঁধে রাখে রাক্ষুকে।

জতুগৃহ দ্যুতক্রীড়া, পান্ডবের বনবাস ও প্রত্যাবর্তন।।

যে দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু, গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী সেখানেও কেন যুদ্ধ ।

অন্যায় থেকে অন্যায়ের জন্ম - আশাতীত নয়।

লোকাচার তুচ্ছ, সংকোচ অনর্থক

কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ব - মৃত্যুর মূল্যেও।

৩৩৮) সংলাপ : কুন্তী :

আমার এই কথা যা কৃষ্ণ ছাড়া কেউ এখনো জানে না।

আমি খুঁজবো আশ্রয় সেই ছায়ায়, আমি আজ প্রার্থনা।

ঘটের মধ্যে হতাশন, মাটির ভান্ডে বৈদ্যুর্মান, গুহার আঁধারে মহাব্যাস।

ভারত বংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম কর্ন।

কন্যাবস্থায় কখনো এই মন্ত্র বলো না।

সবচেয়ে কঠিন এই প্রশ্ন , কিন্তু আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

কেউ নেই কর্ণের মতো মহাপ্রাণ।

ভুল কর্ন ভুল ! আমি এসিছি দূতী হয়ে আজ।

জ্যৈষ্ঠ পান্ডব তুমি ফিরে এসো, তোমার জন্মসূত্রে যুক্ত হও।

৩৩৯) সংলাপ : দ্রৌপদী - কর্ণকে :

কিন্তু শুধু বাহু বলে, অস্ত্র বলে, মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়ে না।

কৃষ্ণ বলেছে পান্ডবের জয়।

তুমি কুরু বংশের কেউ নয়, এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়।

অদ্ভুতভাবে তোমাকেই অর্জুনের আত্মীয় বলে মনে হয়।

আমি চাই কৌরবদের পতন।

অনিবার্য তোমার পতন। আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য।

৩৪০) সংলাপ : কৃষ্ণ - কর্ণকে :

যুদ্ধের পূর্বক্ষণ এই স্মৃতি বিলাস।

আমিও বলি বলরামের দৃষ্টান্ত : অনুকরন যোগ্য নয়।

সত্যজাত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠস্বর

একই গর্ভের সন্তান - সেখানে রক্তে জাগেনা বিদ্রোহ।

এক অংশ চায় ভালোবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতায় বদ্ধমূল।

তোমরা দুজনে বীর্যে সমকক্ষ।

তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে চিরকাল এক ভাস্বর মহান, পরাজিত বীর।

৩৪১) সংলাপ : কর্ণ - কুন্তীকে :

আমি অধিরথের পুত্র কর্ণ, রাধা আমার মাতা।

পশুর মলজাত যে কীট, সেও সূর্যের সন্তান।

মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেয় - সকলেই কুমারীর সন্তান, পিতা শুধু উপলক্ষ্য গোত্রচিহ্ন।

যাঁর গর্ভ ছিল আমার প্রথম মর্ত্যলোক, যাঁর দেহের নির্যাস ছিল আমার প্রথম পথ্য।

মা জানের সন্তানের মা পিতা কে।

আপনার দুই পুত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

আমি শাস্ত্র মানিনা ; আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।

যদি মনু হন আদি পিতা আমার ভাই তবে সর্বমানব।

৩৪২) সংলাপ : কর্ণ - দ্রৌপদীকে :

অনাত্মীয় এক আগন্তুক কালস্রোতে ভাসমাত্র এক পত্র।

তোমার কল্পনা শক্তি প্রখর সূতপুত্রের সঙ্গে পাণ্ডু পুত্রের সাদৃশ্য।

তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ।

অশুর বন্যা চোখে তোমার রোষাঘ্নি কেশ বিশৃঙ্খলা বসন

শুধু দিন যাপন, শুধু প্রাণধারণ করে।

অনেক ভাগ্যে আজ তোমার দেখা পেলাম।

যুদ্ধের আগে গঙ্গার তীরে শান্তনীর বনভূমি নির্জনতার।

কী সেই মহৎ উদ্দেশ্য যা সাধন করবে তোমার মৃত্যু

নিরপেক্ষ থাকো আমার বিশ্বাস, শাস্ত্র তোমাকে সমর্থন করবে।

৩৪৩) সংলাপ : কর্ণ - কৃষ্ণকে :

আমার গরল পাত্র মধুর হয়ে উঠলো আজ আমি সতৃষ্ণ।

যদি দেখতে চাই কোনো অনুপস্থিত মুখস্ত্রী।

শুধু তোমাকেই বলতে পারি যা অন্য কাউকে বলা যায় না।

হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম।

অপরাধহীন সকাল থেকে সন্ধ্যা দুপুরবেলা বটের ছায়ায় তন্দ্রা।

তোমার প্রতিজ্ঞা কখনো অস্ত্র হাতে নেবেনা।

অর্জুন লজ্জা পাবেনা অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হতে।

কেউ কেউ বলে তাকে মহাত্মা।

আমি বহুদূর এগিয়ে এসেছি কৃষ্ণ, আর ফিরতে পারিনা।

৩৪৪) চাঁদ বনিকের পালা নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রি।

নাটকটি ৩ টি পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্বটি আবার দুটি অংশে বিভক্ত।  
নাটকটিতে ২০ টি গান রয়েছে।  
নাটকটি অভিনয়ের জন্য শীওলী মিত্রের অনুমতি নিতে হবে।  
নাটকটি উৎসর্গ করা হয় বুলবুলকে।  
নাট্যকার ১৯৭৬ সাল নাগাদ তাঁর স্বহস্তে বহুবুপী গোষ্ঠীতে এর মহলা শুরু করেছিলেন।  
‘ফিরাইয়া দে দে মোদের প্রানের লখিন্দকে’ - এই বাক্যাংশটি বিনয় রায়ের একটি গান থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩৪৫) চাঁদ বনিকের পালা নাটকে তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশে লখিন্দরকে কালসর্পে দংশন করে।

চাঁদের পায়ে ক্ষত দেখা যায়। কারন কালরাত্রে যুবকেরা তাড়া করেছিল। তাদেরই একজন চ্যালা কাঠ ছুঁড়েছিল।  
ন্যাড়া তার জন্য কিছু গাঁদাপাতা এনে তার ক্ষতস্থানে লাগায়।  
‘কৃতংস্মর, ক্রতুং স্কর’ → চাঁদসদাগর।  
‘মামেকং শরণং ব্রজ’ → চাঁদসদাগর।

৩৪৬) চাঁদ বনিকের পালা নাটকে

‘তুমি আমি ঘটনার দাসমাত্র, ঘটনা নিয়তি’ → বল্লাভাচার্য।  
‘আমি যে দুর্বল, আমি যে ক্ষমতাহীন, আমি অপদার্থ’ → লখিন্দর।  
‘কৌটিল্যের নীতি বাবা, একেবারে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা’ → বনমালী।  
‘চম্পকনগরী ধন্য হবে ইতিহাসে তোমার স্মরণে’ → নরহরি।  
‘আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য’ → চাঁদ সদাগর।  
‘আজকার মানুষের বড়ো দ্রুত পরিবর্তন হয়’ → বেণীনন্দন।  
‘জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানের পূজা দেওয়া যায় না কখনো’ → চাঁদ।

৩৪৭) টিনের তলোয়ার (১৯৭৩) সাধারণ রঙ্গক্ষেত্র শতবর্ষ উপলক্ষে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। তবে প্রকাশ হবার আগেই ‘রবীন্দ্রসদনে’ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে = র ১২ আগস্ট অভিনীত হয়। উৎপল দত্ত জানিয়েছেন- ‘এ নাটকে স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা চাঁৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা’। সমকালের নাট্যশালার অন্তঃপুরের বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩৪৮) পিপলস্ লিটল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত। রবীন্দ্রসদন, ১২ আগস্ট, ১৯৭১।

রচনা ও পরিচালনা - উৎপল দত্ত  
সংগীত পরিচালনা - প্রশান্ত ভট্টাচার্য  
গানের কথা - মাইকেল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমর দত্ত

৩৪৯) ॥ প্রথম রজনীর অভিনেতাবৃন্দ ॥

বীরকৃষ্ণ দাঁ	॥ মহাধনী ॥	সমীর মজুমদার
ময়না	॥ রাস্তার মেয়ে ॥	ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (পরে ইন্দ্রানী লাহিড়ী)
মথুর	॥ মেথর ॥	মুকুল ঘোষ
বসুন্ধরা [ আঙুর ]		শোভা সেন
কামিনী [ পেয়ারা ]		সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণীমাধব [ ক্যাপ্তেন ]		উৎপল দত্ত
হরবল্লভ ॥		সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫০) ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটিতে ৭টি পর্ব ও ১০টি গান রয়েছে।

পিপলস্ লিটল থিয়েটার কর্তৃক রবীন্দ্রসদন, ১২ আগস্ট, ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয় ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি।

‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের স্থান ১৮৭৬ এর মোকাম কলিকাতা-চাঁপু, বৌবাজার এবং শোভাবাজার নাট্যশালা।

১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাট্যশালা টিনের তলোয়ার দেখিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালায় কঠোর করিবার ব্যবস্থা করে।

৩৫১) দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা

শোভাবাজার

গ্রাস্ত প্রদর্শন : attention Please

আসিতেছে : coming

“ ময়ূরবাহন নাটক ”

Prices of Admission

Reserved seats : Rs.4

First class : Rs.2

Second Class : Rs.1

বীরকৃষ্ণ দাঁ - Brikrishna Daw

স্বত্বাধিকারী - Proprietor

৩৫২) বাদল সরকারের আসল নাম সুধীন্দ্র সরকার।

‘বাকি ইতিহাস’ অ্যাবসার্ড নাটক।

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। গল্পকথন ও আত্মকথন রীতিতে নাট্যকাহিনী প্রকাশিত।

নাটকটি প্রকাশিত হয় - ১৯৬৭ খ্রীঃ ।

নাটকটি ১৯৬৫ খ্রীঃ এনুষ্ঠ, নাইজেরিয়াতে লেখা।

বহুরূপী নাট্য দলের প্রযোজনায় ৭মে ১৯৬৭ খ্রীঃ, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।

৩৫৩) রবিবার সকালে শরবিন্দু চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। শরবিন্দু কলেজে বাংলা পড়ান। কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার হরেকৃষ্ণ বাবু। সোমবার শরবিন্দুর পরপর দুটি পিরিয়ড অফ থাকে, ওইদিন ইলেকট্রিক বিল জমা দেবে। শরবিন্দুকে কলেজের ম্যাগাজিনে বছরে তিনবার তিনটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। এবার ‘নাট্যসাহিত্যে আধুনিকতা’ নিয়ে লিখতে হবে। ভবতোষ মিত্রের - কেমিস্ট্রির হেড। বাসুদেব শরবিন্দুর বন্ধু, বিয়ে হয়েছে ৪বছর আর শরবিন্দুর বিবাহিত জীবন ১১বছর।

৩৫৪) বাসন্তীর গল্পে সীতানাথের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল তিন হাজার দুশো আশি। কনার মেজদির নাম বীণা। কনার বাবা চুরি করে জেলে গিয়েছিল। সীতানাথের শশুর সীতানাথের কাছে দশ টাকা চাইতে এসেছিল। সীতানাথের জমিটি ছিল গড়িয়ায়। আগন্তুক ১২বছর কোর্টবেলিফের চাকরি করছে।

৩৫৫) সীতানাথ গৌরীকে একটা প্রকাণ্ড পুতুল উপহার দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন রাত ৮টায়। সীতানাথ কাগজে ছবি সংগ্রহ করে তা হল - দুঃশাসনের রক্তপান, প্রাচীন মিশরের ছবি, রোমান সম্রাটের নৌবহর ক্রিতদাসরা টানছে, রোমের কলোসিয়াম, জোয়ান অফ আর্ক, সাহারা মরুভূমির একটি বানিজ্যপথ, হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি। শরবিন্দু উনিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়। ১৮ বছর আগে বাবা মারা যায়। ১৩ বছর আগে এম.এ পাস করেছে।

৩৫৬) ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খ্রীঃ। তিনটি দৃশ্য নিয়ে নাটকটি গঠিত। ৯টি চরিত্র রয়েছে নাটকটিতে - জীবনলাল, চিত্রলেখা, দুর্গাশাসক, সৈন্যাধ্যক্ষ, পল্লীসেবক, কর্তা-অধিকর্তা, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, রানী।

৩৫৭) চিত্রলেখা রাণীর পরিচারিকা জীবনলাল ও চিত্রলেখা এক গাঁয়ের মানুষ। জীবনলালের ঘর পোড়া। চিত্রলেখার সাত কুলে কেউ নেই। প্রথম সংলাপ ও শেষ সংলাপ জীবনলালের। রানী অহল্যার এবং চিত্রকর গৌতমরূপী ইন্দ্রের অভিনয় করেছেন। সিংহাসনের সঙ্গে শাসকের মিলনই সত্য। রাণীর সঙ্গে দুর্গাশাসকের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। নাটকের শেষে রাণী ও দুর্গাশাসক অন্ধকারে পলায়ন করে। রানী অহল্যার এবং চিত্রকর গৌতমরূপী ইন্দ্রের অভিনয় করেছেন।



৩৫৮) সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ এর ইংরেজি অনুবাদ - "Transtalion of a conference

between an advocate and an opponent of the pratice of learning windows alike". ইংরেজি অনুদিত বইটি কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত (৩০শে নভেম্বর ১৮১৮) এবং পরে ইংল্যান্ড থেকে তাঁর রচনাবলীর অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৩২ এ। প্রবন্ধটি প্রশ্লোভর ধর্মী। প্রবর্তক প্রশ্লকর্তা আর উত্তরদাতা নিবর্তক।

৩৫৯) প্রবর্তক সর্বমোট ১৩ টি প্রশ্ন করেছেন। নিবর্তক ১৩ টি প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মী উত্তর দিয়েছেন। প্রথম শ্লোক- ‘ওঁ তৎ সৎ’। ‘কঠোপনিষৎ’ ও ‘মুন্ডকোপনিষৎ এর উল্লেখ আছে। কঠোপনিষৎ অনুযায়ী-শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয়।

৩৬০) ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

২। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি রামদাস সেন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।

৩। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় আশ্বিন ১২৮০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৬১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে যে যে ফলের সাথে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনা করেছেন -বড়মানুষ-কাঁটাল, সিভিল সার্ভিসের সাহেব-আম্রফল। স্ত্রীলোক (লৌকিক কথায়) - কলাগাছ, স্ত্রীলোক (প্রাবন্ধিকের নিজস্ব মত) - নারকেল, দেশহিতৈষী-শিমুল ফুল, দেশের লেখকেরা-তৈঁতুল।

৩৬২) ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের দশম প্রবন্ধ। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়, আশ্বিন, ১২৮১ সংখ্যায় ‘বড়বাজার’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকান ঘরের উপর বড় বড় পিতলের অঙ্করের দোকানের নাম লেখা ছিল - Misser Brown Jones and Robinson.. এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকানটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৫৭ সালে। এই সালটি ইংরেজিতে লেখা ছিল।

৩৬৩) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে ‘মানববিকাশ’ শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: ‘বিবিধ সমালোচনা’ গ্রন্থে অর্ন্তভুক্তিকালে নামে দেন ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’। পরবর্তীকালে ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ও প্রথম ভাগ (১৮৮৭) গ্রন্থে ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধটি পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়। ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন - দৃশ্যকাব্য, আখ্যান কাব্য, খন্ডকাব্য।

৩৬৪) বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিদ্যাপতির গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের পনয়। জয়দেবের গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বিলাস। প্রাবন্ধিকের মতে, এখনকার কবিতা জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরন জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth.

৩৬৫) শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: ‘বিবিধ সমালোচনা’ নামক গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত হয়। শকুন্তলা চরিত্রটি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। শকুন্তলা ‘মিরন্দা এবং দেসদিমোনা’ প্রবন্ধটি দুটি অংশে পৃথক করে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথম অংশ - শকুন্তলা ও মিরন্দা, দ্বিতীয় অংশ - শকুন্তলা ও দেসদিমোনা । মিরন্দা শেক্সপিয়ারের কমেডি নাটক ‘দি টেমস্ট’ এর চরিত্র। দেসদিমোনা শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি নাটক ‘ওথেলো’র চরিত্র।

৩৬৬) ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে (১৩০৬-৭ ও ১৩০৭-৮)

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ খ্রী: ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইউরোপী পর্যটক ভারতে যে রূপ দেখেন- বিসৃচিকার আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়া, অনশন-অধাশন, দুর্ভিক্ষ, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আনন্দ উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশাশান আর ধ্যানমগ্ন মোক্ষ-পরায়ন যোগী।

৩৬৭) লর্ড রবার্টসের গ্রন্থ - ‘ভারতবর্ষের ৪১ বৎসর’ বা ‘Forty one years in India’। শ্রী রাম প্রসাদ বলেছেন, ‘ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল’। পাদ্রী-পুঙ্খবেরা ১৮৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্ভুজের আদর্শে জীবনবোধের যে, সমগ্রতা দেখা যায়, বৌদ্ধ আদর্শে নির্বানের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে মানবজীবন ও জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ হ্রাস পেয়ে অতীন্দ্রিয় আদর্শের প্রতি বৌক দেখা যায়।

৩৬৮) ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার পৌষ, ১২৮৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি প্রবন্ধটি ৪ টি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে ইংরেজি বিদ্যা, শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদের চরিত্র নির্মাণ করে দিত। বায়রন হলেন পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, পটনয়ের আদার, যৌবন মূর্তিমান, মহা তেজস্বী সর্বদা চঞ্চল। বায়রনের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। বায়রনের মাঝে মাঝে Preaching ও আছে।

৩৬৯) বায়রন অতি অশ্লীল কবি, যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁদের বায়রন নীতি শিক্ষা দেননা। বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য- স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ। কালিদাসের উদ্দেশ্য- ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ। বায়রনের উদ্দেশ্য- মনুয্যানুরাগ ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

৩৭০) ‘নূতন কথা গড়া’ প্রবন্ধটি ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করা যায় না। "Competition" শব্দের সংস্কৃত ধাতুপাঠ গত অর্থ- সংঘর্ষ। যা সহজেই ভেঙ্গে যায় তার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর। ভঙ্গুপ্রবণ শব্দটি না বাংলা, না ইংরেজি, না সংস্কৃত। হিন্দি শব্দ ‘দুন’ এর অর্থ ‘দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান’ এটি বাংলায় নেই।

৩৭১) ‘বাঙ্গালা ভাষা’ প্রবন্ধটি ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক ‘বাঙ্গাল ভাষা’ প্রবন্ধটি ‘গ্রাজুএট’ ছদ্মনামে লেখেন। মহাভারতের জনমেনজয় চরিত্রটির উল্লেখ আছে। বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাসে’র উল্লেখ আছে।

৩৭২) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সৌন্দর্যের ধারণাটিকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেছেন এই প্রবন্ধে। সৌন্দর্যকে তিনি মনুষ্যত্বের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সৌন্দর্য উপভোগ্যতার সঙ্গে মনুষ্যত্বের নিবিড় যোগ থাকে। ইতর জীবের সৌন্দর্যবৃদ্ধি থাকে না।

৩৭৩) সুখ না দুঃখ প্রবন্ধটির প্রকাশ: ‘সাধনা’ মাঘ ১২৯৯

হার্বাট স্পেনসার একালের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান ‘পান্ডা’। ডারউইন তত্ত্বের অনন্যতর প্রচারক আলফ্রেড ওয়ালায়। দুঃখ থেকে মুক্তির চেষ্টাই অভিব্যক্তি। দারিদ্রকে দুঃখ বলে। ধার্মিক যেখানে দুটো অধার্মিক সেখানে দুঃদশটা।

৩৭৪) মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিও ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানসম্মত যে কোনো গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাবে, লেখা আছে- প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের কোনো অস্তিত্ব নেই, সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রভিমুখে গমন করিতে চায়।

৩৭৫) ‘ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধটি প্রথমে ‘মানসী’ ও ‘মর্মবাণী’ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

‘ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পাঠ করেন। "The Spirit is willing, but the flesh is weak"-ভারতচন্দ্রের প্রবন্ধের অংশ।

৩৭৬) ‘ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধে কোনো সমালোচক প্রাবন্ধিককে নিন্দা কিংবা প্রশংসা ছলে ‘এ যুগের ভারতচন্দ্র’ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর অভিধায় ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র প্রবন্ধটির ১৪ টি অনুচ্ছেদ আছে। ১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি ‘কবির জীবনী সম্বলিত’ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে এবং তা হবে রসালো। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদ্যরস নয়, হাস্যরস। ১৭১২ খ্রী: ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অর্ন্তগত পৈড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ৪৮ বৎসর বয়সে মূল্যজোড় গ্রামে।

৩৭৭) ‘বইপড়া’ প্রবন্ধটি ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘আমাদের শিক্ষা’ গ্রন্থে ও আরও পরে ‘প্রবন্ধ সংগ্রহে’-এ গৃহীত হয়। প্রমথ চৌধুরী কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্সটিটিউটের, সাহিত্য শাখার অধিবেশনে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন- অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলে মানুষের তেমনি সন্ধিত্যে অরুচি হয়।

৩৭৮) নাগরিক বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাতে যাদের একালে ইংরেজিতে বলে - Man About Town। প্যারিসের নাগরিকরা আনাতোল ফাঁস-এর বই পড়িনি বলতে লজ্জাবোধ করেন। পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। চরিত্রহীন অথচ কলা কুশল নাগরিকদের সেকালের সাধারণ সংজ্ঞা হল ‘বিট’। ‘বিট’ এর ছবি দেখা যায় ‘মুছকটি’ এ। সেকালের সভ্যতা ছিল - অ্যারিস্টোক্রাসিক। একালের সভ্যতা চায় - ডেমোক্রাটিক। যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানে বড় নয়।

৩৭৯) ‘মলাট সমালোচনা’ প্রবন্ধটি ‘সাহিত্য’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘বীরবলের হালখাতা’ গ্রন্থে ও আরও পরে ‘মলাট সমালোচনা’ প্রবন্ধটি গৃহীত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রবাদ-প্রাচীরের কান আছে।

৩৮০) ‘মলাট সমালোচনা’য় প্রাবন্ধিকদের মতে, যে উপায়ে পেটেন্ট ঈষৎ বিক্রি করা হয় সেই উপায়ে সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আলোচনা’ নামক বই এর উল্লেখ আছে। আলোচনা শব্দের অর্থ- ‘আ’ অর্থাৎ বিশেষরূপে, ‘লোচন’ অর্থাৎ ঈক্ষণ। প্রমথ চৌধুরীর মতে ‘বক্ষিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না’।

৩৮১) ১৩১৯ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় চৈত্র মাসে ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘নানা কথা’ গ্রন্থে আরও পরে প্রবন্ধ সংগ্রহে ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ প্রবন্ধটি গৃহীত হয়। ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ নামক প্রবন্ধটির লেখক হলেন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম.এ।

৩৮২) ললিতবাবু সাধুভাষার সপক্ষে যে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন -

ক) সাধুভাষা আটের অনুকূল।

খ) চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।

৩৮৩) ‘কাব্যে অশ্লীলতা ও আনুকারিক ‘মত’ প্রবন্ধটি মাসিক বসুমতীতে বৈশাখ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ১১ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ‘সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়’। ‘শ্লীলতা-অশ্লীলতা সুরচির কথা, সুনীতির কথা নয়’।

৩৮৪) ‘শিল্পে অনধিকার’ প্রবন্ধটি ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ (১৯৪৭) গ্রন্থে গৃহীত হয়। ‘শিল্পে অনধিকার’ প্রবন্ধের শুরুতে প্রাবন্ধিক ১৫ বৎসর পূর্বের স্মৃতিচারণ করেছেন।

৩৮৫) ‘শিল্পে অনধিকার’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ‘রৌদাকে’ বলেছেন- ‘ইউরোপের মহাশিল্পী’। সূর্যের কণা দিয়ে গড়া কোনার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে গড়া তাজা। জাপানের শিল্পী শ্রীমৎ ও কাকুরা যখন শেষ বার এদেশে এলেন তখন শঙ্কট রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা, রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। প্রাবন্ধিকের মতে, ইউরোপের মহাশিল্পী হলেন রোদাঁ। ফিডিয়াম, মাইলোস, রোদাঁ, মেন্টোডিফ ব্রেজেঙ্কা- এই সকল শিল্পীদের উল্লেখ রয়েছে প্রবন্ধে।

৩৮৬) ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ প্রবন্ধের শুরুতে Goethe এর উক্তি ‘Those organs which guide an animal are under man's guidance and control’।

‘We have seen mere happenings, but not the deeper truth which is measureless joy’-

এই উদ্ধৃতিটির বক্তা রবীন্দ্রনাথ।

‘রাতি পোহাইল, উট প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ’- এই উদ্ধৃতি ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৮৭) সৌন্দর্যের সন্ধান’ প্রবন্ধটি ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ গ্রন্থের অন্তর্গত।

কালিদাসের আমলে সুন্দরীকে আদর্শ - ‘তেন্নী শ্যামা শিখরিদশনা’। ‘যত্র লগ্নং হি মস্য হং’- এটি সৌন্দর্যের সন্ধান’, প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। আটের স্রোত চিরকাল চিরসুন্দরের দিকে’।

৩৮৮) ১৯৩১ সালে ‘জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত। প্রবন্ধের শুরুতে রামায়নের অহল্যা চরিত্রের প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িক করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে খিসিস লেখেননি। রামমোহন রায়ে কাছ রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত।

৩৮৯) রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারি লিগ স্থাপন করেন - অব নেশনস্ নয়-অব কালচারস। ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’- এটি ‘জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তম পুরুষেরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে ‘কী ভাবে বাঁচব’ এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

৩৯০) ‘ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ’ প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৯৫৫ খ্রী:। অন্নদাশংকর রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা হল - ভারতের সংস্কৃতি হচ্ছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেণী সংগম। প্রাবন্ধিক লোক সংস্কৃতির দুটি ধারার কথা বলেছেন -

ক) রূপকথা - ‘রূপকথা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক’।

খ) ছড়া - ‘এক একটি ছড়ার বয়সের গাছ পাথর নেই’।

৩৯১) ভবিষ্যতের সংস্কৃতির গর্বকারীদের চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা বলা হয়েছে -

ক) বৈদিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রিকুলেশন

খ) মুসলিম সংস্কৃতির ইন্টার-মিডিয়েট

গ) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বি-এ

ঘ) লোকসংস্কৃতির এম-এ

- এই চারটি সংস্কৃতির সমন্বয়কে ‘আমাদের সংস্কৃতির চতুরঙ্গ’ বলেছেন প্রাবন্ধিক।

৩৯২) পারিবারিক নারীসমস্যা’ প্রবন্ধটি ১৯২৩ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবন্ধের শুরুতে ইবসেনের "Doll's House" নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে।

"Doll's House" নাটকটির নায়িকা হল নোরা।

‘সর্বপ্রথমে আমি মানুষ, তারপরে পত্নী ও জননী’- এই উক্তিটির বক্তা নোরা।

৩৯৩) প্রবন্ধটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বুদ্ধদেব বসু ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদে আছে - বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড় সংকটের সময়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে - সত্যেন্দ্রনাথ ও সমকালীন কবিদের মূল্যায়ন।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে - কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা ও বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরাবার ঘন্টাধ্বনি।

চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে - দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী কবিদের মূল্যায়ন ও ‘রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার’।

৩৯৪) রামায়ণ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ‘কবিতা’ পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে। ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনের প্রথম যে, বইতে বুদ্ধদেব বসু জেনেছিলেন তা হল উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ‘ছোট্টরামায়ণ’। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতেন, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের ‘শিশু’ পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতেন প্রাবন্ধিক কিন্তু ‘ছোট্ট রামায়ণ’ এর মতো নেশা তার কোন কিছুতেই ছিল না।

৩৯৫) বুদ্ধদেব বসুর ‘উত্তর তিরিশ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। প্রকাশকাল-১৯৪৫। প্রচ্ছদ সৌরেন সেন। উৎসর্গ-যতীন্দ্র মোহন ও শোভনা মজুমদার। প্রকাশ স্থান-কবিতা ভবন

৩৯৬) ‘জীবনানন্দ দাশ’ এর স্মরণে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। প্রবন্ধটি ‘কালের পুতুল’ প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত। ‘কালের পুতুল’ প্রবন্ধ গ্রন্থের রচনা কাল ২রা অক্টোবর ১৯৪৬। ‘কালের পুতুল’ এর বেশির ভাগ প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল ‘কবিতা’ পত্রিকায়। ‘কালের পুতুল’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি ‘কবিতা ভবন’ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন যামিনী রায়।

৩৯৭) বুদ্ধদেব বসুর ‘পুরানা পল্টন’ প্রবন্ধটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৩৫।

‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’র মোট দশটি রচনার মধ্যে প্রথমটি হল ‘পুরানা পল্টন’



৩৯৮) আবু সয়ীদ আইয়ুব এর ‘অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা’ প্রবন্ধটি ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫ বৈশাখ, (এপ্রিল ১৯৬৮)। ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ‘বুদ্ধদেব বসু বন্ধু বরষু’।

৩৯৯) ‘পথের শেষ কোথায়’ প্রবন্ধের অন্তর্গত সুন্দর ও বাস্তব প্রবন্ধটি।

২। ‘পথের শেষ কোথায়’ গ্রন্থটির আবু সয়ীদ আইয়ুব উৎসর্গ করেছিলেন - ‘আমার প্রিয়তম করি অমিয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু এবং আমার স্নেহাস্পদ স্বপন মজুমদার সুহৃদয়েষু’। ‘পথের শেষ কোথায়’ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪ আষাঢ়, জুলাই ১৯৭৭। আবু সয়ীদ আইয়ুবের ‘সুন্দর ও বাস্তব’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে।

৪০০) ‘আমার জীবন’ গ্রন্থটির লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পারনা জেলার কাছে পোতাজিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ‘আমার জীবন’ গ্রন্থটি ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ‘আমার জীবন’ গ্রন্থটির প্রস্তাবনা লেখেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘গ্রন্থ পরিচয়’ অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা। ‘প্রস্তাবনা’ অংশটি ২০ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ লেখা। ‘মঙ্গলাচরণ’ শ্লোকটি ত্রিপিদীতে লেখা।

৪০১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা রূপে ‘বঙ্গদর্শন’ ১৮৭২ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসে এলাহাবাদে থাকাকালীন সচিত্র মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’ (১৯০১) প্রকাশ করেন।

৪০২) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘সবজপত্র’ প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ‘বীরবল’ ছদ্মনামে তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

‘কল্লোল’ এর সূতিকাগার হল ‘ফোর আর্টস ক্লাব’। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, সুনীতি দেবী ও সতীপ্রসাদ সেন এই চারজনের একান্তিক প্রচেষ্টায় এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ এর যুগ্ম সম্পাদনায় ‘কল্লোল’ এর প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩০ - এ প্রকাশিত হয়।

৪০৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (২৯ শে ফাল্গুন - ১৩০২ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থটি কডেকে উৎসর্গ করা হয়নি। ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয়। ‘সুখ’ কবিতাটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫।

৪০৪) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতা সংকলন ‘পুনশ্চ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক জগদানন্দ রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরফে ‘নীতু’ কে উৎসর্গ করেন। প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি।

৪০৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী মে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত। প্রকাশক কিশোরী মোহন সাঁতরা। ‘নবজাতক’ কাব্যের কবিতাগুলি অমিয় চক্রবর্তীর দ্বারা নির্বাচিত। ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কডেকে উৎসর্গ করেননি। নবজাতক কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ২১ টি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল।

৪০৬) ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৮। বিমলার আত্মকথা-৭। নিখিলেশের আত্মকথা - ৭ এবং সন্দীপের আত্মকথা-৪। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা, চন্দ্রনাথ মেজরানী, অমূল্য। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা -- ‘শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী। কল্যানীয়েষু’

৪০৭) গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) সালে। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে মে সংখ্যা পর্যন্ত ‘Modern Review’ পত্রিকায় ‘Story in Four chapters’ নামে মুদ্রিত হয়, এই পত্রিকা পাঠটি কিছু ভাষাগত ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসগত পরিবর্তনের পর ১৯২৫ সালে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত। ‘Broken Ties and other stories’ গ্রন্থের অনুষঙ্গ হয়ে ‘Broken Ties’ নামে মুদ্রিত হয়।



৪০৮) ‘অচলায়তন’ নাটকের দৃশ্যসংখ্যা ৬টি। ‘অচলায়তনে’ নাটকটির উৎসর্গপত্র রচনা করেন শিলাইদহে বসে ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ সালে। উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ : আন্তরিক শ্রদ্ধার নির্দশন -স্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম। পত্রিকায় প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি রচিত হয় কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি বর্জিত হয়। নাটকের গানের সংখ্যা -- ২৩টি।

৪০৯) ‘মুক্তধারা’ নাটকটি ‘ব্রাহ্মমিশন প্রেস’ থেকে প্রবাসী কার্যালয়ের পক্ষে ১৪-ই আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (২৮-শে জুন ১৯২২) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নাটকটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। ‘মুক্তধারা’ নাটকটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নাম দিয়েছিলেন ‘পথ’। “এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া।” [‘মুক্তধারার ভূমিকা / রবীন্দ্রনাথ] সমগ্র ‘মুক্তধারা’ নাটকটি পথে সংঘটিত হয়েছে। এই নাটকের কোন অঙ্ক এক দৃশ্য বিভাজন নেই।

৪১০) ১২৯৮ তে রচিত ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধটি ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ‘মেঘদূত’ শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা রচনা করেন। প্রথমটি ‘মানসী’ দ্বিতীয়টি ‘চৈতালি’ কাব্যে সংকলিত আছে।

৪১১) পত্রিকায় প্রকাশের সময় ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ ---- ১ প্রবন্ধটির নাম ছিল ‘মেয়েলি ছড়া’। ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধে মোট ২৬টি স্বতন্ত্র ছড়া আছে। ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধটি লোকসাহিত্যের (১৯০৭) অন্তর্ভুক্ত। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর - টুপুর, নদী এল বান’ ----- এই ছড়াটি বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে মোহমস্তের মত ছিল।

৪১২) ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পাঠের জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি লেখেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয় গদ্য গ্রন্থাবলীর শীর্ষক গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থরূপে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে আশ্বিন। প্রকাশক ----- সুহাসচন্দ্র মজুমদার। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ ‘প্রবন্ধটি’ আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ।

৪১৩) রবীন্দ্রনাথের ‘বাস্তব’ প্রবন্ধটি ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একদা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা নেই, তা জনসাধারণের উপযোগী নয় এবং তাঁর সাহিত্যের দ্বারা লোকশিক্ষা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সমালোচকদের বাস্তবতাহীন সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষের জবাবে ‘বাস্তব’ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

৪১৪) ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটির রচনাকাল - প্লানসিউজ জাহাজ, ২৩ আগস্ট - ১৯২৭।

আধুনিক কাব্য প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পরে ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘মনুষ্য’ প্রবন্ধটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ‘সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘ডায়ারি শিরোনামে পরে ‘মনুষ্য’ নামে পঞ্চভূত (১৮৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪১৫) রবীন্দ্রনাথের ‘নরনারী’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়

চৈত্র ১২৯৯ সালে। পরবর্তীকালে চৈত্র ১৩৮২ সালে কিছু সংযোজন

করেছিলেন। প্রবন্ধটি ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘শ্রীনিবেশন’

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের তুলনা করেছেন।

৪১৬) জাপান যাত্রী, প্রবন্ধটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা - ১৫। জাপানযাত্রী প্রবন্ধটি উৎসর্গ করা হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। জাপানযাত্রী গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় শ্রাবণ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৯ সালে। রুশ জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর রবীন্দ্রনাথ জাপানের চরিএ বল ও বীর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জাপানী ছন্দে ৩টি কবিতা লেখেন। এই কবিতা তিনটি আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দে ভান্ডার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতা তিনটি যথাক্রমে সেদোকা ছন্দ, চোকা ছন্দ, ও ইমায়ো ছন্দে লেখা।

৪১৭) রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রার আগে, যাত্রার পরিকল্পনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরী ও মীরা দেবীকে চিঠি লেখেন। ১৯৬১ সালে জাপান যাত্রী প্রবন্ধের ইংরেজি তর্জমা করেন শকুন্তলা রাওশাস্ত্রী। এই তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক ইন্সটি

ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট থেকে - A Visit to Japan, Mrs Shakuntala Rao Sastri, Ed Walter Donald King.

৪১৮) জীবনস্মৃতির রচনা সংখ্যা - ৪৫ যথাক্রমে সূচনা শিক্ষারস্ত, ঘর ও বাহির , ভূতরাজকতন্ত্র, নর্মাল স্কুল, কবিতারচনারস্ত নানা বিদ্যার আয়োজন, বাহিরে যাত্রা, কাব্যরচনাচর্চা, শ্রীকণ্ঠবাবু বাংলা শিক্ষার অবসান, পিতৃদেব, হিমালয় যাত্রা, প্রত্যাবর্তন ঘরের পড়া, বাড়ির আবহাওয়া, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, রচনাপ্রকাশ, ভানুসিংহের কবিতা, স্বদেশিকতা, ভারতী, আমেদাবাদ, বিলাতি সংগীত, বাল্মিকী প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গঙ্গাতীর, প্রিয়বাবু প্রভাত সংগীত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেরোয়ার, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ছবি ও গান, বালক, বঙ্কিমচন্দ্র, জাহাজের খোল, মৃত্যুশোক, বর্ষা ও শরৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, কড়ি ও কোমল।

৪১৯) ‘জীবনস্মৃতি’র প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা পদ্মফুল পাপড়ি খসার ছবি। এই ছবিটি ‘ছিন্নপত্র’র প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। প্রচ্ছদসহ ‘জীবনস্মৃতি’র মোট ছবির সংখ্যা ২৫। জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬ সালে ‘The ModernRelience’ পত্রিকায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ‘My Reminiscences’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

৪২০) ‘জীবনস্মৃতি’ প্রবাসী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ সাল থেকে শ্রাবন ১৩১৯ সালের শ্রাবন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গগেনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চক্ৰশিখা চিত্রে শোভিত হয়ে ‘জীবনস্মৃতি’র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪২১) দিগদরা - দশ অক্ষর বা দশমাত্রার চরণ

লঘু ত্রিপদী - ৬+৬+৮ অক্ষরে চরণে।

দীর্ঘ ত্রিপদী - ৮+৮+১০ অক্ষরে চরণ

পয়ার - ৮+৬ অক্ষরে চরণ

মহাপয়ার - ১০+৮ অক্ষরে চরণ

৪২২) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ :

এক শ্রেণীর ছন্দে পর্বে গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দ পর্বগঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই প্রচলিত রীতি। মাত্রা বিন্যাসের এই রীতিকে বলা হয় দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত রীতি। এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্বেই একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তাই একে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বলে।

৪২৩) মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি :

যে রীতিতে কলামাত্রা নিয়ে ছন্দ পর্ব গঠিত হয়, যেখানে প্রত্যেক মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষরকে) একমাত্রা ধরা হয়, রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষরকে) শব্দের শেষে থাকলে কিংবা স্থান বিশেষে দুই মাত্রার ধরা হয় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি বলা হয়।

৪২৪)

কবিকৃত ছন্দনাম	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪. মোহিতলাল মজুমদার ৫. কালিদাস রায় ৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৭. দিলীপকুমার রায়	বাংলা প্রাকৃত মাত্রিক চিত্রা পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত দলমাত্রিক বা পাদক মাত্রিক স্বরান্তিক স্বরবৃত্ত	সাধু নূতন মিত্রাক্ষর হাদ্যা পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত স্বরমাত্রিক মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত	সাধু পুরাতন মিত্রাক্ষর, পুরাতন আদ্যা পদভূমক বর্ণবৃত্ত অক্ষর মাত্রিক আক্ষরিক অক্ষরবৃত্ত

৪২৫)

ছান্দসিক - কৃতছন্দ্যনাম	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯২২-১৯৮৯) ২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩. রাখালরাজ রায় ৪. তারাপদ ভট্টাচার্য ৫. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ৬. আবদুল কাদির ৭. নীলরতন সেন	স্বরবৃত্ত দলবৃত্ত  শ্বাসাতপ্রধান স্বরমাত্রিক দলবৃত্ত দেশজ স্বরবৃত্ত নীলরতন সেন	মাত্রাবৃত্ত সরল কলাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত শুদ্ধ প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত কলাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত তানপ্রধান অক্ষরমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গপ্রাকৃত অক্ষরবৃত্ত মিশ্রবৃত্ত

**৪২৬) দল :-** স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিকে দল (syllable) বলে। ইংরেজি ‘সিলেবল’ এর বাংলা পরিভাষা ‘দল’ শব্দটিকে মান্যতা দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সিলেবল অর্থে ‘অক্ষর’ শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন।

**৪২৭) কলা :-** একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সমপরিমাণ ধ্বনিকে ছন্দপরিভাষায় কলা (লক্ষন) বলে। অর্থাৎ কলা হল হ্রস্বরূপে উচ্চারিত অপসারিত মুক্ত বা রুদ্ধদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম। মুক্ত বা রুদ্ধ হ্রস্ব দল এককলা হিসেবে গণ্য। আবার মুক্ত বা রুদ্ধ দল দীর্ঘ হলে তা দুইকলা হিসেবে গণ্য।

**৪২৮) যার সাহায্যে কোন কিছুই আয়তন মাপা যায় সেই পরিমাপক উপকরণের পারিভাষিক নাম মাত্রা।**

**৪২৯) পর্ব-হ্রস্ব- যতিরদ্বারা নির্দিষ্ট খন্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব বলে। পর্ব তিন প্রকার - ১. পূর্ণপর্ব, ২. অপূর্ণপর্ব ৩. অতিপর্ব। দুই বা ততোধিক পর্বাদ্বে গঠিত চরণের আদি থেকে প্রথম হ্রস্বযতি পর্যন্ত খন্ডিত ধ্বনিপ্রবাহ যা বারং বার পুনরাবৃত্ত হয় তাকে পূর্ণপর্ব বলে।**

**৪৩০) অনেক সময় কবিতার মূল যে ছত্র, তার শুরুতে একটি খন্ডিত পর্ব বসানো হয়। তাই বলা যেতে পারে “ছন্দের দিক থেকে অতিরিক্ত, ছত্রপাটে আলংকারিক ধ্বন্যভিঘাত সৃষ্টির জন্য ছত্রের প্রারম্ভে স্থাপিত যে খন্ডপর্ব,” তাই অতিপর্ব।**

**৪৩১) পর্বের এক একটি সংগঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় -এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম কয়েকটি অঙ্গ উপাদান রূপে বর্তমান। এই গুলিকে বলা হয় পর্বাদ্বে। প্রত্যেক পর্বে, হয় দুটি না হয় তিনটি করে পর্বাদ্বে থাকবে। না হলে পর্বের কোন ছন্দ লক্ষন থাকে না। মাত্র একটি পর্বাদ্বে দিয়ে কোন পূর্ণ অববয় পর্ব রচনা করা যায় না। পর্বাদ্বে সাধারণত : এক একটা ছোট গোট মূলশব্দ। পর্বাদ্বে মাত্রাসংখ্যা হয় ২, ৩, বা ৪ কখনও ১**

**৪৩২) গদ্যের অনিয়মিত বিরাম, যা বাক্যে পদ বা পদগুচ্ছের অন্তর্গত (Syntactic) ভূমিকার উপর নির্ভর করে তাকে বলে ছেদ। কবিতার ছন্দশাসিত যে যান্ত্রিক বিরাম, যা সাধারণভাবে কবিতার ছত্রকে সমান সমান খন্ডে বিভক্ত করে তার নাম যতি।**

**৪৩৩) এক একাধিক পদের সমন্বয়ে পংক্তি বা ছত্র গড়ে ওঠে। পংক্তি বা ছত্র হল চরণকে লিখে সাজানোর কৌশল। পদের আরম্ভ বা পূর্ণযতির পর থেকে পরবর্তী পূর্ণযতি পর্যন্ত পদ্যাংশকে চরণ বলে। পদের সংখ্যা অনুযায়ী চরণকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী।**

৪৩৪) প্রবাহিত ধ্বনিস্রোতের উচ্চারণ গতিকে লয় বলে। লয় তিন প্রকার - ধীর, দ্রুত ও মধ্যম বা বিলম্বিত। দুই বা তার বেশী একদল শব্দ বা শব্দাংশের (মুক্ত/স্বরান্ত বা রুদ্ধ/হলন্ত) প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ গত অসাম্য এবং তার পরবর্তী স্বরবর্ণের উচ্চারণগত সাম্যকে চলতি কথায় বলা হয় ‘মিল’।

৪৩৫) অক্ষর যুক্তাক্ষর, স্বর, মাত্রা ধ্বনি, বোঁক, লয়, সম মাত্রক ছন্দ, তিনমাত্রামূলক, দুইমাত্রামূলক ছন্দ, ছত্রস্থ-দীর্ঘস্বর, হসন্ত শব্দ হলন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রকরণগত ব্যাখ্যা ও উপযোগী পরিভাষা নির্ধারণ রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তবে পরিভাষার ক্ষেত্রে কখনো তিনি এক অর্থে একাধিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার কখনো এক শব্দের একাধিক অর্থ করেছেন। যেমন ‘পদ’ শব্দের অর্থ কোথাও পংক্তি, কোথাও অর্থযতি ভাগ।

৪৩৬) সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের তিনরীতির নামকরণ করেন - আদ্যা, হ্রদ্যা ও চিত্রা এই নামগুলি উপমা - রূপকধর্মের আভাস বহন করে। আদ্যা অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত, হ্রদ্যা অর্থাৎ দলবৃত্তরীতি। ছন্দের পরিভাষাগুলোর মধ্যেও একধরনের কাব্যকতা এনেছেন। যেমন - সিলব্দের অর্থে ‘শব্দপাণ্ডি’, অর্থস্বর বোঝাতে ‘ভাংটা স্বর’ ‘রিদম’ অর্থে ছন্দস্পন্দন; ভাসলিবর বোঝাতে ‘স্বেচ্ছাছন্দ’ ইত্যাদি।

৪৩৭) ভাষারূপ গত আশ্রয়কে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে মোহিতলাল বাংলা তিন ছন্দরীতির নামকরণ করেন -  
সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পদভূমক বর্ণবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত)  
সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত (সরলবৃত্ত)  
কথ্যভাষা নির্ভর পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত (দলবৃত্ত)

৪৩৮) প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের সংজ্ঞায় বলেছেন : “সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাকবিন্যাসের (ধ্বনিবিন্যাস) নামে ছন্দ”। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে ছন্দের যোগের এই দিকটি তিনি প্রথম যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিখন্ডকে তিনি বললেন ‘দল’-যা ছন্দপর্বগঠনের মূল অবলম্বন। ‘দল’কে তিনি গঠনগত দিক থেকে মুক্ত ও রুদ্ধ এই দ্বিবিধ ভাবে ভাগ করেছেন। আর উচ্চারণগত দিক থেকে ‘দল’কে হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। দলের ওজন তথা পরিমাপের একককে তিনি ‘মাত্রা’ বলে চিহ্নিত করলেন।

৪৩৯) ছন্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ছন্দসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা সংকলিত হয়েছে তাঁর ‘বাংলা ছন্দের মূলসূত্র’ গ্রন্থে। বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান রীতির নাম তিনি যথাক্রমে দিয়েছিলেন -

- ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বা দ্রুতলয়ের ছন্দ (দলবৃত্ত)
- খ) ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা বিলম্বিতলয়ের ছন্দ (সরলবৃত্ত)
- গ) তানপ্রধান ছন্দ বা ধীরলয়ের ছন্দ (মিশ্রবৃত্ত)

৪৪০) একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ, যুক্তভাবে হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক, একাধিক বার ধ্বনিত হলে হয় অনুপ্রাস। একই ধ্বনিগুচ্ছ যদি দুটি বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়, তবে ছেকানুপ্রাস হয়। তাৎপর্য মাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে। বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুতানুপ্রাস বলে।

৪৪১) দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়।

৪৪২) কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সে অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। বক্রোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকারের হয় :- ১. শ্লেষ বক্রোক্তি ২) কাকু বক্রোক্তি

৪৪৩) একটি শব্দ একবার মাত্র - ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। যদি শব্দকে না ভেঙ্গে একটি অর্থ এবং ভেঙ্গে ভিন্নতর অর্থ পাওয়া যায় , তবে তাহাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে। শব্দকে না ভেঙে অর্থাৎ পূর্ণরূপ রেখেই একাধিক অর্থে যদি তার প্রয়োগ করা হয় তবেই হয় অভঙ্গ শ্লেষ ।

৪৪৪) কোনো বাক্যে একই অর্থ একের বেশী শব্দ বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে বলে যদি মনে হয়, কিন্তু একটু মন দিলেই যদি দেখা যায় যে তারা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহলে যে অলঙ্কার হয় তার নাম পুনরুক্তিবদাভাস। অর্থাৎ একই অর্থ বোঝায় এমন বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে প্রথমেই যদি মনে হয় যে পুনরুক্তি ঘটেছে এবং পরে অর্থ পরিষ্কার হলে পুনরুক্তি দোষ বলে মনে হয় না ।

৪৪৫) কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি একই ধর্মের কোন বস্তুকে মনে পড়ে যায় তখন তাকে স্মরণোপমা অলঙ্কার বলে। উপমেয় যেখানে মাত্র একটি এবং তার উপমান অনেক, সেইখানে হয় মালোপমা। উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে [উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ] যে কোনো একটির বা দুইটির উল্লেখ না থাকিলে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়।

৪৪৬) যে রূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়'র সঙ্গে একটিমাত্র উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় তাকে কেবল-নিরঙ্গ-রূপক অলঙ্কার বলে। যে নিরঙ্গরূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়কে কেন্দ্র করে একাধিক উপমানের অভেদ কল্পিত হয়, তাকে বলে মালা-নিরঙ্গরূপক অলঙ্কার বলে। যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়'র সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা সেখানে সঙ্গরূপক হয়। যে সঙ্গ রূপক অলঙ্কারে উপমানগুলির কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়ে, অর্থে বা ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়, তবেই হয় একদেশবর্তী সঙ্গরূপক অলঙ্কার বলে।

৪৪৭) উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ হল সংশয়। নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে এবং সংশয়বাচক শব্দটির উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয়সূচক শব্দটির উল্লেখ না থাকেও সংশয়ের ভাবটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে।

৪৪৮) কবি যখন চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য উপমেয় ও উপমান দুটি ক্ষেত্রেই সমান সংশয় সৃষ্টি করেন তখনই সন্দেহ অলঙ্কার হয়।

৪৪৯) অপহুতি অলঙ্কারে উপমেয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে অপকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রকাশ করা হয় বলেই এই অলঙ্কারের নাম অপহুতি অলঙ্কার। অর্থাৎ উপমেয়কে অস্বীকার করে যখন উপমান প্রতিষ্ঠা পায় তখন তাকে অপহুতি অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার 'না' 'নয়' 'ছলে' 'নহে' ইত্যাদি অস্বীকার বোধক অব্যয় শব্দের ব্যবহার হয়।

৪৫০) যে অলঙ্কারে উপমানকে নিষিদ্ধ বা গোপন করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন নিশ্চয় অলঙ্কার হয়। অপহুতির ঠিক বিপরীত বিষয় হল নিশ্চয়। নিশ্চয় অলঙ্কারে হয় সাধারনত: নাই, নহে, নয়, না ইত্যাদি না বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৪৫১) সাদৃশ্যবশত: এক বস্তুকে অপরবস্তু বলে যদি ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হয়ে কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে তাহলে হয় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

৪৫২) উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেললে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয় এখানে উপমান সর্বসর্বা রূপে অতিনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে উপমেয় সাধারনত: উল্লেখ হয় না।

৪৫৩) উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট করে দেখালে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণ উল্লেখ থাকতে পারে আবার নাও পারে। ব্যতিরেক কথার অর্থ পৃথক করণ বা ভেদ।

৪৫৪) প্রস্তুতে বা উপমেয়ে অপ্রস্তুতের বা উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ এককথায় নিজীব বা অচেতন উপমেয়-র উপর সজীব বা চেতন উপমানের কাজ বা গুণ আরোপ করা হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে।

৪৫৫) দুটি বস্তুর মধ্যে যদি আপাত বিরোধ দেখা যায়, এবং ঐ বিরোধ যদি চমৎকারিত্ব বা কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টি করে, তাহলে বিরোধভাস অলঙ্কার হয়।



৪৫৬) বিনা কারণে কার্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা। অর্থাৎ কারণ ছাড়া বা কারণের অভাবহেতু কার্যের উৎপত্তি ঘটলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। এখানে কারণ বলতে ‘প্রসিদ্ধকারণ’ কে বুঝতে হবে। এতে প্রসিদ্ধকারণ থেকে কার্য হচ্ছে না এইটুকু দেখিয়ে অন্য একটি কল্পিত কারণের সাহায্যে কার্যসিদ্ধি করা হয়। ফলে বিরোধের অবসান হয়ে যায়। অর্থাৎ বিভাবনা অলঙ্কারের প্রসিদ্ধ কারণের দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয় না। হয় কল্পিত কারণের দ্বারা।

৪৫৭) কারন এবং কার্যের যদি বৈষম্য বা বিরূপতা ঘটে, কিংবা কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে যদি অবাঞ্ছিত ফল আসে বা একাধারে যদি অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহলে বিষম অলঙ্কার হয়। সুতরাং বিসদৃশ বস্তুর বর্ণনা অর্থাৎ কারন ও কার্যের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলে বা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হলে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলে।

৪৫৮) যখন আসল অর্থ লুকিয়ে থাকে আর একটি বাচ্যার্থে অবয়বে ; তখন তাকে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার বলে। অর্থাৎ এই অলঙ্কারে কোন একটি বিষয় বর্ণিত হয়। কিন্তু তা থেকে ভিন্নতর বিষয় ব্যঞ্জিত হয়। আসলে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের প্রতীতি সৃষ্টি হলে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার হয়।

৪৫৯) বিশদ ভাবে বর্ণিত অপভ্রুত থেকে যদি ব্যঞ্জনায় প্রভুতের প্রতীতি হয় তাহলে হয় অপভ্রুত -প্রশংসা অলঙ্কার।

৪৬০) নিন্দার ছলে ভূতি অর্থাৎ প্রশংসা এবং প্রশংসার ছলে নিন্দার অভিব্যক্তিকে বোঝালে ব্যাজভূতি অলঙ্কার বলে।

৪৬১) বস্তুভাবের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রকৃতির যথাযথ অথচ সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্ণনার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

৪৬২) রীতিবাদের প্রবক্তা হলেন বামনাচার্য। তিনি প্রথম জীবনে কাব্য তত্ত্বের প্রসঙ্গে অলঙ্কারকে গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে রীতির প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন “রীতিরাত্মা কাব্যস্য” - রীতিই হল কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদ রচনাই রীতি।

৪৬৩) বামনের রীতিবাদ গুণ ও অলঙ্কারের উপর নির্ভরশীল। এই রীতিকে তিনি তিনটি আঞ্চলিক স্থানের নাম অনুসারে বিভক্ত করেন - পাঞ্চালীরীতি, গৌড়ীরীতি, বৈদভীরীতি।

৪৬৪) রসবাদের প্রবক্তা হলেন বিশ্ণুনাথ কবিরাজ। তিনি বলেছেন, ‘রসাত্মক বাক্য কাব্যম্’ - রসপূর্ণ বাক্যই হল কাব্য।

৪৬৫) ধূনিবাদের প্রবক্তা হলেন আনন্দবর্ধন। অভিনব গুণ্ড ও এই মতকে সমর্থন করেছেন। আনন্দবর্ধন বলেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে অলঙ্কার, রীতি বা বাচ্যার্থের উপর নয়, ব্যঙ্গের উপর। তিনি বলেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

৪৬৬) হয়। শব্দ ও অর্থের অলঙ্কার চাতুর্য প্রদর্শন কিংবা নীতিপ্রচার বা শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে রচিত কাব্যে রসের অভিপ্রেত না থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে রসের দুর্বল প্রতীতি জন্মে, এই রকম কাব্যকে চিত্রকাব্য বলে।

৪৬৭) চিত্রকাব্যের দুটি ভেদ - শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র। আনন্দবর্ধনের মতে, ব্যঙ্গ অর্থ প্রাধান্য লাভ করলে ধূনি আর ব্যঙ্গ অপ্রাধান্য হলে সেই কাব্য হল গুণীভূত ব্যঙ্গ। আর যা ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের শক্তিশীল, যা কেবল বাচ্যের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে রচিত হয় তাই হল চিত্রকাব্য।

৪৬৮) ঔচিত্যবাদের স্রষ্টা হলেন কাশ্মীরীয় আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র। কুস্তকের মতে, কালের চমৎকারিতাও ঔচিত্য নির্ভর। তবে কুস্তক ঔচিত্যবাদের চরম পৃষ্ঠপোষক নন। অপরদিকে মহিমভট্ট শব্দোচিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ঔচিত্যকে ব্যবহার করেছেন।

৪৬৯) মহিমভট্ট শব্দোচিত্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করলেন ---

- ১) বিধেয়বিমর্শ
- ২) প্রক্রমভেদ
- ৩) ক্রমভেদ
- ৪) পৌনরুক্ত্য
- ৫) বাচ্যবাচনম্

৪৭০) দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরী আলংকারিক কুন্তকই বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত। কুন্তকই সর্বপ্রথম বক্রোক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তিনিই এই মতের প্রবক্তা। বক্রোক্তিই কাব্যকে জীবিত রাখে তিনি বলেন মুখের উক্তি সাদামাটা, তা সহজসরল, স্কুল, মুখের উক্তির মধ্যে কোন চারুতা বা কোন শোভনতা থাকেনা। কিন্তু কাব্যের উক্তি বা কথাকে মোহনীয় হতে হয়। এজন্য প্রয়োজন বক্রোক্তথা বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ। এই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপই হল বক্রোক্তি, যা কাব্যকে মোহনীয় ও সৌন্দর্যময় করে তোলে। বক্রোক্তি কোনো সাধারণ অলংকার নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব

“বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভনিতি রুচ্যতে”।

৪৭১)

আলংকারিক	সময়কাল	রচিতগ্রন্থ
ভরত	খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক	‘নাট্যশাস্ত্র’
দণ্ডী	ষষ্ঠশতক	‘কাব্যদর্শ’
ভামহ	সপ্তম শতক	‘কাব্যলঙ্কার’
বামন	নবম শতক	‘কাব্যলঙ্কার সূত্রবৃতি’
উদ্ভট	অষ্টম - নবম শতক	‘কাব্যলঙ্কার সংগ্রহ’
রুদ্রট	নবম - দশম শতক	‘কাব্যলঙ্কার’ ‘কাব্যতত্ত্বমীমাংসা’
আনন্দবর্ধন	নবম শতক	‘ধুন্যালোক’
অভিনব গুপ্ত	দশম শতক	‘অভিনবভারতী’
রাজশেখর	দশম শতক	‘কাব্যমীমাংসা’
ধনঞ্জয়	দশম শতক	‘দশরূপক’
কুন্তক	দশম থেকে দ্বাদশ শতক	‘বক্রোক্তিজীবিত’
ভট্টতৌত	জানা যায়নি	‘কাব্যকৌতুক’
মহিমভট্ট	একাদশ শতক	‘ব্যক্তিবিবেক’
ক্ষেমেন্দ্র	একাদশ শতক	‘ঐতিহ্যবিচারচর্চা’
মন্মটভট্ট	একাদশ থেকে দ্বাদশ শতক	‘কাব্যপ্রকাশ’
বিশ্বনাথ	চতুর্দশ শতক	‘সাহিত্যদর্পন’
ভোজরাজ	একাদশ দ্বাদশ	‘সরস্বতীকণ্ঠাভরণ’
রুদ্রক	দ্বাদশ শতক	‘অলঙ্কারসর্বস্ব’ ‘উদ্ভটবিচার’
হেমচন্দ্র	দ্বাদশ শতক	‘কাব্যানুশাসন’
রূপ গোস্বামী	পঞ্চদশ ষোড়শ শতক	উজ্জ্বলনীলমণি
কবি কর্ণপুর	ষোড়শ শতক	‘অলংকার কৌমুভ’
অপ্লয়দীক্ষিত	ষোড়শ শতক	‘কুবলয়ানন্দ ও চিত্রমীমাংসা’
জগন্নাথ	সপ্তদশ শতক	‘রসগঙ্গাধর’

৪৭২) অনুমিতিবাদ - ভট্টশঙ্কর

ভুক্তিবাদ - ভট্টনাথক

অলংকার চন্দ্রিকা - শ্যামাপদ চক্রবর্তী

‘কাব্যলোক’ - সুধীর কুমার দাশগুপ্ত

৪৭৩) কাব্যতত্ত্ব বিচার - দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য তত্ত্বের কথা - দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তী কুমার সান্যাল

কাব্যজিজ্ঞাসা পরিক্রমা - করুণাসিন্ধু দাস

ধন্যলোক ও লোচন - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৪৭৪) যে নায়ক স্বভাবে শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু, বিবেচক, ধার্মিক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত তাকে ধীরশান্ত নায়ক বলে।

উদাহরণ - যুধিষ্ঠির।

৪৭৫) যে নায়ক অপরের মঙ্গলে বিদ্বেষ পোষণকারী, অহংকারী, রোষস্বভাবযুক্ত, চঞ্চল, আত্মশ্লাঘাকারী অথচ ধীর তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

উদাহরণ - ভীমসেন।

৪৭৬) যে ব্যক্তি শাস্ত্রমতে, বেদোক্ত বিধানুযায়ী কন্যার পানিগ্রহণ করেন তাঁকে সেই কন্যার পতি বলা হয়। তিনি লৌকিক সমাজবিধানে সেই কন্যার কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত। পতি ও উপপতি বৃত্তিভেদে নায়ক আর চার প্রকার - অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট

৪৭৭) চরিত্রগত গুণানুযায়ী নায়ক চার প্রকার -

ক) ধীরোদাত্তানুকূল

খ) ধীরশান্তানুকূল

গ) ধীরললিতানুকূল

ঘ) ধীরোদ্ধতানুকূল

৪৭৮) যে ব্যক্তি সন্ধানী ও সুচতুর, যার কার্যকলাপ প্রায় সকলের অজ্ঞাত, যিনি সদা রহস্যাবৃত, গূঢ়রূপে কার্যসাধনে দক্ষ, আলাপে ও বাকপটুতায় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয়দাতা, তাকে চেষ্ট সখা বা চেষ্টক বলা হয়।

উদাহরণ - গোকুলে ভঙ্গুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের চেষ্ট সখা বা চেষ্টক ছিলেন।

৪৭৯) যে ব্যক্তি ভোজনে অতিলোলুপ, কলহপ্রিয় এবং দৈহিক, অঙ্গভঙ্গিমা, বেশ ও বাক্যের বিকৃতি ঘটিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন, তাকে বিদূষক বলে।

উদাহরণ - মধুমঙ্গল ‘বিদম্বমাধব’ নাটকের বিদূষক।

৪৮০) হরিপ্রিয়া তথা কৃষ্ণের সুযোগ্য নায়িকাদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

যথা - স্বকীয়া, পরকীয়া ।

যে নারী শাস্ত্রমতে পানিগ্রহণের বিধি অনুসারে পত্নীরূপে প্রাপ্ত, পতির আজ্ঞানুবর্তিনী, পতিরতা ও পতিপ্রেমে অবিচলিতা, তাঁকে স্বকীয়া নায়িকা বলে।

উদাহরণ - রুক্মিণী।

৪৮১) যে সব নায়িকা ধর্মমতে বা সামাজিক অধিকারে পত্নীরূপে স্বীকৃতি না হয়েও ইহকাল পরকালের ভয় না রেখে গভীর অনুরাগে দায়িত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সেই নায়িকাকে পরকীয়া নায়িকা বলে।

পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকার- কন্যাকা, পরোঢ়া

পরোঢ়া নায়িকা তিনপ্রকার - সাধনপরা, দেবী, নিত্যপ্রিয়া সাধনপরা

৪৮২) প্রধানত নায়িকা তিন প্রকার

ক) স্বকীয়া

খ) পরকীয়া

গ) সাধারণী বা সামান্য

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা তিন প্রকার- মুগ্ধা, মধ্যা, প্রণলভা

৪৮৩) **অভিসারিকা:** যে নায়িকা কান্ত অর্থাৎ নায়ককে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁকে অভিসারিকা বলা হয়। অভিসারিকা দুপ্রকারের - জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তমসাভিসারিকা

৪৮৪) নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হয়, তাকেই ‘বিপ্রলম্ব’ বলা হয়।

বিপ্রলম্ব চার প্রকার - পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র, প্রবাস

৪৮৫) মধুর রতির ৭টি ভাগ - প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব ও মহাভাব।

‘প্রেম’ হল প্রীতির মূল। প্রেমে হৃদয় দ্রবীভূত হলে দ্বিতীয় পর্যায় ‘স্নেহ’ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের প্রেমে ঔদাসীন্যজনিত আক্ষেপের ফলে ‘মান’ উৎপন্ন হয়। বিশৃঙ্খলতার দ্বারা প্রেম ‘প্রণয়ে’ পরিনত হয়। প্রেমের বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হলে বলে ‘রাগ’। প্রেম নব নব হৃদয়ে আলোড়িত হলে ‘অনুরাগ’। গভীর অনুরাগের ফলে হৃদয়ে যা উপলব্ধ হয়, তা হল ‘ভাব’ বা ‘মহাভাব’।

৪৮৬) বিশ্ণুনাথ চক্রবর্তী ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ কিরন নামে ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন।

‘Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal’ গ্রন্থের রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেন। ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত।

৪৮৭) মিলনের পর নায়ক - নায়িকার মধ্যে দেশান্তর জনিত ব্যবধান ঘটলে মনে যে শৃঙ্গার যোগ্য ব্যভিচার ভাবের উদয় হয়, তখন তাকে প্রবাস বলা হয়।

প্রবাস দুই প্রকার - ক) বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস

খ) অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস।

৪৮৮) অতি কোমল কামতত্ত্ব চিন্তাদিতে চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে না বলে এই রতিকে সাধারণ রতি বলে। সাধারণ রতির ৬টি দশা- -অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুনকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ।

৪৮৯) মিলনের পূর্বে শ্রবণজনিত পূর্বরাগ ৫ প্রকার ও দর্শনজাত পূর্বরাগ ৩ প্রকার।

শ্রবণজনিত পূর্বরাগ - দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, সঙ্গীতে শ্রবণ, বংশীধ্বনিতে শ্রবণ, ভাটমুখে শ্রবণ

দর্শনজনিত পূর্বরাগ - সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন

৪৯০) নায়কের যেমন প্রণয় বিষয়ে সহায় থাকে তেমনি নায়িকাদের দূতী থাকে। পূর্বরাগাদি অবস্থায় নায়কের সঙ্গে (অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে) নায়িকাদের মিলন বিষয়ে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপনে যে সহায়তা করে তাকে দূতী বলে।

দূতী দু প্রকারের - স্বয়ংদূতী, আপদূতী।

৪৯১) দয়িত যার অধীন হয়ে সর্বদাই আয়ত্তে থাকে, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী অনুযায়ী স্বাধীনভর্তৃকা আট প্রকার। যথা - কোপনা, মালিনী, মধ্যা, মুগ্ধা, উত্তমা, উল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষেকা।

৪৯২) প্রতীক্ষারত নায়িকার কাছে না এসে নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে সম্ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে পরদিন প্রভাতে এসে উপস্থিত হলে সেই প্রতীক্ষারত নায়িকাকে খণ্ডিতা বলা হয়।

নির্দিষ্ট সংকেত করা সত্ত্বেও নায়ক সংকেত স্থানে না এলে মর্মান্ত ও বেদনার্ত নায়িকাকে বিপ্রলব্ধ বলা হয়।

সখীদের উপস্থিতিতে পাদপতিত নায়ককে রোষ ভরে প্রত্যাখ্যান করে যে নায়িকা কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করে; তাকে কলহান্তরিতা বলা হয়।

৪৯৩) অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ ২৬ টি অধ্যায় এ বিভক্ত -

১। অনুকরণের মাধ্যম

২। অনুকরণের বিষয়

৩। অনুকরণের পদ্ধতি

৪। কাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৫। কমেডির উদ্ভব (মহাকাব্য ও ট্রাজেডি)

৬। ষড়ঙ্গশিল্প ট্রাজেডি (ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব)

৭। কাহিনীর গঠন

৮। কাহিনীর ঐক্য

৯। ইতিহাস ও কাব্য (বিভিন্ন শ্রেণির কাহিনী)

১০। সরল ও জটিল কাহিনী

১১। রচনা রীতি

১২। মহাকাব্য

১৩। মহাকাব্যের শ্রেণি (মহাকাব্য ও ট্রাজেডির দৈর্ঘ্য, মহাকাব্যের ছন্দ, কবিরভূমিকা, চমৎকার, উপন্যাস, মন্তব্য)

১৪। কাব্যের সমালোচনা

১৫। মহাকাব্য ও ট্রাজেডি।

৪৯৪) ট্রাজেডির ৬ টি উপাদান বা ষড়ঙ্গের মধ্যে তিনটি অন্তরঙ্গ এবং তিনটি বহিরঙ্গ উপাদান।

অন্তরঙ্গ উপাদান তিনটি হল - প্লট বা কাহিনী, চরিত্র, অভিপ্রায় বা ভাবনা

বহিরঙ্গ উপাদান তিনটি হল - রচনারীতি, সংগীত, দৃশ্যসজ্জা

৪৯৫) ফ্রোটে ‘মাইমিসিস’ শব্দের অর্থ ‘ইটাইমেশন’ গ্রহণ করেছেন।

সিসিলিতে কমেডির প্রথম আবির্ভাব।

ট্রাজেডির উদ্ভব গ্রীস দেশে।

দশম শতক থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে ট্রাজেডি লেখা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্যে লেখা ট্রাজেডি পাওয়া যায়।

বাংলায় প্রথম ট্রাজেডি জি.সি.গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’

গ্রীস দেশে প্রথম ট্রাজেডি লেখেন হোসপিস।

৪৯৬) অ্যারিস্টটলের ‘কাব্যতত্ত্বের’ প্রাচীন পান্ডুলিপি আরবী ভাষায় রচিত।

অ্যারিস্টটলের ‘কাব্যতত্ত্ব’ ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে মূল গ্রীক ভাষায় প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রীক ভাষায় ‘কাব্যতত্ত্ব’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কাব্যউদ্ভবের মূলে অ্যারিস্টটল দুটি কারণের কথা বলেছেন -

ক) মানুষ অনুকরণপ্রিয় জীব

খ) মানুষ অনুকরণাত্মক কাজে আনন্দ পায়।



৪৯৭) ‘কাব্য হল অনুকরণের অনুকরণ’ - প্লেটো।

‘সত্য হল কতগুলি ভাব বা আইডিয়া, বাস্তব জগৎতার অনুকরণ বা প্রতিফলন’ → প্লেটো।

‘কাব্যের অনুকরণকে দর্পণের প্রতিবিম্বিত চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন’ → প্লেটো।

‘শিল্প বাস্তব জগতের অনুকরণ’ - অ্যারিস্টটল।

‘Art is imitation’ - অ্যারিস্টটল।

‘Art is imitates nature’ - অ্যারিস্টটল।

‘Literature is criticism in life’ - ম্যাথুআর্নল্ডে।

“Here evidently, is the Encyclopaedia Britannica of Greece” - উইল ডুরান্ট।

৪৯৮) অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির কালসীমা - সূর্যের একটি আবর্তন।

পেরিপেটিয়া (Peripetia) শব্দটির অর্থ - পরিণাম।

অনুকরণের (ইমিটেশন) ধারা বা উপাদান হল ৩টি।

৪৯৯) ট্রাজেডির দুটি উপাদান সংগীত ও দৃশ্য মহাকাব্যে নেই।

গ্রীক শব্দ ক্যাথারসিস ‘কাব্যতত্ত্বে’ ষষ্ঠ অধ্যায় ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে কোরাস সম্পর্কে আলোক পাত করেছেন।

৫০০) অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির নায়কের ভাগ্যবিপর্যয়ের মূল কারণ ‘হামারতিয়া’ যার অর্থ - আচরন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভ্রুটি। গ্রীক শব্দ ক্যাথারসিস ‘কাব্যতত্ত্বে’ ষষ্ঠ অধ্যায় ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।



teachinn's.com  
Text with Technology

## Previous Year Question with Explanation 2018

১। এক খণ্ড কালোমেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে রূপালি জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল ..... নদীতে রঙের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন ..... একখানা ছবি। ‘নদীপথে’ গ্রন্থে লেখক এখানে যাঁর ছবির কথা বলেছেন:

- (ক) টার্নার
- (খ) নন্দলাল বসু
- (গ) কার্পেন্টার
- (ঘ) অবনীন্দ্রনাথ

**Answer: (ক)**

২। ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রথযাত্রার যে বিবরণ আছে সেটি যাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি হলেন:

- (ক) শিবনাথ শাস্ত্রী
- (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (গ) দীনেন্দ্রকুমার রায়
- (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

**Answer: (খ)**

৩। নুটি হামসুনের ‘Pan’ উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন:

- (ক) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- (খ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- (গ) সজনীকান্ত দাস
- (ঘ) ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

**Answer: (খ)**

৪। নীচের দুটি কাব্যংশ উদ্ধৃত হল। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলির প্রকৃতি বিচার করে সৎকেত অনুসারে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে ঢাকাটিকে  
তুমি ষোলআনা মাত্র নহে পাঁচসিকে।
- (b) প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,  
ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন।

**সৎকেত:**

- (ক) (a) চিত্রকাব্য (b) রসকাব্য
- (খ) (a) ও (b) দুইই রসকাব্য
- (গ) (a) রসকাব্য (b) চিত্রকাব্য
- (ঘ) (a) ও (b) দুইই চিত্রকাব্য

**Answer: (ক)**

**Explanation:** প্রথমটির মধ্যে চিত্রধর্মিতা এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে রসধর্মিতা প্রধান।

৫। ‘কারাগার’ নাটকে ধরিত্রীর গানগুলি রচনা করেছিলেন:

- (ক) হেমেন্দ্রকুমার রায়
- (খ) হেমেন্দ্রলাল রায়
- (গ) নজরুল ইসলাম
- (ঘ) মনোথ রায়

**Answer: (গ)**

৬। নীচে প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তির মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** বাংলায় স্পন্দানুপ্রাস ছন্দের ভূষণ মাত্র, প্রাণ বা অঙ্গ নয়।

**যুক্তি:** স্পন্দ-প্রকৃতি সর্বত্র পরিবর্তন হয়, কেননা ভাষা এবং রীতির ক্ষেত্রে তা সদা পরিবর্তনশীল।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

৭। ‘দেবীগর্জন’ নাটক সম্পর্কে কয়েকটি শুদ্ধ -অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) ‘দেবীগর্জন’ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নাট্যভারতী পত্রিকায়।
- (b) ‘দেবীগর্জন’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।
- (c) নাটকটির শেষ দৃশ্যের কোরিওগ্রাফিতে কালী নাচের পটভূমিকায় সামনের স্থির চিত্রের পরিকল্পনা নবাবুণ ভট্টাচার্যের।
- (d) নাটকে ‘গুণের নন্দ ময়না’ গানটি গাওয়া হয়েছে সর্দারের অঙ্গনে।

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (ঘ)**

৮। ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য অবলম্বনে প্রথম তালিকার উক্তি ও দ্বিতীয় তালিকার চরিত্র নামের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে
- (b) লক্ষার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
- (c) কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?
- (d) কাহারে হানিস অঙ্গ, ভীক, এ আঁধারে?

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) মায়াদেবী
- (ii) রাবণ
- (iii) নুমুন্ডমলিনী
- (iv) হনুমান

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(খ)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(গ)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(ঘ)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)

**Answer: (ক)**

৯। লোকসাহিত্য-চর্চার ইতিহাস অবলম্বনে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান চর্চার এপিক'ল (Epic Law) থিওরি ডেনিস ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়।  
 (b) অ্যালান ডাবিস প্রপের ক্রিয়াশীলতার ১৯ সংখ্যক সূত্রটিকে বলেন Liquidation of Lack.  
 (c) ভ্লাদিমির প্রপের লোককথা বিশ্লেষণের রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির আদলটি নেওয়া হয়েছে প্রাণী বিদ্যায় ব্যবহৃত Morphology-র যৌক্তিক আদল থেকে।  
 (d) জার্মান লোকসংস্কৃতিবিদ থিওডোর বেনফে জার্মান Fairy Tales -এর উৎস হিসেবে ভারতকে চিহ্নিত করেন।

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

Answer: (ক)

১০। “টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি” এ মন্তব্য যিনি করেছেন তিনি হলেন:

- (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
 (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
 (গ) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Answer: (ঘ)

১১। ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ ও তার রূপান্তর ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ত্রিশটি।  
 (b) ‘প্রায়শ্চিত্ত’ পাঁচ অঙ্কের নাটক হলেও সমাপ্তিতে একটি ‘উপসংহার’ আছে।  
 (c) ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের ১০টি গানের মধ্যে ৪টি গান ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।  
 (d) রামচন্দ্র রায়ের পোড়ুগীজ সেনাপতি ফর্গাডিজ নাটকে থাকলেও উপন্যাসে নেই।

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

Answer: (গ)

Explanation: ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩৭ টি।

১২। ‘সেটি লিখেছিলাম আমার ঢাকার জীবনের শেষ দফায়’

‘কঙ্কাবতী’-র যে কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তি, সেটি হল:

- (ক) শেষের রাত্রি  
 (খ) মেয়েরা  
 (গ) সুদূরিকা  
 (ঘ) কঙ্কাবতী

Answer: (ক)

১৩। এঁদের মধ্যে ঋদের বন্দনা ভারতচন্দ্র এবং কেতকাদাস করেননি, মুকুন্দ করেছেন:

- (ক) সরস্বতী এবং চৈতন্য
- (খ) অন্নপূর্ণা এবং মনসা
- (গ) শ্রীরাম এবং চৈতন্য
- (ঘ) শ্রীরাম এবং শুকদেব

**Answer: (ঘ)**

১৪। ‘বিদেশ থেকে ইবসেন’, শেক্সপীর এনে অভিনয় করা অনুচিত। তাতে নাকি স্বদেশী নাট্যকারদের পথ কন্টকিত হয়।’  
উক্তিটি করেছেন:

- (ক) সত্যেন্দ্র গুপ্ত (ওরফে শম্ভু মিত্র)
- (খ) উৎপল দত্ত
- (গ) ঋত্বিক ঘটক
- (ঘ) মনুথ রায়

**Answer: (ক)**

১৫। নীচে প্রদত্ত প্রথম তালিকায় ছন্দ পংক্তি ও দ্বিতীয় তালিকায় তাদের রীতি অনুযায়ী মাত্রা সংখ্যা উল্লেখ করা হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

**দ্বিতীয় তালিকা**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (a) রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি ভালো। | (i) ১৬ মাত্রার ছন্দ   |
| (b) হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান।              | (ii) ১৭ মাত্রার ছন্দ  |
| (c) ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।               | (iii) ২৮ মাত্রার ছন্দ |
| (d) আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনি ঝিনি।              | (iv) ১৮ মাত্রার ছন্দ  |

**সংকেত:**

- |     | (a)   | (b)   | (c)  | (d)   |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (ক) | (iii) | (iv)  | (ii) | (i)   |
| (খ) | (ii)  | (i)   | (iv) | (iii) |
| (গ) | (iii) | (iv)  | (i)  | (ii)  |
| (ঘ) | (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |

**Answer: (গ)**

১৬। রবীন্দ্রনাথ অনুদিত ‘Where shall I meet him, The Man of my heart!’ ইত্যাদি বাউল গানটির রচয়িতা হলেন:

- (ক) লালন ফকির
- (খ) গগন হরকরা
- (গ) মদন ফকির
- (ঘ) পদালোচন

**Answer: (খ)**

১৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বের সমালোচনা অবলম্বনে নীচে প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তির শুদ্ধতা বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**মন্তব্য:** পঞ্চম শতকের অনেক আগে মহাভারত লক্ষ শ্লোকে দাঁড়িয়ে ছিল।

**যুক্তি:** কেননা চার-পাঁচ শতকে তামার পাতার উপর লেখা পাওয়া যায়, যেখানে মহাভারতের নাম ‘শতসাহস্রী সংহিতা’

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**



১৮। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস ও তার নাট্য রূপান্তর ‘বিসর্জন’ এর অনুসরণে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সথেকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের সুজা-কাহিনি ‘বিসর্জনে’ সম্পূর্ণ বর্জিত।  
 (b) ‘বিসর্জন’ (১২৯৭) প্রথম প্রকাশের সময় দৃশ্য সংখ্যা ছিল একুশ।  
 (c) বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘বিসর্জন’ নাটকের তৃতীয় সংস্করণে (১৩৩৩) ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের হাসিকে পুনরায় দেখতে পাওয়া যায়।  
 (d) ‘এবারে দিয়েছে দেখা’ ‘বিসর্জন’ নাটকের এই ভুল পাঠ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের হাতে সংশোধিত হয়ে দাঁড়ায় ‘এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!’

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

**Explanation:** প্রথম প্রকাশকালে ‘বিসর্জন’ নাটকে ৫টি অঙ্ক ও ২৯ টি দৃশ্য ছিল।

১৯। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন ঈশ্বর চার যুগে চার রূপ ও চার বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। নীচের দুটি তালিকায় তাঁর রূপ ও বর্ণ সাজিয়ে দেওয়া হল। তালিকা দুটির সঙ্গতি বিধান করে সথেকেত থেকে শুদ্ধ উত্তর দিন :

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
(a) সত্যযুগে ব্রহ্মচারীরূপ	(i) রক্তবর্ণ
(b) ত্রেতাযুগে যজ্ঞপুরুষ	(ii) শুভ্রবর্ণ
(c) দ্বাপরযুগে মহারাজরূপ	(iii) পীতবর্ণ
(d) কলিযুগে বিপ্ররূপ	(iv) দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(খ)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(গ)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(ঘ)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

**Answer: (খ)**

২০। বাংলায় রূপ ও ব্যবহারগত দিক থেকে পদের সংখ্যা হল:

- (ক) তিন  
 (খ) দুই  
 (গ) চার  
 (ঘ) পাঁচ

**Answer: (ক)**

২১। ‘রবিবার’ গল্পের চারটি উক্তির শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) ‘দরকার যদি হয় না হয় চুরি করলে, পুলিশে খবর দেব’....।  
 (b) ‘যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।’  
 (c) ‘রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের’....।  
 (d) আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।’

সংকেত :

	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

Answer: (ক)

Explanation: রবিবার গল্পে আছে “দরকার যদি হয় না হয় চুরি করলে, পুলিশে খবর দেব না”।

২২। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় ‘পালা-বদল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ ও যে কবিতায় সেই প্রসঙ্গটি এসেছে সেই কবিতার নাম দেওয়া হল। তালিকা দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) খোয়াই পেরোনো শান্তিনিকেতন  
 (b) পার্কার পেন  
 (c) প্যাসিফিক তীরের ম্যুজিয়ম  
 (d) স্বামীজি অখিলানন্দ
- (i) বে-স্টেট রোডে  
 (ii) অপঘাত  
 (iii) মিল  
 (iv) ত্রয়ী

সংকেত:

	a	b	c	d
(ক)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(খ)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(গ)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(ঘ)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)

Answer: (ক)

২৩। ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসে মাস্টার ‘এ গ্রেট বুক’ বলে অভিহিত করেছিলেন যে গ্রন্থটিকে সেটি হল:

- (ক) বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ  
 (খ) মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য  
 (গ) মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট  
 (ঘ) রবীন্দ্রনাথের গোরা

Answer: (খ)

২৪। ‘কুয়াশায়’ গল্পে গৃহত্যাগের প্রাক্কালে নলিনীর কাছ থেকে সরমা যে শব্দ মোড়কটি পেয়েছিল, তাতে ছিল:

- (ক) সোনার হার  
 (খ) গলার দড়ি  
 (গ) বিষের শিশি  
 (ঘ) সোনার বালা

Answer: (ক)

২৫। ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ এ বিদ্যাসাগর যে দ্বিশতাধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে সাতটি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন:

- (ক) ভারতচন্দ্র শিরোমণি  
 (খ) রামকমল ভট্টাচার্য  
 (গ) রামগতি ন্যায়রত্ন  
 (ঘ) তারানাথ তর্কবাচস্পতি

Answer: (ঘ)

২৬। নীচের মন্তব্যগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) বাংলা বর্ণমালায় মূর্ধ্য/ণ/বর্ণ আছে কিন্তু উচ্চারণে নেই  
 (b) কোনো কোনো বাংলা স্বরবর্ণের একাধিক উচ্চারণ আছে  
 (c) বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্য/স/বর্ণ আছে কিন্তু উচ্চারণ নেই  
 (d) বাংলা শব্দের আদি অবস্থানে কোনো কোনো ব্যঞ্জন স্বনিমের উচ্চারণ নেই

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

**Explanation:** র বাংলা ভাষার সমস্ত ‘স’ এর উচ্চারণ ‘শ’ - এর মতো। ‘শ’ এবং ‘ষ’ এর উচ্চারণ এবং বর্ণ উভয়ই আছে বাংলার।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘দুঃসময়’ কবিতাটিতে প্রত্যেক স্তবকের উপাত্ত পদ্য ‘তবু (বা ওরে) বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর’। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে এটি হল:

- (ক) মিলান্ত পদ  
 (খ) নিঃসঙ্গ পদ  
 (গ) মিল সমাবেশ পদ  
 (ঘ) সহপার্বিক পদ

**Answer: (খ)**

২৮। ‘গোড়া কেটে আগায় জল’ প্রবাদটি চারজন লেখক এক একরকম রূপে ব্যবহার করেছেন। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত সেই সব সাহিত্যিকের নামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় প্রদত্ত তাঁদের ব্যবহৃত প্রবাদের সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) দাশু রায় (i) দিতেছি আগায় জল গোড়া কেটে আগে  
 (b) ঈশ্বর গুপ্ত (ii) গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা  
 (c) দীনবন্ধু মিত্র (iii) তোমার এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না  
 (d) অমৃতলাল বসু (iv) গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে?

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(খ)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(গ)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(ঘ)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

**Answer: (ক)**

২৯। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে কৃষ্ণের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র জানান, প্রদ্যুম্ন হলেন:

- (ক) ইন্দ্রের অংশ  
 (খ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশ  
 (গ) সনৎকুমারের অংশ  
 (ঘ) বরুণের অংশ

**Answer: (গ)**

৩০। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের পাঠান্তরের ভিত্তিতে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) উপন্যাসের শেষ সংস্করণের একাদশ পরিচ্ছেদে শান্তির বীরত্বের কথা বর্তমান।  
 (b) বঙ্গদর্শন পত্রিকার পাঠে ভবানন্দ জীবনানন্দকে ৫০ জন ইংরেজ নিধন করতে আদেশ দিয়েছিলেন।  
 (c) উপন্যাসের শেষ সংস্করণের চতুর্থ খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের সূচনা হয়েছে মাঘী পূর্ণিমার দিন।  
 (d) উপন্যাসের শেষ সংস্করণের উপক্রমণিকায় বঙ্গদর্শনের পাঠ পরিবর্তন হয়েছে।

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

Answer: (ক)

৩১। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পালা নামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকার ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন :

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) অষ্টম পালা (i) জগন্নাথের কাহিনী  
 (b) নবম পালা (ii) নিছনির মনসার বারাপূজা  
 (c) একাদশ পালা (iii) বিঘত্যার গাঙ্গুর অতিক্রম  
 (d) ত্রয়োদশ পালা (iv) মনসার মলিনী বেশ ধারণ

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(খ)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(গ)	(i)	(i)	(iii)	(iv)
(ঘ)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)

Answer: (ক)

৩২। ‘বলাকা’ কাব্যের চারটি কবিতার প্রথম চরণ ও সেই কবিতাগুলির প্রথম প্রকাশের স্থান নীচের দুটি তালিকায় দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে (i) সবুজ পত্র  
 (b) তোমারে কি বার বার করেছি অপমান? (ii) প্রবাসী  
 (c) এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো (iii) ভারতী  
 (d) কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে (iv) মানসী

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(খ)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(গ)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(ঘ)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)

Answer: (ক)

৩৩। ‘স্মরণরল’ কাব্যগ্রন্থের যে কবিতার সূচনায় রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে সেটি হল:

- (ক) চাঁদের বাসর  
 (খ) প্রেম ও ফুল  
 (গ) বসন্ত - বিদায়  
 (ঘ) প্রেম ও জীবন

Answer: (খ)

৩৪। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত ‘চেনামহল’ উপন্যাসের চরিত্র নামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় প্রদত্ত সেইসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- |              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| (a) অবনীমোহন | (i) রূপবান নয়, স্বাস্থ্যবান পুরুষ |
| (b) কনকলতা   | (ii) রঙিন পাথরের মানুষ             |
| (c) বাসন্তী  | (iii) রূপ সম্পর্কে আত্মসচেতন       |
| (d) বৈদ্যনাথ | (iv) হাসলে বেশ সুন্দর দেখায়       |

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(খ)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(গ)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(ঘ)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)

Answer: (খ)

৩৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে গল্পে কবি ঈশ্বর গুপ্তের উল্লেখ আছে, সেটি হল:

- (ক) বনতুলসী  
(খ) ভাঙা চশমা  
(গ) টোপ  
(ঘ) দুঃশাসন

Answer: (গ)

৩৬। রাজসিংহ উপন্যাসের ‘বিবাহে বিকল্প’ শীর্ষক তৃতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদগুলির সঠিক ক্রমটি চিহ্নিত করুন:

- (ক) প্রভুভক্তি → মেহেরজান → নিরাশা → মাতাজী কি জয়  
(খ) মাতাজী কি জয় → নিরাশা → মেহেরজান → প্রভুভক্তি  
(গ) নিরাশা → মাতাজী কি জয় → প্রভুভক্তি → মেহেরজান  
(ঘ) মেহেরজান → নিরাশা → প্রভুভক্তি → মাতাজী কি জয়

Answer: (খ)

৩৭। অবনীন্দ্রনাথের মতে ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তির মূল কারণ:

- (ক) ধর্মের জটিল অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার  
(খ) ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপর্যয় তা ঠেকাবার ইচ্ছা  
(গ) আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উৎসব  
(ঘ) মানুষের ভীতিজনিত ভক্তি

Answer: (খ)

৩৮। প্রমথ চৌধুরীর ‘তেল নুন লকড়ি’ প্রবন্ধে অবলম্বনে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) আর্টের প্রাণ কর্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কানে নয়।  
(b) আর্টের সন্ধান তার সৃষ্টির কাছে মেলে, দর্শক কিংবা শ্রোতার কাছে নয়।  
(c) বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র নয়।  
(d) বিদেশিদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে।

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

Answer: (গ)



৩৯। ‘এ যুগের বাংলার ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।’ মন্তব্যটি করেছেন :

- (ক) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- (খ) প্রমথ চৌধুরী
- (গ) প্রিয়নাথ সেন
- (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Answer: (খ)**

৪০। ‘আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থস্থানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দাখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুর তালের অপেক্ষা রাখে সেগুলি সাহিত্য সমালোচকের অধিকার বহিরভূত।’

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের একটি গ্রন্থ সম্পর্কে যথার্থ সমালোচকের মতো এই মন্তব্যটি করেছেন :

- (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (খ) মোহিতলাল মজুমদার
- (গ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

**Answer: (ক)**

৪১। ‘গৈরিক পতাকা’ নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে মাওলা প্রজারা ভবানী মন্দিরে উঠে আসবার সুযোগকে যেভাবে দেখেছে তা হল:

- (ক) কৃপার দান
- (খ) স্বাধিকার
- (গ) শীবাজীর উদারতা
- (ঘ) দেশের ডাক

**Answer: (ক)**

**Explanation:** কৃপার দান ভাবার জন্যই মাওলা প্রজাদের মধ্যে ভয়ের ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

৪২। নীচে ছন্দোযাতিসহ চারটি ছত্র দেওয়া হল। রীতি অনুযায়ী মাত্রা গণনার পর যতিগুলি যথাস্থানে পড়েছে কিনা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সথকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) চিমনি ভেঙে গেছে দেখে।। গিম্নি রেগে। খুন,
- (b) ঝি বলে। আমরা দোষ নেই।। ঠাকরুন।
- (c) চিমনি ফে : টেছে দেখে।। গুহিনী। সরোষ,
- (d) ঝি বলে ঠাক : রুন মোর।। নেই কোন। দোষ।

সথকেত:	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৪৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রয়াণের পর সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন:

- (ক) কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
- (খ) গোপালচন্দ্র গুপ্ত
- (গ) রামচন্দ্র গুপ্ত
- (ঘ) গণেশচন্দ্র গুপ্ত

**Answer: (গ)**

৪৪। নীচের দুটি তালিকায় মধুসূদনের কাব্যকৃতি সম্পর্কে চারজন সমালোচকের মতামত ও তাদের নাম দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

**দ্বিতীয় তালিকা**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (a) 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। | (i) মোহিতলাল মজুমদার |
| (b) 'রাম রাবণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব আছে, সত্যিই কি তার শাসন তিনি ভেঙেছেন?                                  | (ii) রবীন্দ্রনাথ     |
| (c) 'যাহার অন্তর্গত আগ্নেয় আন্দোলনের সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?'    | (iii) বুদ্ধদেব বসু   |
| (d) 'মেঘনাদবধ কাব্য কোন জাতীয় কাব্য, গীতিকাব্য না মহাকাব্য সে বিচারে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।'                                 | (iv) বঙ্কিমচন্দ্র    |

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(খ)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(গ)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(ঘ)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

**Answer: (ঘ)**

৪৫। 'সীতা' নাটক অনুসরণে নীচে প্রদত্ত মন্তব্য ও যুক্তির মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**মন্তব্য:** প্রজারঞ্জনর জন্য বিচারবোধ বিসর্জন দেওয়া যে ন্যায়ধর্ম নয়, শম্ভুকের কাহিনীতে তা দেখানো হয়েছে।

**যুক্তি:** কারণ রামচন্দ্র শম্ভুকের যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননি।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ  
 (খ) মন্তব্য শুদ্ধ ও যুক্তি অশুদ্ধ  
 (গ) মন্তব্য অশুদ্ধ যুক্তি শুদ্ধ  
 (ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ

**Answer: (ক)**

৪৬। প্রথম তালিকায় কয়েকটি কবিতা পংক্তি ও দ্বিতীয় তালিকায় তাদের ছন্দের নাম ও পরিচয় দেওয়া হল। কোন পংক্তিটি কোন ছন্দের তার সায়ুজ্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন :

**প্রথম তালিকা**

**দ্বিতীয় তালিকা**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| (a) কাটলে বেলা সাধের খেলা সমাপ্ত হয় বলে।              | (i) দলবৃত্ত অমিল পয়ার মুক্তক |
| (b) সূর্য চলেন ধীরে সন্ধ্যাসী বেশে।                    | (ii) মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী       |
| (c) তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল।                 | (iii) কলাবৃত্ত দ্বিপদী        |
| (d) সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায় শিল্পিকারের তুলির পিছনে। | (iv) দলবৃত্ত দ্বিপদী          |

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(খ)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(গ)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(ঘ)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

**Answer: (ক)**

৪৭। নীচের দুটি তালিকায় ভাষা পরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র এবং তার সংজ্ঞা দেওয়া হল। তালিকা দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত অনুসারে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) ধ্রুনিতে একরকম, বানানে পৃথক
- (b) ভিন্ন ভিন্ন শব্দের একরূপ লাভ
- (c) এক শব্দের একাধিক রূপ লাভ
- (d) একটি শব্দের প্রভাবে অন্য শব্দের রূপ পরিবর্তন

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) যমক
- (ii) সমধ্বনি
- (iii) মিশ্রণ
- (iv) সমরূপ

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(খ)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(গ)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(ঘ)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)

**Answer: (গ)**

৪৮। নীচে ‘উত্তর চরিত’ প্রবন্ধ অনুসরণে একটি মন্তব্য এবং তার সাপেক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া হল। মন্তব্য ও যুক্তির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

**মন্তব্য:** ভবভূতির রামচন্দ্র চরিত্রে বীরলক্ষ্মন কিছুই নাই। গম্ভীর্য ও ধৈর্যের অভাব।

**যুক্তি:** কারণ কবি ভবভূতির ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন রামচন্দ্র চরিত্রে পড়েছে।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য অশুদ্ধ যুক্তি শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

৪৯। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরষাত্রী’ গল্পের রাজেন যে নাটকটি লিখতে আরম্ভ করেছিল সেটি হল:

- (ক) বিবাহ - বিভ্রাট
- (খ) বাসর তাড়ব
- (গ) পরিণয় - পরিণাম
- (ঘ) বিবাহ - বাসর

**Answer: (খ)**

৫০। সাঁওতাল জনজাতির মুরমু গোত্রের টোটম হল:

- (ক) মকর
- (খ) নীলগাই
- (গ) বুনোহাঁস
- (ঘ) লবণ

**Answer: (খ)**

৫১। ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ অনুসারে ‘বক্রদূতী’ হলেন:

- (ক) দক্ষিণাদূতী
- (খ) বামাদূতী
- (গ) অমিতার্থাদূতী
- (ঘ) বংশীদূতী

**Answer: (খ)**

৫২। পুরোনো বাংলা লিপিতে বর্ণ বা অক্ষরের আকৃতিগত সাদৃশ্য ও তজ্জনিত বিপর্যয় প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধারে অন্যতম সমস্যা। স=ম, ত=ভ, ন=ল, র=ব, গ=শ, কু=ঙ্গ এই সব বর্ণের ‘রূপ সাম্য’-র ফলে যে পাঠ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল:

- (ক) সর্কাজে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী।
- (খ) সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গত সুরতী।
- (গ) আর না পিন্ধিবৌ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
- (ঘ) করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্মিত কমলো।

**Answer: (ঘ)**

৫৩। ‘সোনার তরী’ কাব্যের যে কবিতাটি রাজসাহী যাবার পথে পদ্মায় ‘মিনো জাহাজে’ লেখা হয়েছিল সেটি হল:

- (ক) বুলন
- (খ) মানস সুন্দরী
- (গ) যেতে নাহি দিব
- (ঘ) দুর্বোধ

**Answer: (ঘ)**

৫৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘চর্য্যচর্য বিনিশ্চয়’ সংকলনে ‘লাড়ী ডোষী পাদানাম সূনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।’ বলে পঞ্চাশটি চর্যাপদের অতিরিক্ত নতুন যে পদ ও পদকর্তার উল্লেখ আছে সেটি পাওয়া যায় :

- (ক) ৪১ ও ৪২ সংখ্যক পদের মধ্যবর্তী স্থানে
- (খ) ১০ ও ১১ সংখ্যক পদের মধ্যবর্তী স্থানে
- (গ) ২৬ ও ২৭ সংখ্যক পদের মধ্যবর্তী স্থানে
- (ঘ) ৪ ও ৫ সংখ্যক পদের মধ্যবর্তী স্থানে

**Answer: (খ)**

৫৫। ‘.....আমরা বাইরের ভক্ত। শেলীর জ্যেৎমার মতো অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙালির ভালো লাগে।’ রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধে মন্তব্যটি আছে, সেটি হল:

- (ক) ‘বাঙালি কবি নয়’
- (খ) ‘বাঙালি কবি নয় কেন’
- (গ) ‘কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন’
- (ঘ) ‘স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য’

**Answer: (খ)**

৫৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) ‘কাশীবাসিনী’ গল্পে মালতীর বিবাহ হয়েছিল অগ্রান মাসে।
- (b) ‘মাতৃহীন’ গল্পের মিস ক্যাম্বেল যখন বাংলা শেখা আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি অষ্টাদশী বালিকা।
- (c) ‘আদরিনী’ গল্পে জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা পৌত্রীর বিবাহ স্থির হয়েছিল জৈষ্ঠ মাসে।
- (d) ‘বলবান জামাতা’ গল্পের নলিনীবাবুর শশুরবাড়ী এলাহাবাদে।

সংকেত:

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৫৭। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে প্রবন্ধে বাউলতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি হল :

- (ক) 'The Religion of an Artist'  
(খ) 'The Philosophy of our people'  
(গ) 'East is East'  
(ঘ) 'Spiritual Civilization'

**Answer: (খ)**

৫৮। রামমোহন এগুলির মধ্যে যে উপনিষদের অনুবাদ করেননি সেটি হল:

- (ক) ঈশোপনিষৎ  
(খ) কঠোপনিষৎ  
(গ) ছান্দোগ্য উপনিষৎ  
(ঘ) তলবকার উপনিষৎ

**Answer: (গ)**

৫৯। হাসির রাজ্যের মাঝে একটি বিষাদ শুধু

স্মলান-মনে হাসিমুখে কেবলি ভ্রমিত।

রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্ক্যাসংগীত' কাব্যের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতার এই দুটি ছত্র বজ্রিত হয়:

- (ক) কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ অংশ থেকে।  
(খ) কবিতার দ্বিতীয় স্তবক থেকে।  
(গ) তৃতীয় স্তবকের সূচনা থেকে।  
(ঘ) কবিতার সমাপ্তি অংশ থেকে।

**Answer: (খ)**

৬০। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত ভারতীয় কাব্যতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকার আলংকারিকদের নামের সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) কাব্যের রস ও অলংকার 'অপৃথগযত্ননির্বর্ত্য'  
(b) বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গী সহকারে উক্তি 'বক্রোক্তি'  
(c) 'অলংকার' কটককুণ্ডলাদির মতো আভরণ  
(d) উচিত্য রসের প্রাণ

- (i) বিশৃঙ্খল  
(ii) ক্ষেমেন্দ্র  
(iii) আনন্দবর্ধন  
(iv) কুশলক

সংকেত:

a b c d

- (ক) (ii) (i) (iv) (iii)  
(খ) (iii) (iv) (i) (ii)  
(গ) (i) (ii) (iii) (iv)  
(ঘ) (iv) (iii) (ii) (i)

**Answer: (খ)**

৬১। 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থ অনুসরণে নীচে প্রদত্ত মন্তব্য এবং তার সাপেক্ষে যুক্তির শুদ্ধতা বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** সংস্কৃতির কোনও চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যায় না।

**যুক্তি:** কেননা সংস্কৃতির মূল কথাই হল 'সমন্বয়', 'তত্ত্বানুসন্ধিৎসা' ও অহিংসা।

সংকেত:

- (ক) মন্তব্য যুক্তি দুইই শুদ্ধ  
(খ) মন্তব্য যুক্তি দুইই অশুদ্ধ  
(গ) মন্তব্য শুদ্ধ যুক্তি অশুদ্ধ  
(ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**



৬২। ‘সাধারণত যখন দুটি বিরোধী মতে কিছু সত্য আছে লোকে স্বীকার করে, তখনই লোকে আলোচনা করে।’ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমরা ও তাহারা’ গ্রন্থের যে প্রবন্ধ থেকে উপরিউক্ত মন্তব্যটি গৃহীত হয়েছে, সেটি হল:

- (ক) সঙ্গীতের কথা
- (খ) সুরের কথা
- (গ) বিরোধের কথা
- (ঘ) মনের কথা

**Answer: (ক)**

৬৩। ‘এক হিসেবে টি.এস.এলিয়ট-এর **Waste Land.....** আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মস্থান।’ মন্তব্যটি করেছেন:

- (ক) জীবনানন্দ দাশ
- (খ) অমিয় চক্রবর্তী
- (গ) বিষু দে
- (ঘ) সমর সেন

**Answer: (ঘ)**

৬৪। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের প্রথম যে গানটির উল্লেখ আছে, সেটি গোয়েছে:

- (ক) হোসেন মিশ্র
- (খ) কুবের
- (গ) গণেশ
- (ঘ) রাসু

**Answer: (গ)**

**Explanation:** গনেশের গাওয়া গান “যে যাহারে ভালোবাসে, সে তাহারে পায় না কেন”।

৬৫। ‘কচি সংসদ’ গল্পে রবিন্দ্রনাথের যে গল্পের উল্লেখ আছে, সেটি হল:

- (ক) মুসলমানীর গল্প
- (খ) বদনাম
- (গ) দুরাশা
- (ঘ) তপস্বিনী

**Answer: (গ)**

৬৬। ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ প্রবন্ধে অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন উভয়ই সমান।
- (b) স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট।
- (c) পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত।
- (d) স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায়, কাহারও প্রীতি থাকে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৬৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে প্রবন্ধে ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা লিপির উৎপত্তির ক্রমবিবর্তনের চিত্র মুদ্রিত করেছেন সেটি হল:

- (ক) বাংলার পুরাণ লিপি
- (খ) বাংলার পুরাণ অক্ষর
- (গ) বাংলার পুরাণ বর্ণমালা
- (ঘ) বাংলার পুরাণ লেখন

**Answer: (খ)**

৬৮। ‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন’ এখানে ব্যবহৃত ‘চেয়ে’ অনুসর্গটি হল:

- (ক) তদ্ভব
- (খ) অর্ধতৎসম
- (গ) অসমাপিকা
- (ঘ) বিদেশি

**Answer: (গ)**

৬৯। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে কৃষ্ণকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের খরচ নিয়ে শত্রুপক্ষ মিত্র পক্ষের বিতর্কে তাঁর উত্তরাধিকারিগণ গোপনে মিত্রপক্ষকে বলেছিল:

- (ক) আন্দাজ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- (খ) আন্দাজ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।
- (গ) আন্দাজ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।
- (ঘ) আন্দাজ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

**Answer: (ঘ)**

৭০। বনফুলের ‘নিমগাছ’ গল্প অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**মন্তব্য:** বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তুপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

**যুক্তি:** কেননা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কবি অনেক প্রশংসা করেছিল।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই - ই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই - ই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৭১। ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসে অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ উক্তি দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) বলরাম মুখুয্যে তাঁর মিতা তারিণী ঘোষালের সঙ্গে বিক্রমপুর থেকে কুঁয়াপুর গ্রামে আসেন।
- (b) রমেশ কলকাতার কলেজে পড়ত।
- (c) মধুপালের দোকান ছিল নদীর পথে হাটের একধারে।
- (d) গ্রামের ইস্কুলের সেক্রেটারি ছিল বেণী ঘোষাল।

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৭২। নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসঞ্চয়নের কবি পরিচিত লিখেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- (b) স্মরণল কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস।
- (c) অর্কেষ্ট্রা কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যে জার্মান কবির উল্লেখ আছে, তিনি হলেন রিলকে।
- (d) সাগর থেকে ফেরা কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি হল দশানন।

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

৭৩। চরঘোষ পুরে যে উকিল গোরাকে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন:

- (ক) গোরার পিতার বন্ধু
- (খ) গোরার সহপাঠী
- (গ) বিনয়ের সম্পর্কিত দাদা
- (ঘ) পরেশ বাবুর বন্ধু

**Answer: (খ)**

৭৪। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য অনুসারে প্রদত্ত নামের অসুরদের কৃষ্ণ কর্তৃক বধ করার সঠিক ক্রমটি সংকেত থেকে নির্দেশ করুন:

- (a) বৎসাসুর
- (b) প্রলম্বাসুর
- (c) তৃণাবর্ত
- (d) ব্যোমাসুর

**সংকেত:**

- (ক) (d) → (b) → (a) → (c)
- (খ) (a) → (d) → (c) → (b)
- (গ) (c) → (a) → (b) → (d)
- (ঘ) (b) → (c) → (d) → (a)

**Answer: (গ)**

৭৫। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের পুথিতে বৃন্দাবন খন্ডে ২১৯ সংখ্যক পদের প্রথম ছত্রটির প্রথমে পাঠ ছিল “তোর রতি আশেঁ গেলা অভিসারো।”

পরে ‘আশেঁ’র পূর্বে তোলা পাঠে বসানো হয়:

- (ক) প্রেম
- (খ) বাসো
- (গ) পাবো
- (ঘ) আশো

**Answer: (ঘ)**

৭৬। বুদ্ধদেব বসুর ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধ অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- (a) যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ।
- (b) কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদি কবির মহাকাব্যের ফুল কুড়ানো সম্ভব
- (c) মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানব জীবনের প্রতিবিম্বন
- (d) আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সমৃদ্ধতর

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৭৭। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য থেকে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) 'জারিগান' হল এক প্রকার শোক সংগীত  
 (b) 'Types of Folktale' (1928): গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আর্নে থম্পসন।  
 (c) ডেনমার্কের লোকসংস্কৃতিবিদ 'Axel Olrik' প্রদত্ত Epic Law-এর চতুর্থ সূত্রটি হল পুনরাবৃত্তির সূত্র (Law of repetition)  
 (d) সাঁওতাল জনজাতির মুরমু গোত্রের টোটেম হল মকর

সংকেত:	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (ঘ)**

**Explanation:** (১) Axel Olrik প্রদত্ত Epic Law-এর চারটি সূত্র হল - (i) Folktale (ii) myth (iii) Legend (iv) Folk Song

(২) সাঁওতাল জনজাতির মুরমু গোত্রের টোটেম হল নীলগাই।

৭৮। প্রথম তালিকায় বাংলা ছন্দোযতির নাম ও দ্বিতীয় তালিকায় তার সংকেত চিহ্নগুলি দেওয়া হল। তালিকা দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্ণয় করুন:

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
(a) অর্ধযতি আব পদযতি লোপ	(i) ত্রিবিन्दু দন্ড (:)
(b) প্রস্বর	(ii) দ্বিদন্ড চিহ্ন (  )
(c) লঘুযতি বা পৰ্বযতি লোপ	(iii) ঢা়া চিহ্ন (X)
(d) অর্ধযতি বা পদযতি	(iv) দলের মাথায় ছোট দন্ড চিহ্ন (।)

**Answer: (ঘ)**

৭৯। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় শেক্সপীয়র সম্পর্কে মন্তব্য ও লেখকের নাম দেওয়া হল। তালিকা দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) ‘মিরান্ডার চরিত্রে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর প্রভাব আছে।  
যদিও কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত নয়।’  
(b) ‘হ্যামলেটের সংকট উন্মাদনায় নয়, পরিধিস্থ নানা  
প্রভাবের সঙ্গে যোদ্ধা ধর্মের সংঘাত।’  
(c) ‘শেক্সপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা  
কথা মনে হয় যে, শেক্সপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে  
ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই।’  
(d) ষাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই, তাঁহারাই হঠাৎ  
বলিতে পারেন, শেক্সপীয়র ছা কালিদাসের  
ছাঁইচ পর্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
(ii) ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
(iii) উৎপল দত্ত  
(iv) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংকেত:

	a	b	c	d
(ক)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(খ)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(গ)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(ঘ)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)

**Answer: (গ)**

৮০। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খন্ডনামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় প্রদত্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) জন্ম খন্ড  
(b) তাম্বুল খন্ড  
(c) দান খন্ড  
(d) নৌকা খন্ড

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) জগদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং  
(ii) কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ  
(iii) তদেহি যামি মথুরাং মথুরাচারকোবিদে  
(iv) নিপীয রাধাবচনং ততো বচন পন্ডিতা

সংকেত:

	a	b	c	d
(ক)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(খ)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(গ)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(ঘ)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

**Answer: (খ)**

৮১। ‘কালান্তর’ গ্রন্থের ‘সমস্যা’ প্রবন্ধের অনুসরণে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) ভেদের দুঃখ থেকে, ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হল মুক্তি।  
(b) মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।  
(c) শূন্যতামূলক স্বাধীনতা মানুষকে বেশি আনন্দ দেয়।  
(d) রপ্তবিপ্লব সম্বন্ধ ভেদের বিপ্লব।

সংকেত:

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

**Explanation:** সমস্যা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - “যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক। সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়।”



৮২। ‘রাজা ও রানী’-র রূপান্তর ‘তপতী’-তে যে চরিত্রটি বর্জিত হয়েছে সেটি হল:

- (ক) কুমার
- (খ) ইলা
- (গ) শংকর
- (ঘ) নারায়ণী

**Answer: (খ)**

৮৩। ‘কৌতুক সর্বস্বনাটকম্’ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন:

- (ক) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার
- (খ) রামতারক ভট্টাচার্য
- (গ) কাশীনাথ তর্করত্ন
- (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

**Answer: (ক)**

৮৪। ‘হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘসে দিস লোন’ ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে’ প্রবাদটির এইভাবে কাব্য-রূপান্তর ঘটিয়েছেন:

- (ক) ঘনরাম চক্রবর্তী
- (খ) ভারত চন্দ্র
- (গ) রামপ্রসাদ
- (ঘ) কমলাকান্ত

**Answer: (গ)**

৮৫। জাগরী উপন্যাস থেকে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**মন্তব্য:** 1934 সালের ভূমিকম্পের পর পাটনা ক্যাম্প জেল থেকে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিয়েছিল।

**যুক্তি:** কেননা ভূমিকম্পে জেলের ক্ষতি হয়েছিল।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

৮৬। ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রমোপজীবীদের অবনতির যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তা হল:

- (ক) দারিদ্র্য, শোষণ, অসুস্থতা
- (খ) দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব
- (গ) আলস্য, শোষণ, মূর্খতা
- (ঘ) দারিদ্র্য, আলস্য, অসততা

**Answer: (খ)**

**Explanation:** বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় - “বেতনের স্বল্পতা সৃষ্টি করেছে দারিদ্র্য। বেতন অল্প হলেও পরিশ্রম অধিক, অবকাশের অভাব বিদ্যাচর্চার অভাব। এর ফল মূর্খতা। বুদ্ধ্যপজীবীদের অত্যাচার ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির ফলে এল দাসত্ব।

৮৭। নীচের চারটি দৃষ্টান্তের মধ্যে যেটিতে পদযতি ও পর্বযতি লোপ পেয়েছে সেটি হল:

- (ক) মধ্যাহ্ন গগনে কভু কভু অন্ত নামে।
- (খ) নূতন তব জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী,
- (গ) এ জীবন করিলি ধিক্কৃত! কলঙ্কিনী,
- (ঘ) ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

**Answer: (গ)**

৮৮। ‘নতুন ইহুদী’ নাটকে মনমোহন ভট্টাচার্য-র চাকরি চলে গিয়েছিল, কারণ:

- (ক) দেশভাগের ফলে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
- (খ) স্কুলে সংস্কৃত পড়ান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
- (গ) মনমোহন ভট্টাচার্য-র শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল না।
- (ঘ) স্কুলে সংস্কৃত আর কমপালসরি ছিল না।

**Answer: (ঘ)**

৮৯। নীচের একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** কাব্যতত্ত্ব এক অর্থে ট্রাজেডি তত্ত্ব।

**যুক্তি:** কারণ মহাকাব্যের সব অঙ্গ ট্রাজেডিতে না থাকলেও ট্রাজেডির সব অঙ্গ মহাকাব্যে পাওয়া যায়।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

**Answer: (ঘ)**

**Explanation:** যুক্তির বিপরীত বক্তব্য বরং সত্য। অর্থাৎ মহাকাব্যের সব অঙ্গ ট্রাজেডিতে পাওয়া যায়।

৯০। ‘বীরবাহু কাব্য’-র আখ্যাপত্রে হেমচন্দ্র যে ইংরেজ কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি হলেন:

- (ক) মিলটন
- (খ) ওয়ার্ডসওয়ার্থ
- (গ) শেলি
- (ঘ) বায়রন

**Answer: (ঘ)**

৯১। ‘সোনালি সোনালি চিল শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে’  
বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের যে কবিতায় উপরিক্ত লাইনটি আছে সেটি হল:

- (ক) হয় চিল
- (খ) আবহমান
- (গ) অগ্নান প্রান্তরে
- (ঘ) কুড়ি বছর পরে

**Answer: (ঘ)**

৯২। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অনুসরণে চারটি ছত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (ক) মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস।
- (খ) ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
- (গ) প্রভু কহে মুক্তিপদ ইহা পাঠ হয়।
- (ঘ) ভক্তিপদ কেন পড় কি তোমার আশয়।

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

**Explanation:** কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা - “মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস। ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস।”

৯৩। শেক্সপীয়রের যে নাটকটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেন, সেটি হল:

- (ক) 'জুলিয়াস সিজার'
- (খ) 'সিস্টেরিন'
- (গ) 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'
- (ঘ) 'ম্যাকবেথ'

**Answer: (খ)**

৯৪। নীচে প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তির শুদ্ধতা বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** পয়ার মাত্রই দ্বিপদী কিন্তু দ্বিপদী মাত্রই নয়।

**যুক্তি:** কেননা দ্বিপদীতে চ + ও - এর বেশি মাত্রাও পাওয়া যায়।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (ক)**

৯৫। নীচে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির মধ্য থেকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকগীত 'খন' বর্তমানে লুপ্তপ্রায় হওয়ার কারণ এর মূল বিষয় ছিল সমসাময়িক ঘটনার প্রতিবাদ।
- (b) 'জরিগানের' অধিকাংশই কোরানের সূক্ত ও আরবি কাহিনি নিয়ে লেখা।
- (c) উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের অন্যতম লোকগীতি হল 'টেকির গান'
- (d) 'আখড়াই গানে'র প্রাচীন উৎসস্থল নবদ্বীপ।

**সংকেত:**

	a	b	c	d
(ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
(গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

**Answer: (খ)**

৯৬। 'কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই চিত্রাঙ্কিত।' সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রবন্ধে একথা বলেছেন সেটি হল:

- (ক) মৃচ্ছকটিক
- (খ) কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা
- (গ) উত্তর চরিত
- (ঘ) জয়দেব

**Answer: (ক)**

৯৭। 'রক্তকরবী' নাটকের পাণ্ডুলিপিতে চিকিৎসক চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে:

- (ক) তৃতীয় খসড়ায়
- (খ) পঞ্চম খসড়ায়
- (গ) সপ্তম খসড়ায়
- (ঘ) নবম খসড়ায়

**Answer: (খ)**

৯৮। আই ধাত্রি কুজনি                      কি মোকে শুনাওসি  
বেদ উকতি নহে পাঠ।  
লাখ উপায়ে                      মিটাতে না পারিয়ে  
যে বিধি লিখিছে ললাট।।

উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা হলেন:

- (ক) বিদ্যাপতি
- (খ) দৌলতকাজি
- (গ) গোবিন্দ দাস
- (ঘ) আলাওল

**Answer: (খ)**

৯৯। ‘লালনে বহবো দোষাস্তাডনে বহবো গুণাঃ।  
তস্মাৎ মিত্রঃ পুত্রঃ তাড়য়েৎ ন তুলালয়েৎ।।  
‘রাজা ও রানী’ নাটকে শ্লোকটির বক্তা হলেন:

- (ক) জওহর
- (খ) মনসুখ
- (গ) মননুরাম
- (ঘ) হরিদীন

**Answer: (গ)**

১০০। ‘আশাদীপ্ত কণ্ঠে শুধু আজো নিনাদিত  
বন্দেমাতরম্।’

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যের যে কাবিতাটি এইভাবে সমাপ্ত হয়েছে তার নাম হল:

- (ক) প্রবাদ
- (খ) দেশ
- (গ) জীবনের গান
- (ঘ) ধ্বনি

**Answer: (ঘ)**

 Teachinn's.com  
Text with Technology

2019

১. চারজন আলংকারিকের নাম ও তাঁদের মন্তব্য নীচের দুটি তালিকায় উদ্ধৃত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করুন:

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

(a) ভামহ

(i) বক্রোক্তি হচ্ছে 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভনিতি'

(b) ভোজ

(ii) ব্যঙ্গার্থই হল কাব্যার্থ

(c) আনন্দবর্ধন

(iii) রস রসিকের মধ্যে শব্দ প্রমাণের দ্বারা সৃষ্ট হয়

(d) কুন্তকাচার্য

(iv) শব্দার্থো সহিতৌ কাব্যম্

সংকেত :

1. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

2. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

3. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

4. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

Answer: 3

Explanation: কুন্তকাচার্য বক্রোক্তিবাদ আর আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রবক্তা

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্পে অনাধিকার' প্রবন্ধে অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

মন্তব্য: শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়।

যুক্তি: কেননা শিল্প হল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত'। প্রত্যেক শিল্পীকে চোখ খোলা রেখে, প্রাণকে জাগ্রত করে মনকে মুক্তি দিতে হয়।

সংকেত:

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

Answer: 4

Explanation: এখানে দুটিই যথার্থ

৩. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন।

মন্তব্য

অবন্তিপুরে দ্বিজ নাম উত্তাপন।

সর্বশাস্ত্রে বিশারদ জেন ব্যাস তপোধন।।

যুক্তি

চৌষট্টি বিদ্যা পড়িল তেষাট্টি দিবসে।।

সংকেত:

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

Answer: 3



৪. মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসন অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

- সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অধিবেশন হত প্রতি রবিবার।
- যে মদ দেয় পারসিতে তাকে সাকী বলে।
- ‘এখানে কি আর নাগর তোমার’ গানটির রাগিণী শঙ্করী, তাল খেমটা।

সংকেত:

- (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

Answer: 2

৫. ‘জমীদার দর্পণ’ নাটকে যে জুরি চরিত্র রয়েছে তার নাম হল:

- জামাল ব্যাপারী
- আরজান ব্যাপারী
- জিতু মোল্লা
- আবু মোল্লা

Answer: 2

৬. বাংলা ছন্দ তত্ত্ব থেকে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিভাষিক নাম অমিল প্রবহমান পয়ার।
- মিশ্রবৃত্ত রীতির ইংরেজি পরিভাষা হল Mixed moric style বা Composite stylez
- রবীন্দ্রনাথই প্রথম ‘বলাকা’ কাব্যে মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করেন।
- দলবৃত্ত রীতির ছন্দে দুই ও তিন মাত্রার পর্বের প্রবর্তন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ‘আলেখ্য’ কাব্যে।

সংকেত:

- (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

Answer: 3

৭. ‘পোয়েটিক্স’ - এর অনুসরণে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- আরিস্টটল অনুকরণ বলতে বুঝেছিলেন একধরনের নকল।
- আরিস্টটল ট্রাজেডির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে দৃশ্যকে সাহিত্যের আলোচনায় স্থান দিয়েছেন।
- সংগীত ও দৃশ্য এই দুই উপাদানের ট্রাজেডির আনন্দ বেশি ঘনীভূত হয়।
- আরিস্টটলের মতে ট্রাজেডিতে ক্রিয়ার স্থান একটিই।

সংকেত:

- (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

Answer: 3

৮. ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে নীচে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন

- (a) করমানীর বউ লোকের বাড়ি বাড়ি কাঁথা সেলাই করে দেয়।
- (b) নয়গাঙের বিধাই মালো টাকার সব মালোদের চেয়ে বড়।
- (c) ছাইল হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার দেবার রীতি।
- (d) কালীপূজার সময় সংযমী থাকবে তিনজন - সুবলার বউ, মঙ্গলার মা, কালোর মা।

সংকেত:

- 1. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 3. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 4. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

Answer: 1

৯. প্রথম তালিকায় অলঙ্কারের নাম ও দ্বিতীয় তালিকায় অলঙ্কারের উদাহরণ দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করুন।

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (a) ব্যতিরেক    | (i) দূরে বালুচরে নহে কাঁপিছে ঝাঁঝির পাখা                      |
| (b) রূপক        | (ii) বোশেখী দুপরে দূরে বালুচরে কাঁপিছে ঝাঁঝির পাখা            |
| (c) অপহুতি      | (iii) দূরে বালুচরে কাঁপে থরথরে রৌদ্র-ঝিল্লীপাখা               |
| (d) অতিশয়োক্তি | (iv) দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর থর ঝাঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্র |

সংকেত:

- 1. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- 2. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- 3. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
- 4. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Answer: 1

Explanation: অপহুতিতে উপমেয়কে আত্মীকার করা হয়। রূপকে উপমেয় ও উপমানকে অভেদ কল্পনা করা হয়।

১০. পাঠ্য গল্পগুলি অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন।

- (a) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘চোর’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বসুমতী’ পত্রিকায় 1355 বঙ্গাব্দে।
- (b) বিমল করের ‘ইন্দুর’ গল্পটি প্রকাশকাল 1953, ‘উত্তরসূরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
- (c) নিশিকান্ত ঠাউরের চন্ডীপাঠের নমুনা আজ দেইখা আসলাম দমদমায়, বলেছিল মস্মথ সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘দ্বিজ’ গল্পে।
- (d) ‘গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজকে নিজের মানুষের মত মনে হল’ অংশটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘গরম ভাত বা নিছক ভূতের গল্প’- এ আছে।

সংকেত:

- 1. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 3. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 4. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

Answer: 1

১১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য বেশি ছিল।
- ক্রিয়াবিভক্তির দু'রকম রূপ ছিল-পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ
- তৃতীয়ার বহুবচনে বিভক্তি ছিল 'হি'
- আ-কারান্ত, ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ অ-কারান্ত শব্দের মতো হত।

সংকেত:

- (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

Answer: 3

**Explanation:** প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় তৃতীয়ার বহুবচনে বিভক্তি ছিল 'ভিস্' (ভিঃ) যেমন - মুনিভিঃ। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় হয় 'হি'।

১২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বাদশা' ছোটগল্প অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন।

**মন্তব্য:** অমন শান্ত মানুষকে কোনোদিন কড়া কথা বলতে পারেননি আনমনী।

**যুক্তি:** কারণ আনমনীর মরা বাপের শিক্ষে ছিল।

সংকেত:

- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
- মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

Answer: 4

১৩. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন।

**মন্তব্য:** একটা অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে শশী ঘুরিয়া বেড়ায় কর্তব্য কাজগুলি সম্পন্ন করে।

**যুক্তি:** যে বিষয়ে শশী দায়িত্ব গ্রহণ করে তা সে দ্রুত সম্পন্ন করতে চায়।

সংকেত:

- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
- মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

Answer: 3

**Explanation:** শশীর ব্যস্ততা অনেকেটাই লোক দেখানো।

১৪. সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রসনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কে, কোন মতবাদের প্রবক্তা দুটি তালিকায় তা দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) ভট্টলোল্লট
- (b) ভট্টনায়ক
- (c) ভট্টশঙ্কর
- (d) অভিনবগুপ্ত

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) অভিব্যক্তিবাদ
- (ii) অনুমিতিবাদ
- (iii) ভুক্তিবাদ
- (iv) উৎপত্তিবাদ

সংকেত:

- 1. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
- 2. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- 3. (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- 4. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

Answer: 1

১৫. প্রথম তালিকায় প্রথম চৌধুরীর পাঠ্য প্রবন্ধের নাম ও দ্বিতীয় তালিকায় সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) 'মলাট সমালোচনা'
- (b) 'বই পড়া'
- (c) 'ভারতচন্দ্র'
- (d) 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা'

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত।
- (ii) ফরাসি রুচি ইংরেজি রুচির সঙ্গে মেলে না।
- (iii) অতিবিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম।
- (iv) বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়।

সংকেত:

- 1. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- 2. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
- 3. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- 4. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Answer: 3

১৬. "মরিলে শোচন মোর নাহি কদাচিত।"

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে কথটি বলেছেন

- 1. রত্নসেন
- 2. বাদল
- 3. গোরা
- 4. পদ্মাবতী

Answer: 3

১৭. বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্য অবলম্বনে প্রদত্ত প্রথম তালিকার পংক্তি ও দ্বিতীয় তালিকার সর্গ-শিরোনামের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

প্রথম তালিকা

- (a) ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে
- (b) আহা সেই দেবী সুলোচনা
- (c) তোমারে হৃদয়ে রাখি সদাই আনন্দে থাকি
- (d) তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) শান্তিগীতি
- (ii) নবম সর্গ
- (iii) উপসংহার
- (iv) শোকসংগীত

সংকেত:

- 1. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- 2. (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(iii)
- 3. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
- 4. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

Answer: 1

১৮. ‘অচলায়তন’ নাটকে পঞ্চকের একটি সংলাপে আছে:

১. দুটি সুপুরি আর দু’মাষা সোনা
২. পাঁচটি সুপুরি আর দেড় মাষা সোনা
৩. চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা
৪. তিনটে সুপুরি আর আধ মাষা সোনা

**Answer: 3**

১৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে প্রকৃতিতে যে বিশেষ বস্তুটি দেখে দুর্গার মনে হয়েছে - ‘দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের’ - সঠিক সেই বিষয়টি নির্বাচন করুন:

১. এক ঝাঁক শালিক পাখী সহসা ঝোপের মধ্যে উড়িয়ে গেল।
২. সামনে পথের ধুলার উপর বসিয়া থাকা সুদর্শন পোকা।
৩. সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের প্রাচীর অশ্রুত গাছের ছায়ার আড়ালে সূর্যাস্ত।
৪. চক্ষের নিম্নে বনজঙ্গলের লতা পাতা ছিড়িয়া ভুলোর অকস্মাৎ আবির্ভাব।

**Answer: 2**

২০. আরিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**মন্তব্য:** আরিস্টটলের মতে কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক।

**যুক্তি:** কেননা ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা আর কাব্য বলে সার্বজনীন সত্য।

**সংকেত:**

১. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
২. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
৩. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
৪. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

**Answer: 2**

২১. রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য গল্পের অনুসরণে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) ‘নিশীথে’ গল্পে দক্ষিণাচরণ তাঁর স্ত্রী-কে নিয়ে মুসৌরিতে গিয়েছিলেন।
- (b) ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে পুরীর গাড়িতে বিন্দুকে তুলে দেবার কথা ছিল বুধবার।
- (c) ‘হৈমন্তী’ গল্পের তাঁর স্ত্রী-র জন্য শৌখিন বাঁধাই করা ফরাসী কবিতার বই কিনে এনেছিল।
- (d) ‘ল্যাবরটারি’ গল্পের বেরতী রবিবার কাটায় আকাশ নিম্ন বাঁধিকার তলায়।

**সংকেত:**

১. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
২. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
৩. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
৪. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

**Answer: 4**

২২. তারাক্ষরের ‘রাধা’ উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে উপনয়নের পর দীক্ষার জন্য আনন্দচাঁদ গিয়েছিলেন যার কাছে তিনি হলেন।

১. প্রেমদাস বৈরাগী
২. ব্রজমোহন ভট্টাচার্য
৩. কেশবানন্দ
৪. মাধবানন্দ

**Answer: 2**



২৩. "নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি / ডুরে শাড়ী পাছাপাড় আছে হার সাতনলি।"

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে গানটি গেয়েছে:

1. রাধিকা
2. খুকীর মা
3. কৃষক রমণীরা
4. ফকির

**Answer: 3**

২৪. বৃদ্ধ > বুড় > বুড়া, এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়ম অনুসৃত হয়েছে, সেটি হল:

1. বিমূর্ধগী ভবন
2. স্বতমূর্ধগী ভবন
3. মূর্ধগীভবন
4. বিষমীভবন

**Answer: 3**

**Explanation:** ঋ, র, ষ এবং ট, ঠ, ড প্রভৃতি মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিনত হয়। তবে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলে।

২৫. 'জীবনস্মৃতি'-র চারটি অধ্যায় ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) ভারতী
- (b) ভানুসিংহের কবিতা
- (c) আমেদাবাদ
- (d) স্বাদেশিকতা

**সংকেত:**

1. (b), (d), (a), (c)
2. (a), (c), (d), (b)
3. (b), (d), (c), (a)
4. (d), (c), (a), (b)

**Answer: 1**

২৬. পরশুরামের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্প অনুসরণে দেওয়া মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (a) শ্যামবাজারের গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি।
- (b) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী B. Sc.. A.S.S. (USA)
- (c) শ্যামবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গায়ের রং গাঢ় শ্যামবর্ণ।
- (d) গন্তুরি একলাখ টাকার শেয়ার কিনেছিলেন।

**সংকেত:**

1. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
2. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
3. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
4. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

**Answer: 3**

২৭. বিষু দে-র 'তুমি শুধু পাঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় যে ছত্রটি রয়েছে সেটি হল:

1. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
2. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
3. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার
4. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার

**Answer: 3**

২৮. দুটি তালিকায় ছন্দকার ও তাঁদের দেওয়া ছন্দানাম প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- (c) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
- (d) প্রবোধচন্দ্র সেন

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ
- (ii) দলমাত্রিক ছন্দ
- (iii) পাপড়ি গোণা ছন্দ
- (iv) প্রাকৃত বাংলা ছন্দ

**সংকেত:**

- 1. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
- 2. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
- 3. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
- 4. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

**Answer: 4**

২৯. আরিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে ভাষা নিয়ে আলোচনা আছে ২০, ২২ ও ২৫ পরিচ্ছেদে।
- (b) ত্রয়ী ঐক্যের অন্তর্গত স্থানগত ঐক্য নিয়ে আরিস্টটল কিছু বলেননি।
- (c) নাটকে চরিত্র হবে ভালো, যথাযথ, অনুগত ও সঙ্গত।
- (d) পদগুচ্ছ হল ধ্বনির অর্থময় সমাহার।

**সংকেত:**

- 1. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 3. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 4. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

**Answer: 1**

৩০. কমলকুমার মজুমদারের ‘নিম্ন অল্পপূর্ণা’ ছোটগল্প অবলম্বনে দুটি তালিকা দেওয়া হয়েছে প্রথম তালিকায় বক্তার নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি উদ্ধৃতি সাজিয়ে দেওয়া হল। উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) খেত মিত্তিরের মা
- (b) প্রীতিলতা
- (c) লতি
- (d) যুথী

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) আমরা যদি পিপড়ে হতাম।
- (ii) কি বোকা জল গিলে খাচ্ছে।
- (iii) পাখি, আমার পাখিরও এমন স্বভাব নয়।
- (iv) বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান।

**সংকেত:**

- 1. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)
- 2. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
- 3. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)
- 4. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

**Answer: 4**

৩১. "কবি বিভাবাদির ঔচিত্য থেকে বিচ্যুতি পরিত্যাগে যত্নশীল হবেন।" এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন

- 1. অভিনবগুপ্ত
- 2. ভরতচ্যর্ষ
- 3. বামনাচার্য
- 4. আনন্দবর্ধন

**Answer: 4**

৩২. কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।

ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে।।

উদ্ধৃত কাব্যংশটি যে অলংকারের দৃষ্টান্ত সোটি হল।

1. ‘অসম্বন্ধে সম্বন্ধে’ অতিশয়োক্তি
2. ‘অভেদ ভেদ’ অতিশয়োক্তি
3. ‘সম্বন্ধে অসম্বন্ধ’ অতিশয়োক্তি
4. রূপকতিশয়োক্তি

**Answer: 1**

**Explanation:** কোকিলের কণ্ঠ প্রাকৃতিক ভাবেই সুর উপস্থিত। তাই তার পঞ্চম স্বর শিখতে আসার কোনো যুক্তি নেই। তাই এখানে অসম্বন্ধের মধ্যে কবি সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন।

৩৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’ গল্প অনুসরণে কয়েকটি চরিত্র ও তাদের উক্তি পাশাপাশি দুটি তালিকায় দেওয়া হল।

**প্রথম তালিকা**

- (a) নাদির
- (b) মোতালেফ
- (c) মাজু খাতুন
- (d) ফুলবাণু

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) গুড়ের সময় পিঁপড়ার মত লাইগা ছিল
- (ii) এখন ডরাই পরীয়ে
- (iii) কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন রইরা খেদায় না মাইনুষে
- (iv) আর বকবক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইনুষেরে

**সংকেত:**

1. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)
2. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
3. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
4. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

**Answer: 2**

৩৪. ‘অন্নদামঙ্গল’ - এর প্রথম খন্ডে সভাবর্ণন অধ্যায়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রদের জ্যেষ্ঠাদি ক্রম রক্ষা করে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

1. মহেশচন্দ্র-ভৈরবচন্দ্র-হরচন্দ্র-শিবচন্দ্র
2. শিবচন্দ্র-হরচন্দ্র-মহেশচন্দ্র-ভৈরবচন্দ্র
3. শিবচন্দ্র-ভৈরবচন্দ্র-হরচন্দ্র-মহেশচন্দ্র
4. হরচন্দ্র-শিবচন্দ্র-মহেশচন্দ্র-ভৈরবচন্দ্র

**Answer: 3**

৩৫. প্রথম তালিকায় পাঠ্য কয়েকটি কবিতার শিরোনাম ও দ্বিতীয় তালিকায় কবিতার পংক্তি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্দেশ করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) গর্জন সত্তর
- (b) মল্লয়ার দেশ
- (c) চেতন স্যাকরা
- (d) হেমন্তের আরণ্যে আমি পোস্টম্যান

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) গুরুর দর্শন, কর্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে
- (ii) ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
- (iii) বাতাসে উড়ছে ফুঙ্কি হাওয়ায় দহনের সৌন্দর্য গন্ধ
- (iv) আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়

**সংকেত:**

1. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
2. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
3. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
4. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

**Answer: 2**

৩৬. "‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে ফিরাইয়া দে দে দে মোদের প্রাণের লখিন্দরো।"

এই বাক্যাংশে যে লেখকের গান থেকে নেওয়া তিনি হলেন:

1. শম্ভু মিত্র
2. বিনয় রায়
3. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
4. হেমাস্ত বিশ্বাস

**Answer: 2**

৩৭. ‘সমাচার’ বিভাগটি বিশেষভাবে পত্রিকায় দেখা যেত সেটি হল:

1. বঙ্গদর্শন
2. প্রবাসী
3. কল্লোল
4. সবুজপত্র

**Answer: 3**

৩৮. দৌলতকাজীর ‘লোরচন্দ্রাণী’ কাব্য থেকে কয়েকটি চরিত্রনাম ও তাদের উক্তি প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) লোর
- (b) ময়না
- (c) বামন
- (d) চন্দ্রাণীর ধাত্রী

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) যুবক পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।
- (ii) নারী চোর বনেত রহিতে নাহি ঠাই।
- (iii) নিমেষে চিনিলু তোর মর্মে কাম ব্যথা।
- (iv) ইষ্টমিত্রহীন মুই নির্জন কাননে।

**সংকেত:**

1. (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
2. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)
3. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
4. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

**Answer: 3**

৩৯. বনফুলের ‘শ্রীপতি সামন্ত’ ছোটগল্প অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন।

**মন্তব্য:** শ্রীপতি সামন্ত সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙালির টিকিটের দাম দিলেন।

**যুক্তি:** কেননা সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙালি তাঁকে ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায় চড়তে অনুমতি দিয়েছিলেন।

**সংকেত:**

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
2. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
3. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

**Answer: 1**

৪০. দুটি তালিকায় ‘সাজাহান’ নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা ও সেখানে প্রযুক্ত গানগুলি উল্লেখ করা হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য
- (b) তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য
- (c) প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য
- (d) দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) আমি সারা সকালটি বসে বসে
- (ii) যেথা গিয়াছেন তিনি সমরে
- (iii) আজি এসেছি
- (iv) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু

সংকেত:

- 1. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
- 2. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- 3. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- 4. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

Answer: 1

৪১. দুটি তালিকায় অর্থালঙ্কারের নাম ও বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) বিভাবনা
- (b) স্বভাবোক্তি
- (c) নিশ্চয়
- (d) অপহুতি

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়
- (ii) উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়
- (iii) কারণ ছাড়াই কার্য ঘটে
- (iv) বস্তু বা বিষয়ের রূপ, গুণ ও স্বভাবের যথাযথ ও সুন্দর বর্ণনা থাকে

সংকেত:

- 1. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
- 2. (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- 3. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)
- 4. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

Answer: 2

৪২. ‘হুতোম পাঁচার নকশা’ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (a) ধোপাপুকুর লেনের দুই নম্বর বাড়িটিতে হাফ-আখড়াইয়ের দল বসেছে।
- (b) বাবু প্যালানাথ সারবরন সাহেবের নিকট মাত্র তিন মাস ইংরিজি শিখেছিলেন।
- (c) বারোইয়ারিতলায় পাঁচালি আরম্ভে প্রথম দল মহীরাবণের পালা ধরেছেন।
- (d) মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গঙ্গাস্নানে চলেছেন।

সংকেত:

- 1. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
- 3. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
- 4. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

Answer: 4



৪৩. বুদ্ধদেব বসুর ‘জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারপূর্বক সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**মন্তব্য:** এক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

**যুক্তি:** কেননা আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই।

**সংকেত:**

1. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
2. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
4. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: 2**

৪৪. ‘নির্বাস’ উপন্যাস অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

**মন্তব্য:** বাবলার ডালের খোঁটায় বাঁধা হিরণের স্থাপত্য খাড়া হয়ে রইল।

**যুক্তি:** কেননা ঝড়ে বড় গাছ ফেলে দেয়, ঘাস কাড়া থাকে।

**সংকেত:**

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
2. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
4. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: 3**

৪৫. ‘আমি বিকৃতির সমর্থন করছি না’ - বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে এই উক্তি করেছিলেন:

1. সীতানাথ
2. বিজয়
3. শরবিন্দু
4. বিধু

**Answer: 2**

৪৬. মুখবিবরের শূন্যতার পরিমাপ অনুসারে ‘ও’ স্বরধ্বনির শ্রেণী হল:

1. সংবৃত
2. বিবৃত
3. অর্ধ-সংবৃত
4. অর্ধ-বিবৃত

**Answer: 3**

**Explanation:** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা মধ্যরেখাকে অতিক্রম করে সংবৃত অংশের কিছুটা অধিকার করে তাকে অর্ধ সংবৃত ধ্বনি বলে। যেমন- ‘এ’, ‘ও’।

৪৭. অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) মহর্ষির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত।
- (b) বরপণ প্রথা নারীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জন্মলাভ করেছে।
- (c) প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের পৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করেছিল।
- (d) রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থশ্রমের দৃশ্য জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে ধরা পড়েছে।

**সংকেত:**

1. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
2. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
3. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
4. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

**Answer: 3**

৪৮. আবু সয়ীদ আইয়ুবের ‘সুন্দর ও বাস্তব’ প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) কলিংউড-এর কাছে সুন্দরের দ্যোতনায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুয়েরই অতীত একটা বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত নিহিত।
- (b) সৌন্দর্য, তা সে প্রাকৃতিকই হোক আর শিল্পপ্রসূতই হোক, মানবমনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য নয়।
- (c) সুন্দর বস্তু আপনার অস্তিত্বের নিবিড়তায় সমগ্র চৈতন্যকে আপ্লুত করে দেয়।
- (d) সুন্দরের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় রূপস্রষ্টার অনুভূতি, তাঁর অন্তরাআ।

সংকেত:

1. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
3. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
4. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ

Answer: 3

Explanation: সৌন্দর্য মানব মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে।

৪৯. লীলা মজুমদারের ‘পেশাবদন’ গল্প অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (a) বড়োকাকা সংবাদ সংগ্রহের জন্য মৎস্য শিকারীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন।
- (b) কস্তুগামে চোদ্দপুরুষে কেউ চাকরি-বাকরি করেনি।
- (c) গ্রামের মানুষ বড়োকাকাকে মোটেই আপ্যায়ন করেনি।
- (d) কস্তুগামে মোড়ল এক দিস্তা কাগজে ডাকাতির পরিকল্পনা লিখে বড়োকাকাকে ওটা ছেপে দিতে অনুরোধ করেন।

সংকেত:

1. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
3. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
4. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

Answer: 3

৫০. যে সমাসকে ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস বলা যায়, সেটি হল

1. দ্বন্দ্ব
2. দ্বিগু
3. অনুক বহুব্রীহি
4. ব্যতিহার বহুব্রীহি

Answer: 2

Explanation: সমাহার বা সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়। তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এখানে সংখ্যা বাচক শব্দের আশ্রয়ে বা ব্যাখ্যায় বিশেষ্য পদটি ব্যবহৃত হয়।

৫১. প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

মন্তব্য: বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের ব্যবহার খুব বেশি নেই।

যুক্তি: কারণ বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ হয় না।

সংকেত:

1. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
3. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

Answer: 3

৫২. "ওরা তোমাকে চায়। তুমি মূল্যবান বলে তোমাকে চায় না। তুমি আমাদের হয়ে যাচ্ছ বলে তোমাকে চায়।"

‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ নাটকে যাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে তিনি হলেন:

1. চিত্রলেখা
2. জীবনলাল
3. বৈজ্ঞানিক
4. চিত্রকর

**Answer: 4**

৫৩. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব থেকে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

- (a) বিশ্ণুনাথ কবিরাজ তাঁর ‘সাহিত্য দর্পণ’-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্ত্বাদ্রেকাদশ ইত্যাদি শ্লোকে রসের পরিচয় দিয়েছেন।
- (b) আনন্দবর্ধন অলংকারকে ‘শোভাতিশয়হেতু’ অর্থে গ্রহণ করেছেন।
- (c) রাজশেখর বলেছেন, রসাত্মক কাব্যপুরুষের দেহ গঠিত হয় শব্দ ও অর্থের দ্বারা।
- (d) ভারত তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’-এর সপ্তদশ অধ্যায়ে ‘গুণ’-এর আলোচনার পূর্বেই আটটি দোষের কথা বলেছেন।

**সংকেত:**

1. (a)-শুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
2. (a)-অশুদ্ধ, (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
3. (a)-অশুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
4. (a)-শুদ্ধ, (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

**Answer: 2**

৫৪. প্রদত্ত তালিকা দুটিতে কয়েকটি ছন্দ পংক্তি ও তাদের রীতি অনুযায়ী মাত্রা সংখ্যার উল্লেখ করা হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**প্রথম তালিকা**

- (a) কেশে আমার পাক ধরেছে বটে  
তাহার পানে নজর এত কেন।
- (b) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা হাতে দীপ শিখা।
- (c) বাম্পি ঘনগর জন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
- (d) যদি কোনো দিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে।

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) 18 মাত্রার ছন্দ
- (ii) 26 মাত্রার ছন্দ
- (iii) 22 মাত্রার ছন্দ
- (iv) 20 মাত্রার ছন্দ

**সংকেত:**

1. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
2. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
3. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
4. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

**Answer: 4**

৫৫. ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধে অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হল। এর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

**মন্তব্য:** কল্পনা ও কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে।

**যুক্তি:** কেননা যথার্থ কল্পনা সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ আর কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভাগ আছে মাত্র।

**সংকেত:**

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ
4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ

**Answer: 4**

৫৬. ‘আমার জীবন’ থেকে রাসসুন্দরী দেবীর পুত্রদের নাম ও তাঁর যে যে বয়সে তাদের জন্ম তা দুটি তালিকায় দেওয়া হল। তালিকা দুটির সমঞ্জস্য বিধান করে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) পুলিনবিহারী
- (b) রাধানাথ
- (c) চন্দ্রনাথ
- (d) মুকুন্দলাল

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) 28 বছর বয়সে
- (ii) 21 বছর বয়সে
- (iii) 41 বছর বয়সে
- (iv) 32 বছর বয়সে

সংকেত:

1. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)
2. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
3. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)
4. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Answer: 4

৫৭. প্রদত্ত দুটি তালিকায় বাংলা উপভাষার নাম ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হয়েছে। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।

প্রথম তালিকা

- (a) ঝাড়খন্ডী
- (b) কামরূপী
- (c) বরেন্দ্রী
- (d) বঙ্গালী

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পায় না।
- (ii) শব্দের আদিতে র-ধ্বনির কথা না থাকলেও র-ধ্বনির আগম হয়।
- (iii) শব্দের মধ্যে ও অন্তে শ্বাসাঘাত পরিলক্ষিত হয়।
- (iv) আনুনাসিক ধ্বনির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

সংকেত:

1. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
2. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
3. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)
4. (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

Answer: 2

৫৮. চারটি কবিতা পংক্তি ও তাদের মাত্রা সংখ্যা দেওয়া হল। ছন্দোবাহিত অনুসারে মাত্রা গণনা পদ্ধতির যথার্থতা বিচার করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা - 5+6+5+2
- (b) সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে - 5+5+5+5
- (c) জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে ঘৃণা করি তারে - 4+4+4+2
- (d) ফিরিয়া যেয়োনা, শোনো শোনো - 4+4+2

সূর্য অস্ত যায়নি এখনো - 4+4+2

সংকেত:

1. (a)-অশুদ্ধ; (b)-অশুদ্ধ; (c)-শুদ্ধ; (d)-শুদ্ধ
2. (a)-শুদ্ধ; (b)-শুদ্ধ; (c)-অশুদ্ধ; (d)-অশুদ্ধ
3. (a)-শুদ্ধ; (b)-অশুদ্ধ; (c)-শুদ্ধ; (d)-অশুদ্ধ
4. (a)-শুদ্ধ; (b)-শুদ্ধ; (c)-শুদ্ধ; (d)-অশুদ্ধ

Answer: 1

Explanation: নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা - 4+4+4+2

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে - 4+4+4+2.

৫৯. "বসন্তের বেলা চলে যায়, /-সাক্ষ্য গীত গায়,"

কামিনী রায়ের 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ' কবিতায় উদ্ধৃত অংশের শূন্যস্থানে আছে

1. পাখিরা
2. বিহঙ্গেরা
3. বিহগেরা
4. শালিখেরা

**Answer: 3**

৬০. প্রথম চৌধুরীর 'বই পড়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (a) কোনো একজনের মতে প্রাবন্ধিক নিজে একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'।
- (b) শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের কূর্চ।
- (c) আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।
- (d) পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুশিক্ষা কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়।

**সংকেত:**

1. (a)-শুদ্ধ; (b)-অশুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
2. (a)-অশুদ্ধ; (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-শুদ্ধ
3. (a)-শুদ্ধ; (b)-শুদ্ধ, (c)-অশুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ
4. (a)-অশুদ্ধ; (b)-শুদ্ধ, (c)-শুদ্ধ, (d)-অশুদ্ধ

**Answer: 3**

**Explanation:** লোকের মতে -

- (১) 'পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুশিক্ষা কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়'।
- (২) 'আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থার লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল'।

৬১. "গল্পে গল্পে এক রাত্রের কথা বেরিয়ে আসে"

'টোড়াইচরিতমানস' উপন্যাসে গল্পের সূত্রে যে, যার কাছে 'রাত্রের' কথা বলেছিলেন তারা হলেন:

1. লালমুনিয়া টোড়াইয়ের কাছে
2. গিধর মন্ডল লাল মুনিয়ার কাছে
3. গিধর মন্ডল লচুয়া চৌকিদারের কাছে
4. লচুয়া চৌকিদার গিধর মন্ডলের কাছে

**Answer: 4**

৬২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** এবে দেহে মোর হএ বিকার।

**যুক্তি:** কেননা আসার দেখিলো সব সংসার।

**সংকেত:**

1. মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
2. মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
3. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ
4. মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ

**Answer: 2**

**Explanation:** শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পংক্তি - "এবে দেহে মোর নাহি বিকার আসার দেখিলো সব সংসার।।"

৬৩. চর্যাগীতির মুনদত্তকৃত সংস্কৃত টিকার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় যে গ্রন্থে সেটি হল:

1. চর্যাগীতিকোষ
2. চর্যাগীতি পদাবলী
3. চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা
4. চর্যাগীতি পরিক্রমা

Answer: 3

৬৪। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ -ভাবনা অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (a) মিশ্রবৃত্ত রীতির মূল নীতি চারটি।
- (b) আধুনিক কালে মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুর্মাত্রিক পর্বের অন্তে মিল দেওয়া চলে না।
- (c) রুদ্ধদল শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হলেই অনুস্পন্দ অনুভূত হয়, শব্দের অন্তে থাকলে হয় না।
- (d) স্পন্দানুপ্রাস সবচেয়ে বেশি শোভা পায় দলবৃত্ত রীতির ছন্দে।

সংকেত:

(ক)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(গ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ

Answer: (ঘ)

৬৫। ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে দেবেন্দ্র হীরার সামনে মদ্যপ অবস্থায় যে স্তব আরম্ভ করেছিলেন তা দুটি তালিকায় প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) যা দেবী বটবৃক্ষেষু
- (b) যা দেবী দত্তগৃহেষু
- (c) যা দেবী পুরুষাটেষু
- (d) যা দেবী মমগৃহেষু

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) চুপড়ি হস্তেন সংস্থিতা
- (ii) পৈত্ৰী রূপেণ সংস্থিতা
- (iii) ছায়া রূপেণ সংস্থিতা
- (iv) হীরারূপেণ সংস্থিতা

সংকেত:

(ক)	(a) - (i)	(b) - (ii)	(c) - (iv)	(d) - (iii)
(খ)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (i)	(d) - (ii)
(গ)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (iv)	(d) - (i)
(ঘ)	(a) - (iii)	(b) - (i)	(c) - (ii)	(d) - (iv)

Answer: (খ)

৬৬। চৈতন্যভাগবতের আদি খন্ডের অষ্টম অধ্যায় থেকে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। উভয়ের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন:

মন্তব্য: তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে।

যুক্তি: বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।

সংকেত :

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই - ই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই - ই অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

Answer: (ক)



৬৭। গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ নাটক অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- (a) মিনার্ভা থিয়েটারে ‘জনা’ নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১০ পৌষ।  
 (b) ‘মা হয়ে, মা, মায়ের মনে’ গানটি রয়েছে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে।  
 (c) বিদূষক ও প্রথম গঙ্গারক্ষকের কথোপকথন আছে দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে।  
 (d) ‘কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে/ প্রবীর পাড়িবে রণে অর্জুনের করে’ কথাগুলি বলেছিলেন অগ্নি।

সংকেত:

(ক)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(গ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ

Answer: (ঘ)

৬৮। “একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal,”

‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে যে - কবির রচনায় দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন তিনি হলেন :

- (ক) T.S.Eliot  
 (খ) Ezra Pound  
 (গ) Amy Lowell  
 (ঘ) Orrick Johns

Answer: (গ)

৬৯। ‘তুঙ্গভাগার তীরে’ উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

- (a) যে দৈবজ্ঞের কাছে অর্জুনবর্মা ও বলরাম ভবিষ্যৎ গণনা করিয়েছিল তার নাম বীরভদ্র।  
 (b) বলরাম মঞ্জিরাকে জয়দেব গোস্বামীর পদ শুনিয়েছিল।  
 (c) রণদুন্দুভির নিনাদ শুনে ধনী ব্যক্তিরাজসভার দিকে ছুটল।  
 (d) আহমদ শা সৈন্যদলকে ফিরে আসবার আদেশ পাঠিয়েছিলেন।

সংকেত:

(ক)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(গ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(ঘ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ

Answer: (ঘ)

৭০। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের চারটি কবিতার নাম এবং সেগুলি যে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুটি তালিকায় তা প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- (a) মানবপুত্র (i) পরিচয়  
 (b) পুকুরধারে (ii) কবিতা  
 (c) ছুটি (iii) প্রবাসী  
 (d) চিররূপের বাণী (iv) বিচিত্রা

সংকেত:

(ক)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (ii)	(d) - (i)
(খ)	(a) - (iii)	(b) - (i)	(c) - (iv)	(d) - (ii)
(গ)	(a) - (iv)	(b) - (iii)	(c) - (ii)	(d) - (i)
(ঘ)	(a) - (ii)	(b) - (i)	(c) - (iv)	(d) - (iii)

Answer: (ক)

৭১। প্রথম তালিকায় প্রদত্ত পাঠ্য কবিতার নামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় উপস্থাপিত ছত্রের সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

প্রথম তালিকা

- (a) গোপূনিসন্ধির নৃত্য
- (b) জেসন
- (c) স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ
- (d) অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকনো দীঘি
- (ii) মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো
- (iii) ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে জ্যোৎস্নায়
- (iv) স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা

সংকেত:

(ক)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (ii)	(d) - (i)
(খ)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (i)	(d) - (ii)
(গ)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (iv)	(d) - (i)
(ঘ)	(a) - (iv)	(b) - (i)	(c) - (ii)	(d) - (iii)

Answer: (খ)

৭২। বুদ্ধদেব বসু-র ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- (a) বিষু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।
- (b) রবীন্দ্রতর হতে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র হতে হয় এই কথাটা ধরা পড়েছিল ততদিনে।
- (c) রবীন্দ্রনাথের অনতি উত্তরকালে যেসব কবি জন্মেছিলেন তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।
- (d) রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রবেশের কোনো বাধা নেই - আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারণা।

সংকেত:

(ক)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(গ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ

Answer: (খ)

৭৩। নজরুল ইসলামের কবিতা অবলম্বনে প্রথম তালিকার নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

প্রথম তালিকা

- (a) বিদ্রোহী
- (b) আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে
- (c) আমার কৈফিয়ৎ
- (d) সব্যসাচী

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) ‘দোলনচাঁপা’
- (ii) ‘ফণিমনসা’
- (iii) ‘অগ্নিবীণা’
- (iv) ‘সর্বহারা’

সংকেত:

(ক)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (i)	(d) - (iv)
(খ)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (ii)	(d) - (i)
(গ)	(a) - (iii)	(b) - (i)	(c) - (iv)	(d) - (ii)
(ঘ)	(a) - (iv)	(b) - (iii)	(c) - (ii)	(d) - (i)

Answer: (গ)

৭৪। বুদ্ধদেব বসুর ‘প্রথম পার্থ’ নাটকের চরিত্রের নাম প্রথম তালিকায় ও দ্বিতীয় তালিকায় চরিত্রের সংলাপ দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সথেকত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন:

প্রথম তালিকা

- (a) কুন্তী
- (b) কৃষ্ণ
- (c) কর্ণ
- (d) দ্রৌপদী

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) এখন দেখছি যুদ্ধের আয়োজন আমার ইচ্ছাকে বহু দূরে ছাড়িয়ে এলো
- (ii) যখন যুদ্ধের শঙ্খনাদ যে - কোনো মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে
- (iii) ‘যার নিবারণ সম্ভব হলো না, তাতে অংশগ্রহণই কর্তব্য
- (iv) ‘শুধু তোমাকেই বলতে পারি, যা অন্য কাউকে বলা যায় না।

সথেকত:

(ক)	(a) - (iii)	(b) - (i)	(c) - (iv)	(d) - (ii)
(খ)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (i)	(d) - (iv)
(গ)	(a) - (iv)	(b) - (i)	(c) - (iv)	(d) - (iii)
(ঘ)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (ii)	(d) - (i)

Answer: (ঘ)

৭৫। ‘নির্বাস’ উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সথেকত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

- (a) শনিবারের দিন কান্ডটা ঘটে গেল।
- (b) হলুদমোহন ক্যাম্প, গ্রুপ নম্বর ছয়, তাঁবু নম্বর সাতাশ, কার্ড নম্বর সাতশো পঁচাশি
- (c) আজকের সন্ধ্যাটি যেন হালকা খয়েরি রঙের।
- (d) গৃহ আর স্ত্রী একত্র রাখার প্রতীক হল বলয়।

সথেকত:

(ক)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(খ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(গ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(ঘ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ

Answer: (খ)

৭৬। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় যথাক্রমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নাম ও কবিতার পংক্তি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সথেকত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

প্রথম তালিকা

- (a) যেতে যেতে
- (b) প্রস্তাব: ১৯৪০
- (c) পাথরের ফুল
- (d) কাল মধুমাস

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) শীতের তো সবে শুরু
- (ii) দু-হাতে লাল-নীল দুটো রুমাল ওড়াব
- (iii) কাল রাত্রে বাসি ফুলগুলো সত্যিই শুকিয়ে কাঠ
- (iv) সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

সথেকত:

(ক)	(a) - (iv)	(b) - (i)	(c) - (ii)	(d) - (iii)
(খ)	(a) - (ii)	(b) - (iii)	(c) - (iv)	(d) - (i)
(গ)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (i)	(d) - (ii)
(ঘ)	(a) - (iii)	(b) - (iv)	(c) - (ii)	(d) - (i)

Answer: (গ)

৭৭। প্রদত্ত দুটি তালিকায় বিদেশী ভাষার নাম ও তার থেকে আগত শব্দটি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

প্রথম তালিকা

- (a) অরবি
- (b) ফরাসি
- (c) বর্মী
- (d) পর্তুগীজ

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) ঘুগনি
- (ii) আলকাতরা
- (iii) বিমা
- (iv) ফসল

সংকেত:

(ক)	(a) - (iv)	(b) - (ii)	(c) - (i)	(d) - (iii)
(খ)	(a) - (iii)	(b) - (i)	(c) - (ii)	(d) - (iv)
(গ)	(a) - (iv)	(b) - (iii)	(c) - (i)	(d) - (ii)
(ঘ)	(a) - (ii)	(b) - (iv)	(c) - (ii)	(d) - (i)

Answer: (গ)

৭৮। ‘জাপানযাত্রী’ অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্দেশ করুন:

- (a) রবীন্দ্রনাথ ‘জাপানযাত্রী’ উৎসর্গ করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে।
- (b) ‘জাপানযাত্রী’ ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩২৪ থেকে বৈশাখ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।
- (c) ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে জাপানী কবিতার আলোচনা রয়েছে।
- (d) ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থ প্রকাশের কাল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ।

সংকেত:

(ক)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(খ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(গ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ

Answer: (ক)

**Explanation :** ‘জাপানযাত্রী’ ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩২৩ থেকে বৈশাখ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। জাপানযাত্রী গ্রন্থের ১৪ নং অধ্যায়ে জাপানী কবিতার আলোচনা রয়েছে।

৭৯। উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ নাটক অনুসরণে পাশাপাশি প্রদত্ত দুটি তালিকার মধ্যে ব্যক্তি, চরিত্রনাম ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

প্রথম তালিকা

- (a) গজদানন্দ
- (b) ল্যাম্বাট
- (c) হরবল্লভ
- (d) বীরকৃষ্ণ দাঁ

দ্বিতীয় তালিকা

- (i) সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
- (ii) গ্রেট নেশনেল
- (iii) বেঙ্গল অপেরার স্বত্বাধিকারী
- (iv) প্রতীত রায়

সংকেত:

(ক)	(a) - (iii)	(b) - (ii)	(c) - (i)	(d) - (iv)
(খ)	(a) - (ii)	(b) - (iv)	(c) - (i)	(d) - (iii)
(গ)	(a) - (iv)	(b) - (iii)	(c) - (ii)	(d) - (i)
(ঘ)	(a) - (ii)	(b) - (iv)	(c) - (iii)	(d) - (i)

Answer: (খ)

৮০। নীচের যে বৈশিষ্ট্যটি উৎপ্রেক্ষ অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নয়, সেটি হল:

- (ক) উপমা ও উপমানে প্রবল সাদৃশ্য থাকে
- (খ) প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম হয়
- (গ) উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়
- (ঘ) উপমান উপমেয়ের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপে অঙ্কিত হয়

**Answer: (গ)**

৮১। “সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে  
কে কামিনী, একাকিনী বাস করে বনে?”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পাঠ্য কবিতার অনুসরণে ‘কামিনী’-র পরিচয় হল :

- (ক) আনারস
- (খ) অঙ্গনা
- (গ) হরীপরী
- (ঘ) অপরী

**Answer: (ক)**

৮২। প্রদত্ত মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সথকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:** বিভক্তি যোগে শব্দ ও ধাতু পদে পরিণত হয়ে বাক্যে যুক্ত হয়।

**যুক্তি:** কেননা বিভক্তি যোগের পর প্রত্যয় ছাড়া শব্দে আর কিছু যোগ করা যায় না।

**সথকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ

**Answer: (ঘ)**

৮৩। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে হরিমোহন ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখে খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখে দিস্তাখানেক কাগজ ভরেছিলেন, কারণ :

- (ক) জগমোহন ননিকে গৃহে স্থান দিয়েছিলেন।
- (খ) দরিদ্র মুসলমানদের জন্য জগমোহন আপন গৃহে ভোজনের আয়োজন করেছিলেন।
- (গ) জগমোহন প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের ফেলে অন্যত্র যেতে চাননি।
- (ঘ) শচীন ভট্টা ননিবালাকে বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন।

**Answer: (গ)**

৮৪। রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটক অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে একটি যুক্তি দেওয়া হল। সথকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

**মন্তব্য:** উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে।

**যুক্তি:** কেননা নন্দিসংকটের পথ বন্ধ করা আছে।

**সথকেত:**

- (ক) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: ক**

৮৫। সমরেশ বসুর ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পে ‘আগুন নিয়ে খেলা’ শীর্ষক যে রচনার উল্লেখ আছে তার লেখক হলেন:

- (ক) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
- (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- (গ) অন্নদাশঙ্কর রায়
- (ঘ) বিমল কর

**Answer: (গ)**

৮৬। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অবলম্বনে প্রদত্ত কয়েকটি মন্তব্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

- (a) বামানাচার্য রীতিকে চারভাগে ভাগ করেন - বৈদভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, মৈথিলী।
- (b) আলংকারিক রুদ্রট ‘লাটীয়’ রীতির উল্লেখ করেছেন।
- (c) কুন্তকাচার্য ভৌগলিক ক্রমে রীতির নাম রাখার প্রবণতাকে অস্বীকার করেন।
- (d) গৌড়ীয় রীতি ভালো হলেও যারা প্রশংসা করেন না, ভামহ তাদের অন্ধতার প্রশংসা করেছেন।

**সংকেত:**

- |     |              |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (ক) | (a) - শুদ্ধ  | (b) - শুদ্ধ  | (c) - অশুদ্ধ | (d) - অশুদ্ধ |
| (খ) | (a) - অশুদ্ধ | (b) - অশুদ্ধ | (c) - শুদ্ধ  | (d) - শুদ্ধ  |
| (গ) | (a) - শুদ্ধ  | (b) - অশুদ্ধ | (c) - অশুদ্ধ | (d) - শুদ্ধ  |
| (ঘ) | (a) - অশুদ্ধ | (b) - শুদ্ধ  | (c) - শুদ্ধ  | (d) - অশুদ্ধ |

**Answer: (ঘ)**

**Explanation:** বামনাচার্য এবং ভামহ রীতিবাদের আলোচনায় কালক্ষেপ করেন নি।

৮৭। প্রদত্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে যেটি সঠিক নয়, সেটি হল:

- (ক) বাংলায় দুটি মাত্র দ্বি - স্বরধ্বনি আছে।
- (খ) অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত স্বর বঙ্গালী উপভাষায় একটি বিশিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ।
- (গ) বাংলা বহু বচনের বিভক্তি-রা প্রথমে কেবল সর্বনামপদে যুক্ত হত।
- (ঘ) চর্যাপদে ব্যবহৃত একাধিক তন্তব শব্দ আধুনিক বাংলায় বর্জিত হয়েছে।

**Answer: (ক)**

৮৮। এছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।

তবুও দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ।।

উদ্ধৃত কাব্যংশটি যে অলংকারের দৃষ্টান্ত সেটি হল -

- (ক) বিরোধাভাস
- (খ) ভ্রান্তিমান
- (গ) বিভাবনা
- (ঘ) বিষম

**Answer: (গ)**

৮৯। ‘উজ্জ্বলনীলমণি’-র ‘হরিপ্রিয়া প্রকরণ’ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তির শুদ্ধতা বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

**মন্তব্য:** বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীই কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিতাপ্রিয়া

**যুক্তি:** কেননা এদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বেশি সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণ বর্তমান।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

**Explanation:** সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণে কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ।



৯০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পে কুড়ানো মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় হল:

- (a) নবগ্রাম নিবাসী শ্রী সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের নাতনী
- (b) শ্রীনিবাসের শ্যালিকা
- (c) শ্রী অন্নদাচরণের শ্যালিকা
- (d) শ্রী ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের পালিতা কন্যা

সংকেত :

(ক)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(গ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ

Answer: (ঘ)

৯১। ‘উজ্জ্বল নীলমণি’-র পাঠ্য অংশগুলি থেকে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

- (ক) উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ প্রকরণ অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে নায়ক হল ৯৬ প্রকার।
- (খ) হরিপ্রিয়া প্রকরণ অনুযায়ী পরকীয়া নায়িকা প্রকার।
- (গ) নায়িকাভেদ প্রকরণ অনুযায়ী নায়িকার সংখ্যা ৩৬০ প্রকার।
- (ঘ) উজ্জ্বলনীলমণিতে তিন প্রকার ‘প্রবাস’ - এর কথা বলা হয়েছে।

সংকেত :

(ক)	(a) - শুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(খ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ
(গ)	(a) - অশুদ্ধ	(b) - অশুদ্ধ	(c) - শুদ্ধ	(d) - শুদ্ধ
(ঘ)	(a) - শুদ্ধ	(b) - শুদ্ধ	(c) - অশুদ্ধ	(d) - অশুদ্ধ

Answer: (ক)

৯২। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যের পাঠ্য অংশ থেকে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন :

মন্তব্য:

এমন বলিয়া সাধু করে আত্মঘাতী  
অজয়ের জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি।  
জেই ক্ষণে সদাগর ঝাঁপ দিল নীরে  
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে।

যুক্তি:

শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চন্ডীর চরণ  
বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ।

সংকেত:

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

Answer: (খ)

৯৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি’ প্রবন্ধে অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারকপূর্বক প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

**মন্তব্য:** স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি।

**যুক্তি:** কেননা জগতের যা কিছু সুন্দর, তার অধিকাংশ জিনিস ভারতে পাওয়া যায়।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

**Answer: (গ)**

৯৪। সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্প অনুসরণে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার

শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

**মন্তব্য:**

কুমী আর ভীলরা অনেক দূর থেকে জল এনে সেচ দেয় - ভুট্টা, যব আর জনার ফসল ফলায় কিন্তু অর্ধেক ফসল মহারাজার তহসীলদার সোপাই কেড়ে নেয়।

**যুক্তি:** কেননা কুমী প্রজারা খাজনা ফাঁকি দেয়।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ
- (খ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ
- (গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ
- (ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ

**Answer: (ক)**

৯৫। “গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ কোর প্রাণনাথ।”

মহাপ্রভুর এই কথাটি আছে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর মধ্যলীলার

- (ক) দশম পরিচ্ছেদে
- (খ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে
- (গ) চতুর্দশ পরিচ্ছেদে
- (ঘ) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে

**Answer: (ঘ)**

৯৬। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করুন:

- (ক) মেঘনাদবধ কাব্য উৎসর্গ করা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে।
- (খ) মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডের শেষ পাঁচটি সর্গ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৬৯ বঙ্গাব্দে।
- (গ) মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডের আখ্যাপত্রে রঘুবংশম্ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।
- (ঘ) কবির জীবিতকালে মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০ জুলাই ১৮৬৯ -এ।

**সংকেত:**

- |     |              |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (ক) | (a) - অশুদ্ধ | (b) - শুদ্ধ  | (c) - শুদ্ধ  | (d) - শুদ্ধ  |
| (খ) | (a) - অশুদ্ধ | (b) - অশুদ্ধ | (c) - শুদ্ধ  | (d) - শুদ্ধ  |
| (গ) | (a) - শুদ্ধ  | (b) - শুদ্ধ  | (c) - অশুদ্ধ | (d) - শুদ্ধ  |
| (ঘ) | (a) - শুদ্ধ  | (b) - অশুদ্ধ | (c) - অশুদ্ধ | (d) - অশুদ্ধ |

**Answer: (খ)**

**Explanation:** মেঘনাদবধ উৎসর্গ করা হয়েছিল রাজা দিগম্বর মিত্রকে। এই কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডে শেষ পাঁচটি সর্গ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দে।

৯৭। সমর সেনের যে কবিতায় ছেলেভুলানো ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হল :

- (ক) মেঘদূত  
(খ) মুক্তি  
(গ) মছয়ার দেশ  
(ঘ) একটি বেকার প্রেমিক

**Answer: (ক)**

৯৮। দুটি তালিকায় বৈষ্ণবপদাবলির চারজন কবির নাম ও পদের অংশবিশেষ প্রদত্ত হল উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন :

**প্রথম তালিকা**

- (a) চণ্ডীদাস  
(b) জ্ঞানদাস  
(c) গোবিন্দদাস  
(d) বলরামদাস

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পুল  
(ii) যাহা যাহা অরুণ-চরণ চল চলই  
(iii) জল বিন্দু মীন যেন কবই না জীয়ে  
(iv) ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি

**সংকেত:**

- |     |             |            |             |             |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| (ক) | (a) - (iii) | (b) - (i)  | (c) - (ii)  | (d) - (iv)  |
| (খ) | (a) - (iv)  | (b) - (ii) | (c) - (iii) | (d) - (i)   |
| (গ) | (a) - (i)   | (b) - (iv) | (c) - (ii)  | (d) - (iii) |
| (ঘ) | (a) - (iii) | (b) - (iv) | (c) - (ii)  | (d) - (i)   |

**Answer: (ঘ)**

৯৯। ‘নবজাতক’ কাব্যের কয়েকটি কবিতার নাম এবং সেগুলি রচনার স্থান দুটি তালিকায় দেওয়া হল। উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

**প্রথম তালিকা**

- (a) ক্যান্ডীয় নাচ  
(b) জন্মদিন  
(c) সাড়ে নটা  
(d) অস্পষ্ট

**দ্বিতীয় তালিকা**

- (i) পুরী  
(ii) মংপু  
(iii) উদয়ন, শান্তিনিকেতন  
(iv) আলমোড়া

**সংকেত:**

- |     |             |             |            |             |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
| (ক) | (a) - (iv)  | (b) - (ii)  | (c) - (i)  | (d) - (iii) |
| (খ) | (a) - (iii) | (b) - (i)   | (c) - (iv) | (d) - (ii)  |
| (গ) | (a) - (i)   | (b) - (iii) | (c) - (ii) | (d) - (iv)  |
| (ঘ) | (a) - (ii)  | (b) - (i)   | (c) - (iv) | (d) - (iii) |

**Answer: (গ)**

**Explanation:** এখানে সঠিক উত্তর কোনোটিই নয়। সঠিক উত্তর - (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iii)

১০০। প্রদত্ত একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন:

**মন্তব্য:**

জিহ্বাপ্রান্ত বা জিহ্বাশিখরের শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে জিহ্বাপ্রান্তীয় বা জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি বলে।

**যুক্তি:** শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান অনুসারে জিহ্বাপ্রান্তীয় ধ্বনি চারপ্রকার - দন্ত্য, দন্ত্যমূলীয়, উত্তর দন্ত্যমূলীয় ও তালুদন্ত্যমূলীয়।

**সংকেত:**

- (ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ  
(খ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ  
(গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ  
(ঘ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

**Answer: (ঘ)**

